প্রবাসে বাংলার কথা বলে

ওয়েব নিউজ

সোমবার
২০ মে ২০২৪
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১১ জিলকদ ১৪৪৫

বর্ষ ১। সংখ্যা ৪

খেলা : ইউরোর দল দিয়ে ফ্রান্সে ফিরলেন কান্তে ▶ ৭

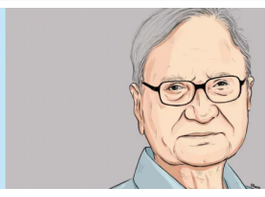

কলাম : বাঙালি চুপ করে থাকে চাকরির ভয়ে ▶ ৪

রেজি নং- W931028381 ● www.webnews24.fr

‘পরমাণু অস্ত্র ইইউ প্রতিরক্ষা বিতর্কের অংশ হওয়া উচিত’

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ বলেছেন, ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য তিনি ফ্রান্সের পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে আলোচনা শুরুর পক্ষে। তার এমন বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন দেশটির কয়েকজন বিরোধী রাজনীতিক।

রোববার মাক্রোঁ বলেন, ফ্রান্স ‘ইউরোপের নিরাপত্তায় আরও অবদান রাখতে’ প্রস্তুত।

ফ্রান্সের কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ফ্রান্সের পরমাণু অস্ত্র একটি একক ইউরোপীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হতে পারে।

এখন পর্যন্ত, ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ হুমকির মুখে পড়লে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথা বলা আছে। কিন্তু মাক্রোঁ বলছেন, এই শর্তকে ‘ইউরোপীয় মাত্রা’ দেওয়ার বিষয়ে আলোচনায় তিনি আগ্রহী।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দেবে জার্মানি, জাতিসংঘের সায়

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দেবে জার্মানি। তাতে কোনো বাধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত (আইসিজে)। মঙ্গলবার প্রাথমিক এক রায়ে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। তবে এ রায়ে অভিযোগ জানিয়েছে নিকারগুয়া। দেশটি বলেছে, জার্মানির ইসরায়েলকে অস্ত্র দেওয়া মানে ‘গণহত্যাকে’ সমর্থন করা। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘন করতে দেওয়ার মাধ্যমে ১৯৪৮ সালের গণহত্যা কনভেনশন লঙ্ঘন করছে জার্মানি।

চলতি মাসে আইসিজেতে শুনানি শুরু হওয়া নিকারাগুয়ার মামলাটি পুরোপুরি খারিজ করে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল জার্মানি। কিন্তু আইসিজে বলেছে, মামলাটি চলবে। শেষ হতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছে যে চমক

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য সর্বমোট ৩ লাখ ২৬ হাজার টিকিট বিক্রি ও উপহার হিসেবে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমেইন। প্রথমবারের মতো আয়োজক ফ্রান্সের পক্ষ থেকে আসন্ন গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের টিকিটের সংখ্যা প্রকাশ করা হলো।

এ সম্পর্কে সিনেট অধিবেশনে এক প্রশ্নের জবাবে ডারমেইন বলেছেন, ‘সেইন নদীতে আয়োজিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাধারণ দর্শকদের জন্য ১ লাখ ৪ হাজার টিকিট বিক্রি করা হবে। এরপর বিনামূল্যে প্রায় ২ লাখ ২২ হাজার টিকিট বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে উপহার হিসেবে দেওয়া হবে।’

ডারমেইন ধারণা করছেন আরো প্রায় ২ লাখ মানুষ বিভিন্নভাবে আশেপাশের বিল্ডিং থেকে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবে। এছাড়া পুরো প্যারিস শহরে বাড়তি ৫০ হাজার মানুষ ফ্যানজোনে বসে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে পারবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সব মিলিয়ে ১৮০টি নৌকা থাকবে, যার মধ্যে ৯৪টিতে থাকবে ক্রীড়াবিদ। প্যারিস অঞ্চলের শীর্ষ নিরপত্তা কর্মকর্তা মার্ক গুইলুমে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ফ্রান্সের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিড়ে সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকি ও এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ, এসব নিয়ে আয়োজক সংস্থা কিছুটা বিপাকে পড়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এর আগে কোনো গেমসে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সম্পৃক্ততা ছিল না। আগের সব অনুষ্ঠানই গেমসের মূল অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়েছে।

আয়োজক ও প্যারিসের মেয়র অফিস থেকে প্রাথমিকভাবে ধারণা দেওয়া হয়েছে দুই মিলিয়ন মানুষ এদিন একত্রিত হবে। ২০২২ সালে ডারমেইন ৬ লাখ টিকিটের একটি ধারণা দিয়েছিলেন।

নৌকা নিয়ে উন্মুক্ত পরিবেশে নৌকার প্যারেড ইতোমধ্যেই প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিড়ে বাড়তি এক আমেজের ইঙ্গিত দিচ্ছে। পুরো অনুষ্ঠান সেইন নদীতে নৌকার মধ্যে বসে সবাই উপভোগ করবে।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ভোটের নিয়ম পরিবর্তনের জন্য নতুন আইন পাশকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে ফ্রান্সের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল নিউ ক্যালিডোনিয়া। ছবি : রয়টার্স

ফ্রান্সের ক্যালিডোনিয়ায় জরুরি অবস্থা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভোটের নিয়ম পরিবর্তনের জন্য নতুন আইন পাশকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে ফ্রান্সের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল নিউ ক্যালিডোনিয়া। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষে আদিবাসী তিন তরুণ ও পুলিশের এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বুধবার অঞ্চলটিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে দেশটিতে। গত তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সহিংসতার কবলে এখন ফ্রান্সের দ্বীপাঞ্চল নিউ ক্যালিডোনিয়া। অঞ্চলটির বাসিন্দাদের ভোটাভুটির নিয়মে পরিবর্তন নিয়ে মঙ্গলবার ফ্রান্সের জাতীয় সংসদে একটি বিল পাশকে কেন্দ্র করে ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। নতুন এ বিল আইনে পরিণত হলে যেসব ফরাসি নাগরিক নিউ ক্যালিডোনিয়াতে ১০ বছরের বেশি বসবাস করেন, তারাও আঞ্চলিক নির্বাচনে ভোটাধিকার পাবেন। আর এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে জারি করা হয় সান্ধ্য আইন।

২৪ সালে ফ্রান্স থেকে ‘ডিপোর্ট’ প্রায় ১৭০০ বিদেশি অপরাধী

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

চলতি বছরের জুনে অনুষ্ঠিত হবে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে অভিবাসন ইস্যুকে নিজেদের ফ্রন্টলাইনে রাখতে চাইছে ফ্রান্সের বর্তমান ক্ষমতাসীনেরা। ফরাসি গণমাধ্যম লো ফিগারোর এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, চলতি বছরের শুরু থেকে এক হাজার ৬৬৬ জন বিদেশি অপরাধীকে ফেরত পাঠিয়েছে ফ্রান্স।

ফরাসি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি নথি উদ্ধৃত করে রোববার (৫ মে) প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে লো ফিগারো।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার জন্য দায়ী এক হাজার ৬৬৬ জন বিদেশিকে জোরপূর্বক ফ্রান্স থেকে বহিষ্কার করেছে ফরাসি

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রবাসী আয়ে নিজেদের প্রণোদনা বন্ধ করেছে ব্যাংকগুলো

> সরকারি প্রণোদনা বহাল থাকবে। এ বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে।

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

প্রবাসী আয়ের ডলার নিজেদের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে আনতে সরকারি প্রণোদনার পাশাপাশি ব্যাংকগুলো নিজেদের উদ্যোগে বাড়তি আড়াই শতাংশ অর্থ দিয়ে আসছিল। এখন ডলারের দাম নির্ধারণে নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ায় নিজেদের দেওয়া প্রণোদনা বন্ধ করে দিয়েছে ব্যাংকগুলো। প্রবাসী আয়ে বর্তমানে প্রতি ডলারে ১২০ টাকা পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাংকগুলো বাড়তি প্রণোদনা অব্যাহত রাখলে ডলার ১২৩ টাকায় উঠত।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণে ‘ক্রলিং পেগ’ পদ্ধতি চালুর ঘোষণা দেয়। এতে ডলারের মধ্যবর্তী দর নির্ধারণ করা হয়েছে ১১৭ টাকা। আগে ডলারের আনুষ্ঠানিক দাম ছিল

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ফ্রান্সে বাংলাদেশীদের কাছে মোটরসাইকেল পার্টসের বিশ্বস্ত দোকানের নাম এস এ ওয়ার্ল্ড।
এখানে সকল ধরনের মোটরসাইকেল এবং স্কুটারে পার্টস পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করা হয় ।

এছাড়াও রয়েছে- ইমিগ্রেড ফাইল জমা, রন্দেভু নেওয়া, Urssaf, KABIS, ফুড ডেলিভারি আইডি আবেদন, মোটর সাইকেলের নাম পরিবর্তন , ইন্সুরেন্স ,অনলাইন ব্যাংক একাউন্ট খোলা এবং দক্ষ কারিগর দ্বারা স্কুটার সার্ভিসিং করা হয় ।

S1 WORLD

210 Rue La Fayette 75010 Paris. 0979246592 / 0744116958
সকাল 10.00 থেকে 22.00 পর্যন্ত খোলা

Cours
Particulier
de Conduite

সহজেই ড্রাইভিং শেখার সুযোগ! আমাদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সেবা দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত এবং আত্মবিশ্বাসিত চালক হিসেবে পরিণত করুন।

MOHAMMED AHMED SALIM
Moniteur D'auto-école
Langues:- Français, English, Español, Urdu, Hindi
For Appointment (Pour Le Rendez-vous)
Call - 07 5421 53 67 whatsAppl - salim-sng@hotmail.fr

Permis avec Salim
পেশাদার এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত

যোগাযোগ:
12 rue berthier 93500 pantin
Call - 07 5421 53 67 whatsApp
salim-sng@hotmail.fr

সোমবার, ২০ মে ২০২৪
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

‘পরমাণু অস্ত্র ইইউ প্রতিরক্ষা বিতর্কের অংশ হওয়া উচিত’

(১ম পৃষ্ঠার পর)
তিনি বলেন, সব সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এরপর “দেখা যেতে পারে যে, কোন বিষয়টি আসলেই আমাদের রক্ষা করতে পারবে,” আঞ্চলিক গণমাধ্যম গ্রুপ ইবিআরএকে বলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার পর ফ্রান্সই একমাত্র ইইউ সদস্যরাষ্ট্র যার পরমাণু অস্ত্র আছে।

সমালোচনা
ইউরোপীয় সংসদের সদস্য ফ্রাসোয়াঁ-জাভিয় বেলামি মাক্রোঁর মন্তব্যকে ‘খুব গুরুতর’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। “আমরা ফরাসি সার্বভৌমত্বের স্নায়ু স্পর্শ করছি,” বলে মন্তব্য করেন তিনি। আসন্ন ইইউ নির্বাচনে বেলামি ডানপন্থি এলআর দলকে নেতৃত্ব দেবেন।
উগ্র বামপন্থি ফরাসি সাংসদ বাস্টিয়া লাঁশো বলেন, ফ্রান্সের পারমাণবিক অস্ত্র ‘শেয়ার করা যাবে না’। তিনি বলেন, “ইউরোপের মাটি রক্ষার নামে মাক্রোঁ ফ্রান্সের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বাতিল করতে চাইছেন।”
উগ্র-ডানপন্থি ইউরোপীয় সাংসদ থিয়েরি মারিয়ানি ম্যাক্রোঁর বিরুদ্ধে ‘জাতীয় বিপদে পরিণত হওয়ার’ অভিযোগ এনেছেন। মারিয়ানি গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মাক্রোঁর প্রতিপক্ষ ল্য পেনের দলের সদস্য।

ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দেবে জার্মানি, জাতিসংঘের সায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)
অভিবাসনের কারণে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে নিকারাগুয়ার ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে।
জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইসিজের প্রাথমিক রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, ‘কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।’
এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় বলছে, ‘জার্মানি মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের কোনো পক্ষ নয় বরং একেবারে বিপরীত। আমরা দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের জন্য দিনরাত কাজ করছি। আমরা ফিলিস্তিনিদের মানবিক সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দাতা।’
সুইডেনের স্টকহোমের আন্তর্জাতিক শান্তি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপ্রির হিসেব বলছে, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ইসরায়েলকে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র সরবরাহ করা দেশের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের পরেই আছে জার্মানি।
তবে ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পর জার্মানির ইসরায়েলে রপ্তানি করা অস্ত্রের ৯৮ শতাংশই ভেস্ট, হেলমেট ও দূরবীনের মতো সাধারণ উপকরণ বলে আইসিজের শুনানিতে জানান জার্মানির প্রতিনিধি ক্রিস্টিয়ান টামস।
এছাড়া গত নভেম্বর থেকে ইসরায়েলে জার্মানির অস্ত্র বিক্রি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে বলেও আইসিজেকে জানিয়েছে জার্মানি।
হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত সাড়ে ৩৪ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া গাজার প্রায় ৮০ শতাংশ বাসিন্দাকে ঘর ছেড়ে পালাতে হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় আছেন।

প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছে যে চমক

(১ম পৃষ্ঠার পর)
স্থানীয় আয়োজক কমিটি আগের সব রেকর্ডকে ভেঙে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে চাচ্ছে।
২০০৮ বেইজিং অলিম্পিক আধুনিক অলিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন আয়োজনের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল। এরপর অবশ্য ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।
প্রসঙ্গত, ২০২৪ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের আসর বসবে প্যারিসে। যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে ২০২৪ সালের ২৬ জুলাই।

প্রবাসী আয়ে নিজেদের প্রণোদনা বন্ধ করেছে ব্যাংকগুলো

(১ম পৃষ্ঠার পর)
১১০ টাকা। এখন বিদেশি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রবাসী আয়ের ডলারের দাম ১১৭ থেকে ১১৭ টাকা ৫০ পয়সার মধ্যে স্থির করেছে। এর সঙ্গে সরকারের আড়াই শতাংশ পাশাপাশি ব্যাংকের সমপরিমাণ প্রণোদনা যুক্ত করলে ডলারের দাম হতো ১২৩ টাকা। গত বছরের অক্টোবরে বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) ও অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (এবিবি) যৌথ সভায় সরকারের পাশাপাশি নিজেদের উদ্যোগে প্রবাসী আয়ের ওপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এর পর থেকে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের কিছু ব্যাংক বাড়তি প্রণোদনা দেওয়া শুরু করে। তবে এতেও প্রবাসী আয়ে খুব বেশি উন্নতি হয়নি।
বাফেদা চেয়ারম্যান ও সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফজাল করিম একটি গণমাধ্যমকে বলেন, ‘নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ার পর আমরা প্রণোদনা দেওয়া বন্ধ করেছি। কারণ, সরকারি প্রণোদনা পেলেই ডলারের দাম ১২০ টাকার কাছাকাছি হয়ে যায়। অন্য ব্যাংকগুলো এ বিষয়ে নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নেবে।’
গত এপ্রিল মাসে দেশে ২০৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার প্রবাসী আয় আসে। এর আগে মার্চে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৯৯ কোটি ৬৮ লাখ মার্কিন ডলার। চলতি বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতে ২১০ কোটি ডলার ও ফেব্রুয়ারিতে ২১৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘ডলারের দামের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ায় ব্যাংকগুলোকে নিজেদের দেওয়া প্রণোদনা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রণোদনা বহাল থাকবে। এ বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে।’

২৪ সালে ফ্রান্স থেকে ‘ডিপোর্ট’ প্রায় ১৭০০ বিদেশি অপরাধী

(১ম পৃষ্ঠার পর)
কর্তৃপক্ষ। যা গত বছরের একই সময়ে তুলনায় ২৮ শতাংশ বেশি।
২০২৩ সালে মোট চার হাজার ৬৮৯ জন অপরাধীকে ফ্রান্স থেকে ফেরত পাঠানো হয়। ২০২২ সালে এই সংখ্যাটি ছিল তিন হাজার ৬১৫ জন।
সামগ্রিকভাবে ২০২৩ সালে মোট ১১ হাজার ৭২২জন অভিবাসীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজ দেশ বহিষ্কার করতে সক্ষম হয় ফরাসি কর্তৃপক্ষ। এই সংখ্যাটি ২০২২ সালের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি।
ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানার মতে, এই বহিষ্কারের হার বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনিক আটক কেন্দ্রে (সিআরএ) গুলোতে বিপজ্জনক অনিয়মিত অভিবাসীদের অগ্রাধিকার দেয়ার সিদ্ধান্তই দায়ী।
২০১৭ সাল থেকে ডিটেনশন সেন্টার বা আটককেন্দ্রগুলোতে প্রায় ৫০০টি নতুন জায়গা বাড়িয়ে মোট দুই হাজারে নিয়ে আসা হয়েছে। ২০২৭ সালে মধ্যে সিআরএ-গুলোর ধারণক্ষমতা তিন হাজারে নিয়ে যেতে চায় কর্তৃপক্ষ।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানার উপস্থিতিতে চলতি সপ্তাহের শুরুতে ফ্রান্সের লোয়ারে অঞ্চলে নতুন একটা প্রশাসনিক আটক কেন্দ্রে (সিআরএ) উদ্বোধন করার কথা রয়েছে।
বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এটা নতুন ফরাসি অভিবাসন আইনের প্রাথমিক ফল। এই আইন এক হাজার ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফরাসি অঞ্চল ত্যাগের আইনি নোটিশ জারি করতে সহায়তা করেছে। আগের নিয়মে এটা সম্ভব ছিল না।
নতুন আইনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদে জড়িত বেশ কিছু ধর্মীয় ব্যক্তিকেও ফ্রান্স থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। চলতি মাসের ২০ এপ্রিল এক ইমামকে আলজেরিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়। এছাড়া মার্চ মাসে টিউনিশিয়ার এক নাগরিককেও বিমানে উঠতে বাধ্য করা হয়েছি।
এছাড়া মাদকপাচারে জড়িত বেশ কিছু অপরাধী এবং চুরির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত সাব সাহার আফ্রিকার অনেক নাগরিককেও নিজের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
নতুন অভিবাসন আইন পাশ হওয়ার পর ফ্রান্সে বৈধভাবে বসবাসকারী কোনো অভিবাসী যে কোনো অপরাধের দায়ে তিন থেকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড পেয়ে থাকলে তাকে ফরাসি ভূখণ্ড থেকে নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে পারছে ফরাসি সরকার।
এছাড়া কোনো অভিবাসী জনশৃঙ্খলার জন্য গুরুতর হুমকি বহন করলে সেক্ষেত্রেও অভিবাসীকে বহিষ্কার করার অধিকার রয়েছে সরকারের।
আগের নিয়মে, যারা ১৩ বছর বয়সের আগে ফ্রান্সে এসেছেন, একজন ফরাসি নাগরিককে বিয়ে করেছেন, ২০ বছরের বেশি সময় ধরে ফ্রান্সে আছেন অথবা নিজের সন্তান ফরাসি নাগরিক এমন ব্যক্তিদের ফৌজদারি অপরাধের দায়ে বহিষ্কার করা যেত না।
নতুন আইনের ফলে উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিরাও বিভিন্ন কারণে ওকিউটিএফ বা ফরাসি অঞ্চল ত্যাগ করার আইনি নোটিশ পেতে পারেন।

জার্মানিতে কেমন আছেন বিদেশি চিকিৎসকেরা?

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। পরবর্তী তিন বছরে আনুমানিক পাঁচ থেকে আট হাজার চিকিৎসক অবসরে যাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
অবসর নেয়া ডাক্তারদের শূন্যস্থান পূরণের মতো পর্যাপ্ত জনবল তৈরি হয়নি জার্মানিতে। ফলে দেশটির স্বাস্থ্যখাতের যে মানদণ্ড রয়েছে সেটি ধরে রাখতে হলে বিদেশি চিকিৎসকদের নিয়োগ দেয়াই একমাত্র স্বল্পমেয়াদি সমাধান।

জার্মানিতে বিদেশি চিকিৎসকদের চ্যালেঞ্জ
জার্মানিতে দেড় যুগ ধরে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন ফাব্রি বেকা। তিনি বলেন, “জার্মানিতে বিদেশিসহ সব চিকিৎসকেরা বিশ্বস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ।”
জার্মানির স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো তার নিজ দেশ কসোভোসহ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় উন্নত বলে দাবি করেন ফাব্রি বেকা। তিনি বলেন, “বিদেশি ডাক্তারদের প্রায়ই জরুরি সেবায় কাজ করতে হয় বা হাসপাতালের অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হয়, সেখানে কাজের চাপ তুলনামূলকভাবে বেশি।”
তারপরও কাজ এবং জীবনের ভারসাম্য রক্ষা হওয়ায় সন্তুষ্ট বেকা। তিনি বলেন, “আপনি যথেষ্ট উপার্জন করেন এবং জীবন উপভোগ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান।”
তবে বেকা জানালেন, কাঠামোগত সহায়তার অভাবের কারণে বিদেশি চিকিৎসকদের ক্যারিয়ারের বিকাশের জন্য তাদের জার্মান সহকর্মীদের তুলনায় বেশি পরিশ্রম করতে হয়।
উদাহরণস্বরূপ নিজস্ব ক্লিনিক বা চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে বিদেশি ডাক্তারদের স্থানীয়দের তুলনায় অনেক বেশি সময় লাগে। এর জন্য জার্মান আইনের ত্রুটিকেই বড় করে দেখছেন তারা।
১৯৯৯ সাল থেকে ক্রমাগত বাড়ছে জার্মানিতে কর্মরত বিদেশি চিকিৎসকদের সংখ্যা। সূত্র: ডয়চে ভেলে
বেকা বলেন, “জার্মানি শুধু প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণকে স্বীকৃতি দেয়, ফলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যখন জার্মানিতে অনুশীলন করতে চান, তাহলে তাকে আবার বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ নিতে হয়।”
ফলে বিদেশি চিকিৎসকদের আবারো বছর ধরে সময় অর্থ বিনিয়োগ করে পড়াশোনা করতে হয় বলে আক্ষেপ করেন বেকা।

বিদেশি চিকিৎসকদের জন্য ভাষার চ্যালেঞ্জ
ইয়্যুর্গেন হোফার্ট বলেন, কখনও কখনও রোগীরা অভিযোগ করেন, তারা বিদেশি চিকিৎসকদের ভাষা বোঝেন না।
তিনি বলেন, “রোগীরা কল দিলে বার বার একটাই প্রশ্ন করেন আমাকে: ‘আপনি কি আমাকে এমন একটি হাসপাতালের নাম বলতে পারেন, যেখানে ডাক্তাররা জার্মান ভাষায় ঠিকমতো কথা বলতে পারেন?”
তিনি বলেন, “বিদেশি ডাক্তারদের স্ট্যান্ডার্ড জার্মান ভাষার উপর ফোকাস করে অনুমোদন পেতে ভাষা পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু ওই স্ট্যান্ডার্ড জার্মানির স্থানীয় উপভাষা বা উচ্চারণ বুঝতে সাহায্য করে না।”
মিউনিখের লুডভিগ ম্যাক্সিমিলিয়ান ইউনিভার্সিটির ২০১৬ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক অভিবাসী চিকিৎসক জার্মান ভাষায় দুর্বল এবং জার্মানির সংস্কৃতি এবং ক্লিনিকাল সিস্টেম সম্পর্কে ততোটা অবগত নন। ২০২২ সালে ইউনিভার্সিটি অব বাসেলের আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, নার্স এবং চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যসেবায় যুক্ত অভিবাসী পেশাদারেরা ভাষা, জাতীয়তা, বর্ণ এবং জাতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।
চিকিৎসকদের একীকরণ এবং তাদের জার্মান ভাষা শেখার সক্ষমতা নিয়ে কোনো সমস্যা চোখে পড়েনি বেকার। তিনি বলেন, “আমার অভিজ্ঞতা বলে বেশিরভাগ ডাক্তার দ্রুত ভাষা শিখতে পারেন।”
তিনি আরো বলেন, “এমনকি আপনি যদি ভালো জার্মান বলতেও পারেন, তবে এমন রোগীও আছে যারা তা পারেন না। তাই ভাষা চিকিৎসকদের কাছে একমাত্র সমস্যা নয়।”

কিরগিজস্তানে বিদেশিদের ওপর হামলা, আতঙ্কে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
দেশটিতে থাকা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দূতাবাস সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। এ ছাড়া দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রয়েছে।
বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ১৩ মে বিশকেক শহরে স্থানীয় দু—তিনজন বাসিন্দার সঙ্গে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মিসরীয় কয়েকজনের সংঘর্ষ হয়। এরপর ১৬ মে রাত থেকে বিশকেক শহরে থাকা বিদেশিদের ওপর হামলা শুরু করেন স্থানীয় লোকজন। সেখানে থাকা বাংলাদেশি, পাকিস্তানি ও ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। শহরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিদেশিদের মারধর ও ভাঙচুর করা হয়েছে। এমনকি মেডিকেল কলেজগুলোর হোস্টেলে তাঁরা ঢুকে পড়েছেন। দেশটিতে পড়তে যাওয়া নারীদের ওপরও নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে। শহরজুড়ে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
বিশকেকের রয়েল মেট্রোপলিটন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সৈয়দ রাকিবুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের কক্ষের বাইরে যেতে নিষেধ করেছে। সহিংসতা হঠাৎই শুরু হয়। ফলে সবাই যে নিজ নিজ কক্ষে ফিরতে পেরেছেন, বিষয়টি এমন নয়। যে যেখানে পেরেছেন, আত্মগোপন করেছেন। তিনি বলেন, ‘যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে আমি দেশে ফেরত যেতে চাই। প্রায় দুই দিন হতে চলল, না খেয়ে রয়েছি। গত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে যখন বিদেশিদের ওপর হামলা শুরু হয়, তখন থেকে আত্মগোপনে রয়েছি। স্থানীয় গণমাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার খবর প্রচার করা হলেও এখনো কোথাও কোথাও বিদেশিদের ওপর হামলার খবর পাচ্ছি।’
কিরগিজস্তানের স্টেট মেডিকেল একাডেমির দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী সায়মা কবির এই প্রতিবেদককে খুদে বার্তায় বলেন, স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মিসরের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর থেকেই এখানকার লোকজন বিদেশি শিক্ষার্থী ও শ্রমিকদের ওপর হামলা করছে। আমরা নিরাপত্তার জন্য সহায়তা চাই। আমি যে ছাত্রাবাসে রয়েছি, সেটিও নিরাপদ নয়। সংক্ষুব্ধ স্থানীয় লোকজন এখন ছাত্রাবাসের বাইরে অবস্থান করছে। বিদেশিদের পেলেই তারা নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে।’
দেশটিতে থাকা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পাঠানো বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গেছে, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা ১৫—২০ জনের গ্রুপ করে একটি রুমের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে নির্দয়ভাবে পেটানো হচ্ছে। একজন রাস্তায় পড়ে রয়েছেন। তবে কোন দেশের নাগরিক, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। স্থানীয় লোকজন একসঙ্গে ২০—২৫টি গাড়ি করে শহরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন।
বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা বলছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাপ ব্যবহার করে বিদেশি শিক্ষার্থীদের অবস্থান শনাক্ত করা হচ্ছে। এসব হামলার ঘটনায় বাংলাদেশি শ্রমিকসহ শিক্ষার্থীরাও আহত হয়েছেন। কতজন বাংলাদেশি আহত হয়েছেন, এ সংখ্যা কেউ দিতে পারেননি।
আর কিরগিজস্তানে মূলত কতজন বাংলাদেশি রয়েছেন, তার কোনো পরিসংখ্যান নেই বাংলাদেশ দূতাবাসের কাছে। দূতাবাসের ধারণা, ৬০০ থেকে ৮০০ শিক্ষার্থী আর হাজারখানেকের মতো শ্রমিক কিরগিজস্তানে রয়েছেন।
জানতে চাইলে উজবেকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, কিরগিজস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ছাড়া কোনো বাংলাদেশির আহত বা নিহত হওয়ার কোনো তথ্য এখনো নেই। তিনি বলেন, ‘আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বাসা থেকে বের না হতে বলা হয়েছে। তবে আবারও সহিংসতা হয় কি না, সে আতঙ্ক আছে।’
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করা হচ্ছে- জানতে চাইলে রাষ্ট্রদূত বলেন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরাও সরাসরি ফোন করছেন। সার্বক্ষণিকভাবে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি নম্বর চালু রয়েছে।

আইল্যান্ড থেকে অনিয়মিত অধিবাসী মে মাসেই ফেরত পাঠাবে যুক্তরাজ্য

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
দিয়ে একটি রায় দেয় আইরিশ হাইকোর্ট।। আদালত জানায়, অভিবাসীদের ফিরিয়ে দেয়ার সময় তারা কোনো ঝুঁকিতে পড়বে কিনা তা সুনির্দিষ্টভাবে জানায়নি আইরিশ সরকার।
আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস জানিয়েছেন, নতুন আইনে ২০২০ সালে যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যান্ডের মধ্যে সই হওয়া একটি চুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের নির্দেশনা থাকবে।
যুক্তরাজ্যকেও এই চুক্তির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন হ্যারিস। চুক্তিটি অনুসারে আশ্রয়প্রার্থীদের সীমান্তের দুই পাড়েই পাঠানোর সুযোগ রয়েছে।
হেলেন ম্যাকেন্টি জানিয়েছেন, করোনা মহামারির সময় চুক্তিটি স্থগিত করায় ২০২০ সালের পর থেকে কাউকেই আয়ারল্যান্ড থেকে যুক্তরাজ্যে ফেরত পাঠানো হয়নি।
অন্যদিকে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক মন্তব্য করেছেন, আয়ারল্যান্ডে অভিবাসীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়াই প্রমাণ করে যে রুয়ান্ডা নীতি কাজ করছে।
কিন্তু তার এমন মন্তব্যের বিপরীতে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে যুক্তরাজ্যে আসা অভিবাসীর সংখ্যায় রেকর্ড হয়েছে। বুধবার এক দিনে চ্যানেল অতিক্রম করে ৭০০ জনেরও বেশি অভিবাসী যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছেন। এ বছর একদিনে চ্যানেল পারাপারের এটিই নতুন রেকর্ড।
ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে বুধবার ১৪টি নৌকায় মোট ৭১১ জন চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন। এই নিয়ে এ বছর চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে আসা অভিবাসীর সংখ্যা দাঁড়ালো আট হাজার ২৭৮ জনে। এডিকে/এফএস (এপি, ডিপিএ, রয়টার্স)

চার মাসে আমিরাতে ১২ বাংলাদেশির আত্মহত্যা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
এরপর থেকে তিনি ট্যাক্সি চালাতেন। সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। কয়েক দিন ধরে স্ত্রীর সঙ্গে কথাকাটাকাটি হচ্ছিল তাঁর। মাঝে মাঝে বিয়ে বিচ্ছেদ নিয়েও কথা বলতে শোনা যেত। একদিকে স্ত্রীর সঙ্গে কলহ, অন্যদিকে বেকার জীবনযাপনের হতাশার কারণে তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।
এর আগে গত ২৭ এপ্রিল আবুধাবির একটি ১২ তলা ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন লক্ষ্মীপুর সদরের বাঞ্ছানগরের শিবলি সাদিক (৩৮)। প্রতিবেশী মোহাম্মদ মনির জানান, শিবলি দীর্ঘদিন ধরে আবুধাবিতে ব্যবসা করতেন। কিছুদিন আগে দেশ থেকে ঋণ নিয়ে আমিরাতে আবাসন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেন। সম্প্রতি তাঁর ব্যবসায়িক পার্টনার ওই আবাসন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের সব অর্থ হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যান। এতে হতাশ হয়ে পড়েন শিবলি।
গত ৩০ মার্চ আবুধাবিতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন সন্দ্বীপের মুসাপুরের মোহাম্মদ ইউসুফ। তিনি দেশটির আল আইন শহরে কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়া দেশে ছুটিতে থাকাকালে আত্মহত্যা করেন দুবাই প্রবাসী মাসুদ রানা। দুবাই ট্যাক্সি কোম্পানিতে কর্মরত রানা ছুটিতে নিজের এলাকা কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী গিয়ে বিয়ে করেন। কিন্তু বিয়ের মাত্র ৯ দিনের মাথায় আত্মহত্যা করেন তিনি।
প্রবাসীরা বলছেন, অধিকাংশ বাংলাদেশি শ্রমিক প্রবাসে একা থাকেন। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন চাপ ও পারিবারিক কলহের কারণে প্রতিনিয়ত তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। এতে আত্মহত্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ ঝুঁকি কমাতে এবং প্রবাসীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে বাংলাদেশ মিশনগুলোকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তারা।

ইতালিতে চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্সকে সম্মাননা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় নেতৃবৃন্দ প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম সাময়িক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের কথা তুলে ধরেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ ইতালির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাফিজুল ইসলাম রাসেল, সহ সভাপতি হাসাদুর রহমান হান্নানসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দরা দূতাবাসের ভূয়সি প্রশংসা করেন এবং বর্তমান দূতালয় প্রধান চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স জসিম উদ্দিনের মাধ্যমে আগামীতে প্রবাসীদের সেবার মান আরো উন্নত হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

নির্বাচনবিমুখ ভোটার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রাথমিক পাঠ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)
এই সহজ সত্য সম্পর্কেও সিইসি বারবার নির্বিকার থেকে নির্বাচনে জনগণের আস্থা ফেরানোর জন্য কোনোরকম উদ্যোগ কখনোই নেননি। অবশ্য ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি তাঁর উষ্ণ অনুরাগ লুক্কায়িত থাকে না। সিইসি উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ছাড়া নির্বাচন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থিতার জন্য ১ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়ার বিধি সংশোধন করেন। এসবই আওয়ামী লীগকে সসম্মানে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে সহায়তা করে।
সরকার তো বটেই, সিইসির নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনও উপজেলা নির্বাচনকে যতটা সম্ভব প্রতিযোগিতামূলক দেখাতে চেষ্টা করছে। নির্বাচন কমিশন মন্ত্রী-এমপিদের এই নির্বাচনে নিষ্ক্রিয় করতে স্পিকারকে চিঠি পর্যন্ত পাঠায়। কমিশন যদি মন্ত্রী-এমপিদের নির্বাচন থেকে বিরত রাখার উদ্যোগ নিতে পারে, তবে নির্বাচনে সব প্রধান দলের অংশগ্রহণে উদ্যোগ নিতে পারে না কেন? কারণ, তাতে পেন্ডোরার বাক্স খুলে যেতে পারে!
অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন জবাবদিহি নিশ্চিত করে, আর কর্তৃত্বপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গি সব ধরনের জবাবদিহি অস্বীকার করার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক বিবেচনাকে মূল্যহীন করে তোলে। উপজেলা নির্বাচনে ভোটারদের চরম অনাগ্রহ এই সত্যকে আরেকবার সামনে নিয়ে এলো। সরকারি দল, বিরোধী দল, নির্বাচন কমিশন— প্রধান অংশীজনের ভাবনায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রাথমিক পাঠ অনুপস্থিত হলে নির্বাচন এমনই নিষ্প্রাণ ও অর্থহীন হয়ে ওঠে।

আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য তিউনিসিয়া কি ‘রুয়ান্ডার পরিকল্পনার’ ইইউ সংস্করণ?

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
অভিবাসী এবং শরণার্থীদের থেকে ইইউ-কে দূরে রাখা, তার মানে এই নয় যে তাদের টিউনিশিয়ায় স্থান দিতে হবে।”
কিন্তু কোনো চুক্তিতে এমন কোনো কথা বলা হয়নি যে, টিউনিশিয়াকে ‘নিরাপদ দেশ’ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া যাবে না। ২০২১ সালের জুলাইয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেই ক্ষান্ত হননি প্রেসিডেন্ট সাইদ, বরং দেশজুড়ে শুরু করেছেন অভিবাসী বিরোধী অভিযান।
পেটিলো বলেন, “টিউনিশিয়ার সঙ্গে ইইউ কিংবা ইটালির করা চুক্তিতে শরণার্থী ও অভিবাসীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে।”
বেসরকারি সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ টিউনিশিয়ার পরিচালক সালসাবিল শেলালি অবশ্য এই কথার সঙ্গে শতভাগ একমত।
তিনি বলেন, “এখন টিউনিশিয়ায় অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী আর শরণার্থীরা চরম দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছেন। সমুদ্র পাড়ি দেয়ার সময় দেশটির উপকূলরক্ষী ন্যাশনাল গার্ডের হাতে আটক হওয়ার পর ফিরিয়ে আনা অভিবাসীরা দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এদের অনেককে বাজে আচরণের শিকার হতে হচ্ছে, কেউ গ্রেপ্তার হচ্ছেন, আবার কাউকে আটকে রাখা হচ্ছে বন্দিশিবিরে।”
তবে এমন অবস্থা শুধু প্রেসিডেন্ট সাইদের একক কারণেই হচ্ছে বলে মনে করেন না সালসাবিল শেলালি। তিনি বলেন, “এর সঙ্গে ইইউ এর বহিঃনীতিও সম্পৃক্ত, কারণ মানবাধিকার এবং মূল্যবোধের কথা না ভেবে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে টিউনিশিয়ায় অর্থায়ন অব্যাহত রেখেছে ইইউ।”
হিউম্যান রাইটস ওয়াচের শরণার্থী ও অভিবাসী অধিকার বিষয়ক গবেষক লাউরেন জাইবার্ট বলেন, টিউনিশিয়ার জাতীয় আশ্রয় আইন ও দেশটির আশ্রয় ব্যবস্থার মধ্যেও ঘাটতি রয়েছে, ফলে অভিবাসীরা বসবাস ও কাজের অনুমতি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন।
এই নারী গবেষক বলেন, “টিউনিশিয়ায় জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর নিবন্ধিত আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের জন্যও নেই পর্যাপ্ত মানবিক সহায়তা, তাদের অনেকেই গৃহহীন ও নিঃস্ব।”
এমনকি, “নিবন্ধিত শরণার্থীরাও কাজ এবং সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন” বলেও জানান তিনি।

টিউনিশ ভোটারদের জন্য প্রণোদনা
আগামী অক্টোবরে টিউনিশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশটির সাধারণ মানুষের মাঝেও অভিবাসীবিরোধী মনোভাব রয়েছে। এমন বাস্তবতায়, অভিবাসীদের অবস্থার উন্নয়নে প্রেসিডেন্ট সাইদ কোনো পদক্ষেপ নেবেন বলে মনে করছেন না বিশ্লেষকেরা।
বরং দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার পাশাপাশি জনগণকে সন্তুষ্ট করার দিকেই তিনি মনোযোগ দিতে পারেন তিনি।
জার্মান হানস জাইডেল ফাউন্ডেশনের টিউনিশ অফিসের প্রধান উটা স্টাশেভস্কি বলেন, “টিউনিশিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয়, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ফলে প্রাপ্ত সহযোগিতাগুলো জনগণকে সন্তুষ্ট করা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় কাজে লাগানো হবে।”
নতুন চুক্তির আলোকে আগামী তিন বছরে টিউনিশিয়ার ১২ হাজার দক্ষ কর্মীকে বসবাসের অনুমতি দেবে ইটালি। ফলে, নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী দিনগুলোতে এমন বিষয়গুলোকে সামনে আনবে টিউনিশ প্রশাসন।

মালয়েশিয়াতে দুই লাখ টাকায় বাংলাদেশি শ্রমিক বিক্রি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)
যেখানে কাজ দেওয়া হয় প্রতিশ্রুত বেতনের অর্ধেকেরও কমে।
মালয়েশিয়াতে বাংলাদেশি শ্রমিকদের নিয়ে করা বিবিসির একটি প্রতিবেদনে শ্রমিকদের বিক্রির বিষয়টি এভাবে উঠে এসেছে।
মান্নান মিয়া বিবিসি বাংলাকে বলেন, আমাদের বেতন ছিল বাংলাদেশি টাকায় ২৫ হাজার টাকা। অথচ বেতন হওয়ার কথা পঞ্চাশ হাজারের বেশি। তিন মাসের মাথায় আমরা কোম্পানির সুপারভাইজারকে বললাম যে, আমাদের ওভারটাইম দেন। তো বেতন-ভাতার কথা তুলতেই সুপারভাইজার রড নিয়ে এসে বেধড়ক মারধর করছে আমাদের সবাইকে। প্রচুর মেরেছে। পরে বলেছে যে, মারধরের কথা বাইরে কেউ জানলে মেরে ফেলবে, দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবে ইত্যাদি।
মান্নান মিয়াসহ ৭ জন পরে সেই কোম্পানি থেকে পালিয়ে ভিন্ন একটা কোম্পানিতে কাজ নেন। কিন্তু তাদের হাতে এখন কোনো কাজের বৈধ অনুমতিপত্র নেই। ফলে তারা দিন কাটাচ্ছেন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারের আতঙ্ক নিয়ে।
মালয়েশিয়াতে থাকা একজন বাংলাদেশি শ্রমিক কথা বলেছেন বিবিসির সঙ্গে। তিনি বলেন, আসলে এখানে কাজ নেই। কিন্তু সবাই শ্রমিক আনছে। যারা শ্রমিক নিয়ে আসার অনুমোদন পেয়েছে, বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার কোম্পানি, এদের কাছে এটা ব্যবসা। যে ৫০ জনের চাকরি দিতে পারবে সে আনছে সাতশত শ্রমিক। এটা কীভাবে সম্ভব? কীভাবে তারা অনুমোদন পাচ্ছে? কেন যাচাই হচ্ছে না তাদের সক্ষমতা? আসলে এখানে আমরা সবাই জিম্মি।
তিনি নিজেই চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোম্পানিতে চাকরি পাননি। তাকে কাজ দেওয়া হয়েছে অন্য কোম্পানিতে। কিন্তু মালয়েশিয়ার আইনে এটি বৈধ না। ফলে তিনি এখন অবৈধ অবস্থাতেই একরকম ‘জিম্মি দশায়’ আছেন।
তিনি আরও বলেন, এখানে আসতে আমার খরচ হয়েছে প্রায় ৬ লাখ টাকা। এখন যেখানে আছি, সেখানে থাকলে টাকা জমানো তো দূরের কথা, পরিবারের খরচ দিয়ে বেঁচে থাকাই সম্ভব না। বাধ্য হয়েই এখান থেকে পালানো ছাড়া উপায় নেই। আর না পালালে শেষ উপায় হচ্ছে দেশে চলে যাওয়া। কিন্তু সেটাও সম্ভব না। কারণ দেশে গিয়ে ঋণের বোঝা কে টানবে?
এনএফ

এই প্রথম ইসরায়েলি বসতকারীদের নিষেধাজ্ঞা দিলো কানাডা

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

কানাডার ইতিহাসে এই প্রথম কারো বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। শুক্রবার এক বিবৃতিতে কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটিতে প্রচলিত ‘স্পেশাল ইকোনোমিক মেজার্স অ্যাক্ট’ নামের একটি আইনের আওতায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার হওয়ার আগ পর্যন্ত এই চারজন কানাডায় প্রবেশ বা সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবেন না।
মন্ত্রণালয় বিবৃতি জারির পর কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলানিয়ে জোলি এক বার্তায় বলেন, ‘কিছুদিন আগে আমি পশ্চিম তীর সফরে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে সরেজমিনে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ইসরায়েলি বসতকারীদের সহিংসতার ব্যাপারে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, নানা অত্যাচার ও সহিংসতার মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিজ বাড়ি ও কৃষিভূমি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করছেন বসতকারীরা।’
‘এই নিষেধাজ্ঞা জারির মাধ্যমে আমরা ইসরায়েলকে স্পষ্ট বার্তা দিতে চাই যে কানাডা কখনও ইসরায়েলি বসতকারীদের সহিংসতা সমর্থন করবে না এবং যেসব বসতকারী এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট, তাদেরকে ফলাফল ভুগতে হবে।’
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত, যথাযথ এবং টেকসই শান্তি স্থাপনে সেখানকার অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করতে কানাডা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই শান্তি প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধাপ হলো দ্বিরাষ্ট্র সমাধান এবং পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে অবৈধ বসততি স্থাপান এই সমাধানের পথে বড় একটি বাধা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, কানাডা জাতিসংঘের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ঘোষণাকে স্বীকৃতি দানকারী দেশ। সেই ঘোষণায় বলা হয়েছে, দখলকৃত এলাকার জনগণের প্রতি কোনো প্রকার অমানবিক ব্যবহার করা যাবে না।
প্রসঙ্গত, ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের সীমানা নির্ধারণ করা হয়। সে সময় ইসরায়েল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে কোনো দখল কার্যক্রম চালানো হবে না। কিন্তু পরে আর সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি ইসরায়েল। প্রায় প্রতি বছরই একটু একটু করে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গ্রাস করছে বিশ্বের এই একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্রের ক্ষমতাবানরা।
গত ৭ অক্টোবর গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিফ) ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধার পর থেকে পশ্চিম তীরের বিভিন্ন শহরেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে সহিংসতা। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী, গত ৭ মাসে মোট ৮০০টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম তীরের বিভিন্ন শহরে। এসব সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক মানুষ।
এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম তীরে সহিংসতায় সংশ্লিষ্টতার দায়ে চার ইসরায়েলি বসতকারীকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার যে চারজনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে কানাডা, তাদের মধ্যে দু’জনের বিরুদ্ধে সেই মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। এই দু’জন হলেন ডেভিড চাই চাসদাই এবং ইয়িনন লেভি।

হৃদরোগে প্রতিদিন ইউরোপে মৃত্যু হয় ১০ হাজার মানুষের

জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) সাম্প্রতিক এক গবেষণায় জানা গেছে, ইউরোপে রোগ ও শারীরিক জটিলতার কারণে প্রতি বছর যত মৃত্যু হয়, সেসবের ৪০ শতাংশই ঘটে হৃদরোগের কারণে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিন মৃত্যু হয় গড়ে ১০ হাজার মানুষের, বছর শেষে এই মৃতদের সংখ্যা পৌঁছায় ৪০ লাখে।
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে বেশি। ডব্লিউএইচও’র গবেষণা বলছে, ইউরোপে গড়ে নারী হৃদরোগীদের তুলনায় পুরুষ হৃদরোগীদের মৃত্যুর হার প্রায় আড়াইগুণ বেশি।
এক বিবৃতিতে ডব্লিউএইচও’র ইউরোপ শাখার পরিচালক হ্যান্স ক্লাগ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘ইউরোপে হৃদরোগের বিস্তারের একটি বড় কারণ- এখানকার লোকজন দৈনন্দিন খাবারে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। তারা যদি লবণ গ্রহণের মাত্রা ২৫ শতাংশ হ্রাস করে, সেক্ষেত্রে ২০৩০ সাল নাগাদ মৃত্যুর সংখ্যা ৯ লাখ কমানো সম্ভব।
এ প্রসঙ্গে ডব্লিউএইচও’র পুরোনো একটি গবেষণার ফলাফল উদ্ধৃত করেন তিনি। সেই ফলাফলে বলা হয়েছিল, উচ্চ রক্তচাপে ভোগা রোগীদের হিসেবেও শীর্ষে রয়েছে ইউরোপ। এই মহাদেশটির বিভিন্ন দেশে ৩০ থেকে ৭৯ বছর বয়সী প্রতি তিনজন ব্যক্তির

একজন উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন।
এবং এই অবস্থার প্রধান কারণ লবণের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা। ডব্লিউএইচও’র নির্দেশনা অনুযায়ী, মানবদেহের জন্য প্রতিদিন প্রয়োজন মাত্র ৫ গ্রাম থেকে এক চা-চামচ লবণ। কিন্তু ইউরোপের সব দেশের অধিকাংশ লোকজন প্রতিদিন এর চেয়ে বেশি লবণ গ্রহণে অভ্যস্ত। পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর লোকজনের মধ্যে লবণ গ্রহণের প্রবণতা বেশি।
‘অতিরিক্ত লবণ রক্তচাপ বাড়ায়। আর উচ্চ রক্তচাপ হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেগুণ বাড়িয়ে দেয়’, বিবৃতিতে বলেন হ্যান্স ক্লাগ।

আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য তিউনিসিয়া কি ‘রুয়ান্ডার পরিকল্পনার’ ইইউ সংস্করণ?

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ইউরোপমুখী অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে টিউনিশিয়া ইইউ’র বিশ্বস্ত মিত্র হয়ে উঠছে। কিন্তু মানবাধিকার পর্যবেক্ষকেরা দেশটির দমনমূলক সরকারের চলমান ক্র্যাকডাউনের জন্য টিউনিশিয়াকে অভিবাসীদের জন্য ‘নিরাপদ’ মনে করেন না।

অনিয়মিত পথে ইউরোপীয় ইউনিয়নে আসতে চাওয়া অভিবাসনপ্রত্যাশীদের রাখার জন্য টিউনিশিয়া প্রধান স্থান বলে বিবেচিত হতে পারে। বিষয়টি অনেকটা যুক্তরাজ্য সরকারের নেয়া ‘রুয়ান্ডা পরিকল্পনার’ মতো। যুক্তরাজ্যের পরিকল্পনা অনুসারে, ফরাসি উপকূল থেকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে অনিয়মিত পথে আসা আশ্রয়প্রার্থীদের আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডায় স্থানান্তর করতে চায় দেশটির সরকার।

দীর্ঘদিন ধরে সাব-সাহারা আফ্রিকা ও উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা ইউরোপমুখী অভিবাসনপ্রত্যাশীদের কাছে টিউনিশিয়ার উপকূল প্রধান ট্রানজিট বা প্রস্থান পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। তারপরও টিউনিশিয়ার ক্ষেত্রে এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

চলতি এপ্রিলের শুরুতে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে টিউনিশিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদ নিজের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছেন, “টিউনিশিয়া সাব-সাহারা আফ্রিকার অভিবাসীদের আশ্রয়কেন্দ্র বা ক্রসিং পয়েন্ট হবে না।” এমনকি “ইউরোপ থেকে ফেরত পাঠানো” অভিবাসীদেরও গ্রহণ করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। টিউনিশ প্রেসিডেন্টের এমন সিদ্ধান্তকে অবশ্য সমর্থন জানিয়েছেন ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি। বিশেষ করে, আফ্রিকার জন্য ইটালির নেয়া ‘মাত্তেই পরিকল্পনার’ অংশ হিসাবে টিউনিশিয়ার সঙ্গে সাড়ে ১০ কোটি ইউরোর চুক্তির পরই প্রেসিডেন্ট সাইদের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন মেলোনি।

অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত টিউনিশিয়ার উন্নয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১০০ কোটি ইউরো অর্থ সহায়তা দেয়ার প্রস্তাবের আট মাস পরই দেশটির সঙ্গে এই চুক্তি করেছে ইটালি। সেটার সুফলও দৃশ্যমান হয়েছে। কারণ, ইটালির উপকূলে এ বছরের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় অর্ধেক কমে ১৬ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

কঠোর নিয়ন্ত্রণ মানে বেশি সংখ্যক অভিবাসীকে ফিরিয়ে দেয়া

ইউরোপীয় কাউন্সিলের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রোগ্রাম ম্যানেজার কেলি পেটিলো ডয়চে ভেলেকে বলেন, “টিউনিশিয়ার সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চুক্তির অর্থ হলো অনিয়মিত

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ইতালিতে চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্সকে সম্মাননা

জহিরুল হক রাজু, ইতালি প্রতিনিধি

প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করা এবং সুসম্পর্ক তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখায় প্রবাসীদের অধিকার আদায়ের সংগঠন বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ ইতালির নাপলি শাখা বাংলাদেশ দূতাবাসের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন কে বিশেষ সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করেছে।সোমবার দূতাবাসের কনফারেন্স হলরুমে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব আসিফ আনাম সিদ্দিকী।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

কিরগিজস্তানে বিদেশিদের ওপর হামলা, আতঙ্কে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

কিরগিজস্তানে মিসরের কয়েকজন মেডিকেল শিক্ষার্থীর সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির সংঘর্ষের জেরে বিদেশিদের ওপর হামলা শুরু হয়েছে। এতে কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরাও হামলার শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। সেখানে নিরাপত্তাহীনতা আর অনিশ্চিয়তায় দিন কাটছে বাংলাদেশের অন্তত ৮০০ মেডিকেল শিক্ষার্থীর।

সম্প্রতি মুঠোফোন আর ই—মেইলে কিরগিজস্তানে পড়াশোনা করছেন এমন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী প্রথম আলোকে এ কথা জানিয়েছেন।

মধ্য এশিয়ার দেশটিতে বাংলাদেশের কোনো দূতাবাস নেই। তবে উজবেকিস্তানে থাকা বাংলাদেশের দূতাবাস কিরগিজস্তানের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

জার্মানিতে কেমন আছেন বিদেশি চিকিৎসকেরা?

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

জার্মানিতে এসে কোনো হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা শুরু করার আগে মেডিকেল লাইসেন্স পেতে কঠোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় বিদেশি চিকিৎসকদের। এর মধ্যে সাধারণ এবং পেশাদার জার্মান ভাষার দক্ষতা প্রমাণের জন্যও দুটি পরীক্ষা রয়েছে।

অনেকে বিশ্বাস করেন, স্বাস্থ্য খাতে জার্মানিতে চিকিৎসকের যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণে এই পেশাজীবীদের আরো সহযোগিতা প্রয়োজন। অন্যথায়, জার্মান স্বাস্থ্যসেবা ক্ষতির মুখে পড়তে পারে।

রাইনল্যান্ড-প্যালাটিনেট স্টেট মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল ম্যানেজার ইয়ুর্গেন হোফার্ট ডিডাব্লিউকে বলেন, “চিকিৎসাসেবাকে সস্তা শ্রম হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং কার্যকরভাবে এটিকে সিস্টেমে একীভূত করা উচিত।”

জার্মানিতে ডাক্তারের অভাব কেন?

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো সতর্ক করে জানিয়েছে, বিশ্বজুড়ে চিকিৎসা কর্মীদের ঘাটতি এত তীব্র হয়েছে যে চিকিৎসাসেবা পাওয়া অনেক দেশে বিলাসিতা হয়ে উঠতে পারে। নিম্ন-আয়ের দেশগুলোতে এটি তীব্রতর হয়েছে। সেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য এক জন চিকিৎসকও নেই।

ফেডারেল তথ্য অনুযায়ী, জার্মানিতে প্রতি হাজার মানুষের জন্য ৪.৫৩ জন চিকিৎসক রয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট মনে হলেও সংখ্যাটি দ্রুত কমছে।

আশঙ্কা করা হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মতো জার্মানিতেও শিগগিরই চিকিৎসা কর্মীদের বড় ঘাটতি দেখা দেবে। বিশেষ করে জার্মানিতে যেসব প্রবীণ মানুষেরা রয়েছেন, যাদের নিবিড় যত্নআত্তির প্রয়োজন, তারা ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। কারণ, যেসব চিকিৎসকেরা অবসরে যাচ্ছেন, তাদের শূন্যস্থানগুলো সহসা পূরণ হচ্ছে না।

২০২৩ সালের হিসাবে জার্মানিতে কর্মরত চিকিৎসকদের মধ্যে ৪১ শতাংশের বয়স ছিল ৬০ বছরের বেশি। তাদের মধ্যে আবার ২৮ শতাংশ

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আইল্যান্ড থেকে অনিয়মিত অধিবাসী মে মাসেই ফেরত পাঠাবে যুক্তরাজ্য

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

আইরিশ সরকার বলছে মে মাসের শেষের দিকে দেশটি একটি আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা করছে। এই আইনের ফলে উত্তর আয়ারল্যান্ডের সীমান্ত দিয়ে আসা আশ্রয়প্রার্থীদের যুক্তরাজ্যে ফেরত পাঠানোর সুযোগ তৈরি হবে।

আইরিশ বিচারমন্ত্রী হেলেন ম্যাকেন্টি বলেছেন, এই জরুরি আইনের ফলে তার সরকার অভিবাসীদের আশ্রয়প্রার্থনার আবেদন দ্রুত প্রক্রিয়াকরণের অনুমতি পাবে।

তিনি বলেন, “আমরা যখন ফেরত পাঠানোর কথা বলি তখন এটাকে কখনই প্রতিষেধক হিসাবে তুলে ধরি না। সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে যদি আমরা একটি কার্যকর অভিবাসনব্যবস্থার সুযোগ তৈরি করতে পারি। এর ফলে একটি শক্তিশালী কিন্তু ন্যায্য দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব যাতে আবেদনগুলোর বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।”

গত মাসে যুক্তরাজ্য থেকে আশ্রয় চেয়ে আয়ারল্যান্ডে আসা অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোতে নিষেধাজ্ঞা

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

মালয়েশিয়াতে দুই লাখ টাকায় বাংলাদেশি শ্রমিক বিক্রি

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ঢাকা থেকে আট মাস আগে মালয়েশিয়া গিয়েছিলেন মান্নান মিয়া (ছদ্ম নাম)। তার সঙ্গে একই ফ্লাইটে একই কোম্পানির অধীনে দেশটিতে যান আরও ৩৫ জন। যাওয়ার আগে রিক্রুটিং এজেন্সির সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়েছিল। যেখানে বেতন এবং চাকরিদাতা কোম্পানির নাম উল্লেখ করা হয়।

কিন্তু মালয়েশিয়ায় যাওয়ার পর সেই চুক্তি আর কার্যকর হয়নি। বরং মান্নান মিয়ার দাবি, মাথাপিছু প্রায় দুই লাখ টাকা দরে তাদের প্রত্যেককে বিক্রি করে দেওয়া হয় ভিন্ন এক কোম্পানির কাছে।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

চার মাসে আমিরাতে ১২ বাংলাদেশির আত্মহত্যা

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

স্ত্রীর সঙ্গে মান-অভিমানের জেরে সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন ফারুক হোসেন (৩৫) নামে এক প্রবাসী বাংলাদেশি। দুবাইয়ের আল কুসাইস এলাকার একটি ভবন থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ফারুক হোসেনের বাড়ি কুমিল্লায়।

গত চার মাসে ফারুকের মতো আরব আমিরাতে অন্তত ১২ বাংলাদেশি আত্মহত্যা করেন। এর মধ্যে দুবাই ও উত্তর আমিরাতে ১০ এবং আবুধাবিতে আত্মহত্যা করেন দু’জন। প্রবাসীরা বলছেন, আত্মহননকারীর অধিকাংশই ঋণের চাপ, পারিবারিক কলহ, মান-অভিমান, বেতন না পাওয়া ও কর্মহীনতার কারণে হতাশায় ভুগছিলেন। একাকিত্বের কারণেও কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন।

দুবাইয়ের বাংলাদেশ কনস্যুলেটের শ্রম কাউন্সেলর আব্দুস সালাম এবং আবুধাবির বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কাউন্সেলর লুৎফুন নাহার নাজীম জানান, দুবাই ও উত্তর আমিরাতে গত জানুয়ারি থেকে চলতি মে মাস পর্যন্ত ১০ প্রবাসী বাংলাদেশি আত্মহত্যা করেন। গত বছর আত্মহত্যা করেন ১৪ জন। অন্যদিকে আবুধাবিতে গত মার্চ ও এপ্রিলে দু’জন এবং গত বছর পাঁচ প্রবাসী আত্মহত্যা করেন।

দুবাইয়ে আত্মহত্যা করা ফারুক হোসেন যে ভবনটিতে থাকতেন, সেখানে অধিকাংশই ট্যাক্সি চালকের বসবাস। ফারুক ২০১৫ সালে দুবাই ট্যাক্সি কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে আমিরাতে আসেন।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

AMAN CONSULT’IMM
গ্রাহকদের কাছে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

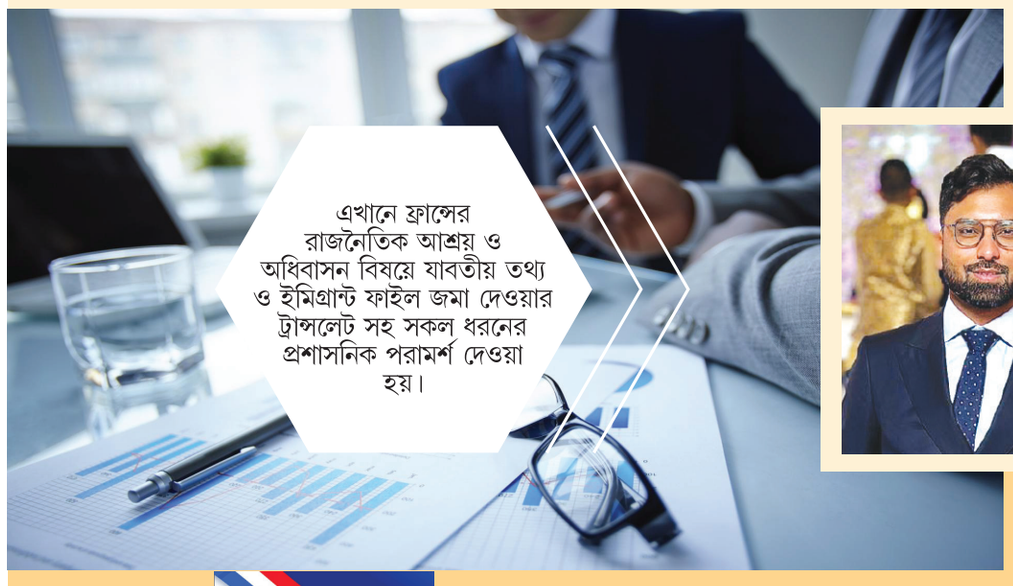

এখানে ফ্রান্সের রাজনৈতিক আশ্রয় ও অধিবাসন বিষয়ে যাবতীয় তথ্য ও ইমিগ্রান্ট ফাইল জমা দেওয়ার ট্রান্সলেট সহ সকল ধরনের প্রশাসনিক পরামর্শ দেওয়া হয়।

AMAN CONSULT’IMM
SUPPORT IN YOUR STEPS

Adresse
14 rue des petits hôtels 75010 Paris
+337 67888122

১২ বছর থেকে বাংলাদেশ কমিটির সেবায় নিয়োজিত
বাংলাদেশ ফার্নিচার

MEUBLES DE PARIS
বাংলাদেশ ফার্নিচার প্যারিস

আপনার বাসা কিংবা অফিস সজ্জিত করতে যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। তুর্কি, চায়না ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত ফার্নিচার সেট আপনার ঘর এবং জীবনকে সুবিধা ও স্টাইলে সমৃদ্ধ করবে। আমরা দিচ্ছি হোম ডেলিভারি এবং ফিটিংসহ কিস্তি সুবিধা।

প্রোপাইটর : সেলিম রেজা

160 Av. Paul Vaillant Couturier 93120 La Courneuve
+33605639649 / +33(0)188502394
meublesdeparis@gmail.com
www.meublesdeparis.com/

travel aid
FRANCE

দশদিনের ওমরা প্যাকেজ (মক্কা ও মদিনা)

১০ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ২০ অক্টোবর ২০২৪

ওমরাহ প্যাকেজে যা থাকবে

ভিসা, রিটার্ন এয়ার টিকেট

ফুড এবং একোমোডেশন (হোটেল, রেস্টুরেন্ট)

যাতায়াতের জন্য বাস সার্ভিস

58 Rue du Moutier
9330 Aubervilliers, France
travelaid.fr@gmail.com

+336 14 70 63 90
+336 21 64 31 93
+880 1 86 04 18 00

সোমবার, ২০ মে ২০২৪
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

সম্পাদকীয়

পবিত্র ঈদুল ফিতর : বিস্তৃত হোক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর পবিত্র ঈদুল ফিতর সমাগত। এটি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। সবাইকে সম্প্রীতির বন্ধনে বাঁধার সওগাত নিয়ে আসে ঈদ। এর আনন্দ থেকে ধনী-নির্ধন কেউ বঞ্চিত নন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ঈদের সকালে সর্বস্তরের মুসলিমরা ঈদগাহে আসেন নামাজ পড়তে। সেখানে একে অপরে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপর ঘরে ঘরে চলে ফিরনি-পায়েসের আয়োজন। এর মধ্য দিয়ে সমাজে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জোরদার হয়।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো ফ্রান্সেও রয়েছে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অভিবাসী। নানা আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে তারা উদ উদযাপন করবেন। প্রবাসীদের ঈদ মানে মনে শত কষ্ট নিয়েও 'হ্যাঁ, আমি ভালো আছি' বলা। পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করা সত্যিই অন্য রকম আনন্দের। কিন্তু সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন প্রবাসীরা। দেশে ঈদ উদযাপন করা আর প্রবাসে উদযাপনের তফাত অনেক। কিন্তু পরিবারের হাল ধরতে এমন পরিস্থিতিকে মেনে নেন প্রবাসীরা। ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ। এ কথা সত্য হলেও সবার জন্য সমান সত্য নয়। কারণ দেশে আত্মীয়-পরিজন নিয়ে মহা-আনন্দে ঈদ উদযাপন করলেও প্রবাসীদের জীবনে এর বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তাই ঈদে তাদের আনন্দটা অতটা গাঢ় রঙ ধারণ করে না। প্রবাসে অনেকেই আছেন যাদের জন্য ঈদের দিনটি অত্যন্ত কষ্টের। এই কষ্টকে বুকে নিয়েই ফ্রান্সে বাংলাদেশি প্রবাসীরা ঈদ উদযাপন করে থাকেন। প্রবাসীদের ঈদ উদযাপনের খোঁজখবর নিতে গিয়ে তেমনটাই আঁচ করা গেল। প্রবাসীরা বিভিন্ন মাধ্যমে জানিয়েছেন, বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের মতো এখানেও ঈদকে নিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা আর প্রস্তুতির কমতি থাকে না। কিন্তু প্রিয়জনদের হাজার মাইল দূরে রেখে ঈদ আনন্দ পাথরচাপা কষ্টে পরিণত হয়। আত্মীয়-স্বজন রেখে দূর দেশে ঈদ করাটা সত্যিই বেদনার।

প্রতিবছরই ঈদকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ধনী—গরিবনির্বিশেষে সাধ্যমতো নতুন জামাকাপড় কেনেন। এ কারণে মার্কেট শপিং মলগুলোও জমজমাট থাকে। আমাদের দেশের দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, অন্যান্য দেশে উৎসব-পার্বণে যেখানে পণ্যের দাম কমানো হয়, সেখানে আমাদের দেশে উল্টো ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে দেন। এটা কেবল ঈদের পোশাকের ক্ষেত্রে ঘটে তাই নয়, পুরো রোজার সময়ে নিত্যপণ্যের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। এ বছর এমন সময়ে আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করছি, যখন গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে। সেখানে নারী—শিশুসহ হাজার হাজার মানুষকে ইতিমধ্যে হত্যা করা হয়েছে বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে। এখনো সেখানে হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। এক মানবেতর পরিস্থিতির মধ্যে গাজার মুসলমানদের এবার ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে। আমরা তাদের গাজার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। একই সঙ্গে সংহতি ঘোষণা করছি বিশ্বের সব শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে। ঈদুল ফিতর যে আনন্দের সওগাত নিয়ে এসেছে, তা সব মানুষের ঘরে অর্থবহ হোক।

পবিত্র রমজান আমাদের চিত্তশুদ্ধির যে শিক্ষা দিয়েছে, ঈদুল ফিতর হচ্ছে সেই শিক্ষা কাজে লাগানোর দিন। আজ ধনী-গরিব সবাই দাঁড়াবে এক কাতারে। ভুলে যাবে সব বৈষম্য, সব ভেদাভেদ। হিংসা, বিদ্বেষ ও হানাহানি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

আনন্দের সঙ্গে ঈদ উদ্‌যাপন করার তৌফিক সবার হোক-এই প্রত্যাশা। ঈদ আমাদের সামষ্টিক জীবনে সম্প্রীতি ও শুভবোধের চর্চার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক, মানুষে মানুষে বৈষম্যের অবসান ঘটাক, এটাই কামনা। ঈদ সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ। সবাইকে ঈদ মোবারক।

বাঙালি চুপ করে থাকে চাকরির ভয়ে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> অত্যন্ত গভীরে চলে গেছে আমাদের পরগাছাবৃত্তি। সর্বস্তরেই। পরগাছারা কখনোই স্বাধীন নয়। আশ্রয় চলে গেলে তাদের আর কিছুই থাকে না; সে জন্য প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে রাখে সে আশ্রয়কে। আত্মসমর্পণ বেশি বলেই জীবনযাত্রার মান ওঠে না— আমাদের সম্পর্কে এটা যারা বলেন, তারা মিথ্যা বলেন না। মুখ দিয়েছেন যিনি, আহারও দেবেন তিনি— এই যে আত্মসমর্পণ তথা পরনির্ভরতা, সেটাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ বললে অত্যুক্তি হবে কি? উন্নত জীবনের আশা কিংবা আকাঙ্ক্ষা কোনোটাই এ মাটিতে আগুন জ্বালায় না; চোখের দৃশ্য-অদৃশ্য জল-মাটিকে কাদাতে পরিণত করে। তাল তাল কাদা দেখা যায় চতুর্দিকে। আমরা রীতিমতো কর্দমাক্ত।

চুপ করে আছে বলেই যে চুপ আছে— জাপানিদের সম্পর্কে এটা মনে না-করার প্রবণতা বেশ ব্যাপ্ত। এ নিয়েও গল্প রয়েছে। ধরা যাক একটা হাতি এসেছে। সেখানে যদি একজন ইংরেজ থাকে তাহলে সে ভাববে, হাতিটি নিশ্চয় আমাদের উপনিবেশগুলোর কোনো একটি থেকে এসেছে। জার্মান ভাববে, আমাদের দেশে হাতি নেই। কিন্তু থাকলে সেটাই হতো পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হাতি। আমেরিকান ভাববে, বেশ তো দেখতে; এটি আমি কিনে নেব। ফরাসির চিন্তা হবে, কত সুস্বাদু খাবার না জানি এর মাংস দিয়ে তৈরি করা যায়! আর জাপানি ভাববে, হাতিটি কী ভাবতে পারে? চুপচাপ থেকে জাপানিরা কেবল মতলব ঠিক করে যে, তা নয়। অন্যে কী মতলব ফাঁদছে, সেটাও সে উদ্ধার করতে চায়। এ জন্যই জাপানিদের নিশ্চুপতা এত গভীর।

গল্পে বাঙালির উল্লেখ নেই। বাঙালিকে নিয়ে কে-ইবা ভাবে! সে নিজেই ভাবে না। কিন্তু ধরা যাক, হাতিটিকে একজন বাঙালিও দেখল। তার প্রথম ভাবনা হবে, চাপা দেবে না তো! সেই ভয় কাটিয়ে উঠলে ভাবতে পারে, হাতিটির মালিকের না জানি কত টাকা! আচ্ছা, সে কি আমাকে একটা চাকরি দিতে পারে না? হাতিটির যত্ন-আত্তির জন্যও তো অনেক লোক দরকার।

হাতির সামনে বাঙালিও চুপ থাকবে ঠিকই, কিন্তু জাপানির মতো ভাববে না— হাতি কী ভাবছে। তাকে সে ভয় পাবে। আবার কিছু পাওয়ার আশায়ও থাকবে। তবে শুধুই ভাববে; প্রকাশ করবে না ভাবনা। অন্যকে বলবে না। পার্শ্ববর্তী বাঙালিকে তো নয়ই। পাছে সে সম্ভাব্য চাকরিটা হাতিয়ে নেয়। বাঙালি মাত্রই বাঙালির প্রতিদ্বন্দ্বী। ভয়ের কথা তো অন্য মানুষকে বলবেই না। যত পারে বাহাদুরি ফলাবে।

সব বৈশিষ্ট্যের পেছনেই বাস্তবিক কারণ থাকে; জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পেছনেও বটে। ঐতিহাসিক সব কারণ। কত যুগ আমরা বিদেশি শাসনের অধীনে ছিলাম। তারা ছিল ওই হাতির মতোই। যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল, কাছে এলে ভয়ংকর বিপদ। পায়ের তলে পিষে ফেলবে। পিষে ফেলেছেও। আর্য, মোগল, পাঠান, ইংরেজ, পাঞ্জাব— সবারই ওই এক কাজ। রাষ্ট্রের প্রতিনিধি পুলিশ এখনও যদি গ্রামে আসে, তবে গ্রামবাসী উৎফুল্ল হয় না, পালাবার কথাই ভাবে। গরিবের ঘরে হাতির পা— এই প্রবচন এমনি এমনি তৈরি হয়নি।

আর চাকরি? সেটাই তো প্রধান জীবিকা আমাদের। কৃষকের কথা আলাদা। সে পড়ে থাকে মাটি আঁকড়ে, যতক্ষণ পারে। মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার সর্বনাশ হয়ে যায়। কোথায় যে ভেসে যায় চলে, কোনো হদিস থাকে না। কৃষক হাতি দেখে না, কোনো কিছু আশাও করে না। কিন্তু যারা কৃষক নয়, উঠে এসেছে ভূমি ছেড়ে, তারা আর কী করবে চাকরি-বাকরি ছাড়া? ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালির উৎসাহ নেই— এ কথা বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় অবিরাম বলেছেন। কথাটা সত্য বটে, তবে আংশিক। বাকি অংশ হলো এই যে, বাঙালির সামনে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ খোলা ছিল না। তাঁর হাতে পুঁজি ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য যা করবার তা জগৎ শেঠরা, ইংরেজরা, মাড়োয়ারিরা, দিল্লিওয়ালারা আরামসে করেছে। বাঙালি পারেনি। বাঙালির জন্য মোক্ষলাভের পথ ছিল ওই একটিই— চাকরি। পথটা মোটেই প্রশস্ত ছিল না। বিস্তর ঠেলা-ধাক্কা ছিল সেখানে। এখনও আছে। এখন বরঞ্চ আরও বেশি। লাখ লাখ বাঙালি আজ পরিপূর্ণ কিংবা অর্ধবেকার। হাতির লেজ থেকে মাছি তাড়াতে হবে— এই পদের জন্য বিজ্ঞাপন দিক না কোনো হাতিওয়ালা; দেখা যাবে কত হাজার দরখাস্ত পড়ছে এই সোনার বাংলায়।

ওই ভয়, এই আশা— এটা বড় মর্মান্তিক সত্য বাঙালির জন্য। পরাধীনতা এই দেশে পুঁজির বিকাশে সাহায্য করেনি, কৃষি থেকে যে উদ্বৃত্ত এসেছে, তা পাচার হয়ে গেছে কিছুটা; বাকিটা চলে গেছে ভোগবিলাসে। পুনরুৎপাদন কিংবা শিল্পায়নে নিয়োজিত হয়নি। ফলে পরমুখাপেক্ষিতা বড়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনও আমরা ভাবি, পুঁজি আসবে বিদেশ থেকে। সাহায্য, ঋণ— এসব বিদেশিরাই দেবে। আত্মনির্ভরশীল জাতি আমরা কবে হবো কে জানে! বারবার স্বাধীন হলাম, কিন্তু আত্মনির্ভরশীল হওয়া হলো না। বরঞ্চ পরনির্ভরতা বাড়ছে তো বাড়ছেই, যেন অন্তহীন। বিদেশিরা চাকরি দিলে আত্মহারা হয়ে পড়ি; পিঠ চাপড়ে দিলে তো কথাই নেই।

অত্যন্ত গভীরে চলে গেছে আমাদের পরগাছাবৃত্তি। সর্বস্তরেই। পরগাছারা কখনোই স্বাধীন নয়। আশ্রয় চলে গেলে তাদের আর কিছুই থাকে না; সে জন্য প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে রাখে সে আশ্রয়কে। আত্মসমর্পণ বেশি বলেই জীবনযাত্রার মান ওঠে না— আমাদের সম্পর্কে এটা যারা বলেন, তারা মিথ্যা বলেন না। মুখ দিয়েছেন যিনি, আহারও দেবেন তিনি— এই যে আত্মসমর্পণ তথা পরনির্ভরতা, সেটাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ বললে অত্যুক্তি হবে কি? উন্নত জীবনের আশা কিংবা আকাঙ্ক্ষা কোনোটাই এ মাটিতে আগুন জ্বালায় না; চোখের দৃশ্য-অদৃশ্য জল-মাটিকে কাদাতে পরিণত করে। তাল তাল কাদা দেখা যায় চতুর্দিকে। আমরা রীতিমতো কর্দমাক্ত।

বাঙালি চুপ করে থাকে। ভয়ে— পাছে চাকরি চলে যায়। পাছে কর্তারা বিরূপ হয়, এই ভয় তো আছেই; আরও ঘটনা রয়েছে। সেটা হলো উদ্বেগ। কত কিছু নিয়ে উদ্বিগ্ন সে, তার কি হিসাব আছে? না, নেই। অধিকাংশ বাঙালি কৃষক ঘুমিয়ে পড়ে সন্ধ্যা না-হতেই। তার হাতে আলো জ্বালবার সামর্থ্য নেই। শুয়ে শুয়ে যে ঘুমায়, তা নয়। মশা ও দুশ্চিন্তার দংশনে বড়ই অস্থির থাকতে হয় তাকে; ঘুম আসে না।

চুপ করে আছি বলেই যে নানা বিষয়ে ভাবছি— এটা জাপানিদের সম্পর্কে সত্য হতে পারে; আমাদের সম্পর্কে সত্য নয়। আমরা ভাবনা কিংবা উদ্ভাবনার জন্য প্রসিদ্ধ নই। আর কথা বলে সময় নষ্ট না-করে যে সময় বাঁচাচ্ছি, তা-ও নয়। যা করছি তা হচ্ছে সময় থেকে ছিটকে পড়া, বিচ্যুত হওয়া। তবে সময়ের তো কোনো অভাব নেই, আমাদের জন্য।

'মানি ইজ নো প্রবলেম'— আমাদের একজন সেনাপতি-কাম রাষ্ট্রপতি বলে গেছেন। আরও সত্য হলো, টাইম ইজ নো প্রবলেম। আমরা অনন্তকাল নিয়ে আছি। তুচ্ছ আমাদের জন্য আজ, কাল কিংবা পরশুর হিসাব।

তাই বলে কি বাঙালি সবাক নয়? বলে কী! যে বাঙালি সুযোগ পেয়েছে, তার মতো সবাক আর কে আছে? কত অজস্র তার বলবান কথা। কেউ শোনে না, শুনলেও মন দেয় না, কিন্তু অন্ত থাকে না কথকতার।

শুরুতে হাতির কথা উঠেছিল। হাতি চুপচাপ থাকে, জাপানিদের মতোই। কিন্তু নিশ্চুপ হাতির একটা বিশেষ গুণ রয়েছে, যেটা নিশ্চুপ জাপানিদের মনে হচ্ছে নেই। হাতি ভোলে না। মনে রাখে এবং শোধ নেয়। জাপানিরা এ বিষয়ে ভিন্ন রকম। পত্রিকায় ক'দিন আগে একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। দু'জন জাপানি নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। জাপানি ভাষা বোঝেন এমন একজন বাঙালি তাদের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। তারা বলছিল, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে রুশরা বোমা ফেলেছিল! এ থেকে মনে হয়, জাপানিদের পাঠ্যপুস্তকে ইদানীং এ রকমই লেখা হচ্ছে। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তারা কোরিয়ার কাছে মাফ চেয়েছে ইতোমধ্যে। ওদিকে আমেরিকানদের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা ফেলার অপরাধ থেকে অব্যাহতি দিয়ে বসে আছে! ইতিহাস বিকৃতির এই শিক্ষাটা আমরা যেন জাপানিদের কাছ থেকে না নিই।

মূল প্রশ্নটা হলো, আমরা কতকাল এমন চুপচাপ বসে থাকব? মাঝেমধ্যেই ক্ষেপেটেপে উঠে মুক্তিযুদ্ধ করব, তারপরে আবার সব চুপচাপ? বোবার শত্রু নেই শুনেছি, কিন্তু আমাদের শত্রু তো চতুর্দিকে। আমরা আপস করতে চাইলেও তারা আপস করবে না। আমাদেরকে একেবারে শেষ করে দেবে।

নির্বাচনবিমুখ ভোটার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রাথমিক পাঠ

মাহবুব আজীজ
সাহিত্যিক; উপসম্পাদক, সমকাল

> জানা কথা, যে খেলার ফল আগে থেকে জানা, তাতে দর্শকের উত্তেজনা-আগ্রহ থাকে না। এই তর্কও আছে যে, বিএনপি নির্বাচনে না এলে আওয়ামী লীগের কী করবার আছে? বিএনপি-ই তো 'ওপেন নেট' বা খালি মাঠ ছেড়ে দিচ্ছে আওয়ামী লীগকে। বাস্তবে মামলা-হামলায় বিপর্যস্ত বিএনপি; স্থানীয় পর্যায়ে তাদের নেতাকর্মীর ওপর হামলা-মামলা রাজধানী বা শহর অঞ্চলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি। ঘরবাড়িছাড়া বিএনপির নেতাকর্মীর কাছে অবাধ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি তাই সোনার পাথর বাটি হয়েই আছে।

চার পর্বে অনুষ্ঠিতব্য ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হলো বুধবার। দেশের এক-তৃতীয়াংশ উপজেলা ছিল এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রিক পরিস্থিতি ও ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, এবারের নির্বাচনে ভোটারের অনীহা ও অনাগ্রহ সুস্পষ্ট।

আসলে সর্বশেষ তিনটি উপজেলা নির্বাচনেই ভোটের হার ধারাবাহিকভাবে কমেছে। ২০১৪ সালে ভোটের হার ছিল ৬১ শতাংশ; ২০২৪ সালে তা ৩৬.১০ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রথম ধাপের ১৩৯টি উপজেলা নির্বাচনে ৮১টিতে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন নির্বাচনী এলাকার মোট ভোটারের ২০ ভাগেরও কম ভোট পেয়ে। সমকাল প্রধান শিরোনামে যথার্থই জানিয়েছে— 'উপজেলা নির্বাচনে কম ভোটের রেকর্ড'।

ক্ষমতা কাঠামোয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। বিধি অনুযায়ী উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বা পরিচয় ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তে তৃণমূলের নেতাকর্মী এবার সেই সুযোগ পাননি। প্রধান বিরোধী পক্ষ বিএনপির ধারাবাহিক নির্বাচন বয়কটের পরিণতিতেই আওয়ামী লীগকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এবার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তুলতে ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ পর্যায় থেকে মন্ত্রী-এমপির স্বজনের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্দেশও দেওয়া হয় নির্বাচনে ভোটারদের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে। তবে নির্বাচনে প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে যত কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হোক না কেন, তা ভোটারকে আগ্রহী করে না। গেল তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় এবারের উপজেলা নির্বাচনের প্রথম ধাপও প্রমাণ করে দিল— ক্ষমতাসীন দল নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনে মানুষের আগ্রহ নেই, থাকে না। দেশজুড়ে তৃণমূলে নির্বাচন— গ্রামের হাটেবাজারে, চায়ের দোকানে দোকানে প্রার্থীর পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে তর্কের তুফান ছোটার কথা ছিল।

না, এসবের কিছুই দেখা যায়নি উপজেলা নির্বাচন ঘিরে; ভোটের দিনও ভোটার খরায় ভুগেছে ভোটকেন্দ্রগুলো।

জানা কথা, যে খেলার ফল আগে থেকে জানা, তাতে দর্শকের উত্তেজনা-আগ্রহ থাকে না। এই তর্কও আছে যে, বিএনপি নির্বাচনে না এলে আওয়ামী লীগের কী করবার আছে? বিএনপি-ই তো 'ওপেন নেট' বা খালি মাঠ ছেড়ে দিচ্ছে আওয়ামী লীগকে। বাস্তবে মামলা-হামলায় বিপর্যস্ত বিএনপি; স্থানীয় পর্যায়ে তাদের নেতাকর্মীর ওপর হামলা-মামলা রাজধানী বা শহর অঞ্চলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি। ঘরবাড়িছাড়া বিএনপির নেতাকর্মীর কাছে অবাধ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি তাই সোনার পাথর বাটি হয়েই আছে। অনেকে ধারণা করেছিলেন, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন 'যে কোনোভাবে' হয়ে যাওয়ায় উপজেলাসহ অন্যান্য স্থানীয় নির্বাচনে বিএনপি নেতাকর্মীর ঐক্য অটুট রাখা যাবে না। ১৫ বছর ধরে নির্বাচন, অর্থাৎ ক্ষমতার বাইরে থেকে হতাশ বিএনপির স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকর্মী নির্বাচনে যুক্ত হবেন। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। একশ বিশজনের মতো নেতা উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী হন। বিএনপি তাদের বহিষ্কার করে উপজেলা নির্বাচনকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। অবশ্য একের পর এক নির্বাচন বয়কট করার পরবর্তী ধাপ বা করণীয় সম্পর্কে বিএনপি নেতৃবৃন্দ কোনো ধারণা দেশবাসীকে এখনও দিতে পারেননি।

২.

এবার এই 'একতরফা' উপজেলা নির্বাচনে যারা অংশ নিয়েছেন, তাদের বেশির ভাগ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতা। প্রার্থীদের তথ্য বিশ্লেষণ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জানিয়েছে, ২০১৮ সালের উপজেলা নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ছিলেন ৩৭ জন; এবার ৯৪ জন। অনেকেরই আয় ও সম্পদ অবিশ্বাস্য হারে ও গতিতে বেড়েছে। প্রথম ধাপে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থীদের শতকরা ৭০ জনই ব্যবসায়ী। ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থীদের মধ্যে ১৭ জন কোটিপতি। মোট কোটিপতি প্রার্থী ১১৭ জন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চেয়েও উপজেলা নির্বাচনে ব্যবসায়ী প্রার্থীর সংখ্যা এবার বেশি।

টিআইবির পরিসংখ্যান বলছে, অন্তত ৯ প্রার্থীর ১০০ বিঘার বেশি জমি আছে। ঋণ আছে ২৩.৪১ জন প্রার্থীর, নির্বাচনে মন্ত্রী-এমপির ১৩ স্বজন অংশ নেন। এবার উপজেলা নির্বাচনে যারা প্রার্থী হয়েছেন, তাদের অনেকেরই হলফনামা পত্রিকার পাতায় এসেছে। তৃণমূলে বিত্তবৈভবে পরিপূর্ণ এসব রাজনৈতিক নেতাকে যারা নির্বাচিত করবেন, সেই ভোটারদের আর্থিক দৈন্য জানিয়ে দেয়— রাজনীতি এখন ধনীদের আরও ধনী হওয়ার দ্রুততম রাস্তা। তাই জাতীয় সংসদ দূরে থাক, উপজেলা নির্বাচনেও আমরা সাধারণ আর্থিক সামর্থ্যের কাউকেই প্রার্থী হিসেবে দেখতে পাই না। রাজনীতিতে মূল্যবোধ, নৈতিকতার চর্চা ক্রীশে শব্দে পরিণত হয়েছে, দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধনীকে অধিকতর ধনী হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে সমকালীন রাজনীতি।

৩.

সমকাল জানাচ্ছে, 'গতকাল মধ্যরাত পর্যন্ত ১৩৯টির মধ্যে ১৩৬ উপজেলার ফলাফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১১৬ উপজেলায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী বিজয়ী হয়েছেন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র থেকে আটজন, বিএনপির পাঁচজন, জাতীয় পার্টির তিনজন, জাতীয় সংহতি সমিতির দু'জন, ইসলামী আন্দোলনের একজন ও আল ইসলামের একজন বিজয়ী হয়েছেন।' (৯ মে ২০২৪)

ফলাফলে পরিষ্কার, একপক্ষীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগই যথারীতি বিজয়ী। যথারীতি ভোটারের উপস্থিতিও কম। তবে এই সত্য মানতে রাজি নন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। বুধবার সন্ধ্যায় নির্বাচনোত্তর প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, 'ধান কাটার মৌসুম ও সকালে বৃষ্টি হওয়ায় ভোট পড়ার হার কম হতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, ভোটাররা ধান কাটায় ব্যস্ত থাকায় কেন্দ্রে যাননি। এ ছাড়া কিছু কিছু জায়গায় ঝড়বৃষ্টিও হয়েছে।' (সমকাল, ৯ মে ২০২৪)

বলিহারি, জনাব সিইসি! কৃষকরা ধান কাটতে গিয়েছেন বলে ভোট দিতে আসতে পারেননি; এত অন্তরঙ্গ খবর যিনি রাখেন, তিনি জানেন না— বিএনপি নামে এ দেশের প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের ৪০ থেকে ৫০ লাখ নেতাকর্মীর নামে মামলা, তারা আদৌ নিজেদের ঘরেই থাকতে পারেন না!

প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ছাড়া এ দেশে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ও অর্থবহ হতে পারে না।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

নিশিরাতের রেলগাড়িতে

মঈনুস সুলতান
প্রখ্যাত ভ্রমণকাহিনী লেখক

কৈশোরে মা-বাবাকে হারানো কাইয়ুম শেখ পরিচিত ছিলেন নিঃসঙ্গতার সঙ্গে। কিন্তু শাহানার মৃত্যুর পর একাকিত্ব দুরারোগ্য ব্যাধির মতো ছড়িয়েছিল তার দেহমনে। বছর দুয়েক আগ্রহ হারিয়েছিলেন তিনি জগৎসংসারের তাবৎ কিছুতে। অপঘাতে মানুষ মারাত্মকভাবে জখম হলেও তার কিন্তু কোনো না কোনোভাবে কেটে যায় দিনকাল; তেমনি সবকিছুতে নিরাসক্ত হয়েও কাইয়ুম শেখ পালন করে যাচ্ছিলেন কম্পাউন্ডারের পেশাদারি দায়িত্ব।

একটু অধৈর্য হয়ে কম্পাউন্ডার শেখ আব্দুল কাইয়ুম কবজি উল্টান। সিটিজেন ঘড়ির ডায়ালে রাত নয়টা বেজে পনেরো মিনিট, কিন্তু এখনও বিকেলের লোকাল ট্রেনটি জংশনে এসে পৌঁছেনি। কাইয়ুম শেখ নামে পরিচিত এ মানুষটি পেশায় কম্পাউন্ডার। জংশন-সংলগ্ন থানা শহরের হেল্‌থ কমপ্লেক্সে কাজ করেন। প্রতিদিন সকালে মেইল ট্রেন ধরে ঘণ্টাখানেকে গোটা তিনেক রেলওয়ে স্টেশন ডিঙিয়ে ডিউটি করতে আসেন, এবং গ্রামের বাড়িতে ফেরেন সন্ধ্যা ৬টার লোকাল ট্রেনটি ধরে। একসময় কাইয়ুম শেখ তার গ্রামের কাছাকাছি একটি হাসপাতালে কম্পাউন্ডারি করতেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বেধে যাওয়ার বছরখানেক আগে থানা শহরটিতে ট্রান্সফার হন। লোকাল ট্রেনে লেট হওয়ার ব্যাপারটা একেবারে নতুন না, পাকিস্তানি জমানায়ও এক-আধ ঘণ্টা অ্যাক্সিডেন্ট ইত্যাদি ঘটলে জোর দুই ঘণ্টা লেট হতে দেখেছেন। কিন্তু স্বদেশ হানাদারমুক্ত হওয়ার পর থেকে ট্রেনে লেট হওয়ার ব্যাপারটি ক্রনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমদিকে এর জন্য দায়ী ছিল বিস্ফোরকে উড়ে যাওয়া একটি ব্রিজ। সম্প্রতি তা সারাই হয়েছে, তার পরও হামেশা ইঞ্জিন ডাউন হওয়ার একটা ব্যাপার ঘটছে। শোনা যাচ্ছে যে, রেলওয়ের বিহারি মেকানিকরা চাকরিচ্যুত হয়ে জেনেভা রিফিউজি ক্যাম্পে আশ্রয় নিলে ডিজেল ইঞ্জিন মেইনটেন্যান্সের ব্যাপারে ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেয়। যারা একাধিক প্রমোশন পেয়ে সিনিয়র মেকানিকের পদে পৌঁছেছেন, তাদের কাজে সড়গড় হতে সময় লাগছে।

অস্থির লাগে, তাই কাইয়ুম কম্পাউন্ডার প্ল্যাটফর্ম ধরে হেঁটে সিগন্যাল লাইটের দিকে আগান। কলেজ জীবনে শখের থিয়েটারে অভিনয় করা মানুষটি স্ত্রী শাহানার মৃত্যুর পর থেকে গল্প-উপন্যাস প্রভৃতি আউট-বই পড়ে একাকিত্ব কাটান। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কিংবা বিমল মিত্রের কোনো বইপত্তর জোগাড় করতে পারলে লোকাল ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করাটা সহনীয় হয়ে ওঠে। দিন তিনেক আগে রেলওয়ে বুকস্টল থেকে তিনি খরিদ করেছেন, নিমাই ভট্টাচার্য নামে নতুন এক লেখকের জনপ্রিয় একটি বই 'মেমসাহেব'। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে আজ ভিড়বাট্টা এত বেশি যে, ল্যাম্পপোস্টের তলায় বেঞ্চগুলি যেন উপচে পড়ছে, আর থেকে থেকে হচ্ছে লোডশেডিং। কোথাও জমিয়ে বসে বইপত্র পড়ে সময় কাটানোর কোনো কুদরত নেই।

সিগন্যাল লাইটের তলায় একটু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন কাইয়ুম শেখ। বছর কয়েক পর, কোনো কারণ ছাড়া— নিশিরাতে রজনীগন্ধার মতো সুরভিত স্মৃতিটি ফুটে ওঠে মনে। বিয়ের মাস ছয়েক আগ থেকেই গ্রামের হাসপাতালে কোনো ডাক্তার ছিল না, তাই কম্পাউন্ডারের পশার খুব বেড়ে গিয়েছিল। লাভ ম্যারেজ বলতে যা বোঝায় তা না হলেও হাইস্কুলের দু-ক্লাস জুনিয়র মেয়ে শাহানা ছিল তার পছন্দের পাত্রী। তাই বিয়ের পর ব্যাপকভাবে উদ্দীপ্তও হয়েছিলেন, গল্প-উপন্যাস পড়ার কারণে হানিমুনের ধারণার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন, কিন্তু পশার বেড়ে যাওয়ায় ওই ধরনের কিছু করার মওকা পাচ্ছিলেন না কাইয়ুম শেখ।

তবে এক পর্যায়ে শাহানা আলগোছে থানা শহরের সিনেমা হলে 'সাত ভাই চম্পা' দেখার আবদার করলে তিনি অনুরোধটি রক্ষা করার উদ্যোগ নেন। সাজগুজে সুরভিত স্ত্রীকে নিয়ে যান ম্যাটিনি শোতে। ওই দিনও লোকাল ট্রেনটি ছিল বেজায় লেট। তাই ফেরিওয়ালার কাছ থেকে চিনেবাদাম কিনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিলেন এই সিগন্যাল বাতিটির কাছে, একটু দাঁড়িয়েও ছিলেন, লাল-সবুজ আলোর খানিকটা ছটা এসে পড়েছিল শাহানার মুখে। চোখটি নামিয়ে নিয়ে নিজে থেকে সে মুঠোয় তুলে নিয়েছিল তার রোগী-দেখা হাতটি। স্পর্শের উষ্ণতায় কম্পাউন্ডারের পাঁজরের আড়ালে ফুটে উঠেছিল অলীক এক রজনীগন্ধা।

বাড়ি ফিরে মশারির তলা থেকে হাত বাড়িয়ে কাইয়ুম শেখ ট্রানজিস্টারটি অন করেছিলেন, বেতারে ভেসে এসেছিল নজরুলগীতির সুরধ্বনি, 'এ রাত যেন যায় না বৃথাই ...' চরণটি দরদ দিয়ে কে গেয়েছিলেন ঠিক মনে পড়ে না, তবে ভারি রোমাঞ্চিত হয়ে কাছে টেনেছিলেন শাহানাকে। বিদ্রোহী কবির সংগীতের শিহরণ শাহানাকে উদ্বেলিত করেনি, সে হাত বাড়িয়ে ট্রানজিস্টার অফ করে নিভিয়ে দিয়েছিল দাবানো লণ্ঠনটি। সংগীতের পরিবর্তে সে তাকে চেয়েছিল সম্পূর্ণভাবে, যুগল দেহের তীব্রতায় নিমজ্জিত হতে হতে ফিসফিসিয়ে বলেছিল একটি অনাগত শিশুর সম্ভাবনার কথা।

ওই ঘটনার সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল ওলাওঠার তুমুল সংক্রমণ। কাইয়ুম শেখ দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছিলেন না, স্ট্যাথিসস্কোপ গলায় বাইসাইকেল চেপে তাকে ছুটতে হয়েছিল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। মহকুমার জনস্বাস্থ্য বিভাগ থেকে পাঠিয়েছিল মাত্র সাতটি স্যালাইন। রাত দেড়টা নাগাদ সর্বশেষ স্যালাইনটি একজন মরণাপন্ন রোগীর শরীরে ফুঁড়ে ঘরে ফিরেছিলেন কাইয়ুম শেখ। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পানিশূন্যতায় শাহানা বাকরহিত হালতে বাথরুমের কাছাকাছি মেঝে পড়ে গড়াচ্ছিল।

কৈশোরে মা-বাবাকে হারানো কাইয়ুম শেখ পরিচিত ছিলেন নিঃসঙ্গতার সঙ্গে। কিন্তু শাহানার মৃত্যুর পর একাকিত্ব দুরারোগ্য ব্যাধির মতো ছড়িয়েছিল তার দেহমনে। বছর দুয়েক আগ্রহ হারিয়েছিলেন তিনি জগৎসংসারের তাবৎ কিছুতে। অপঘাতে মানুষ মারাত্মকভাবে জখম হলেও তার কিন্তু কোনো না কোনোভাবে কেটে যায় দিনকাল; তেমনি সবকিছুতে নিরাসক্ত হয়েও কাইয়ুম শেখ পালন করে যাচ্ছিলেন কম্পাউন্ডারের পেশাদারি দায়িত্ব। বালক-বয়সে তিনি দস্যু বাহরাম সিরিজের বইগুলো নেশাগ্রস্তের মতো পাঠ করতেন। অভ্যাসটি ফিরে আসে, ফের পড়তে শুরু করেন আউট-বই, শুরুতে নীহাররঞ্জনের 'কিরীটী রায়' তাকে মাতায় কিছুদিন, তারপর বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' পড়তে পড়তে নিজ জীবনের ট্র্যাজেডিকে অতিক্রম করে উপন্যাসের বিচিত্র চরিত্রের প্রতি অধিকমাত্রায় সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। আর একই সময় তার রাতনিশীথের নির্জনতা ভরিয়ে তুলতে শুরু করে বেতারে প্রচারিত নজরুলগীতির সুরলহরী; মাঝেমধ্যে বাইসাইকেল চেপে রোগী দেখতে যাওয়ার পথে গুনগুনিয়ে তিনি গাইতে শুরু করেন, 'মোরা আর জনমে হংস-মিথুন ছিলাম ...।'

গোটা চারেক আওয়ারা কুকুর একত্রে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সিগন্যাল বাতির তলায় ছুটে এসে বেজায় কোন্দল বাধালে, বিরক্ত হয়ে কাইয়ুম শেখ স্টেশনের টিকিটঘরের দিকে ফের হাঁটতে শুরু করেন। সাথে সাথে সচেতন হন যে, শাহানার স্মৃতি শুধু একটি ঘটনা হিসেবে ফিরে এসেছে মনে, কিন্তু তার মুখটি যেন পুরোনো রংচটা ফটোগ্রাফের মতো অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বছর দুয়েক আগেও যখন তাকে ভাবতেন, তখন পাঁজরের অন্তরালে যে রকমের হাহাকার হতো, এ অনুভূতি সম্পূর্ণ মিইয়ে এসেছে। তার জায়গায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে স্নিগ্ধ একটি নারীমুখ তার অনুপম রূপ-রহস্য নিয়ে ফুটে উঠতে শুরু করেছে। আজ সকালের মেইল ট্রেনেও মেয়েটিকে তিনি অবলোকন করেছেন। ঘটনাটি ঘটছে গেল মাস সাতেক ধরে। প্রতি সপ্তাহে দু'বার, কখনও তিনবার করে মেয়েটি সকালের মেইল ট্রেনে কোথাও যায়, আবার ফিরেও আসে সন্ধ্যার লোকালে। কখনও-সখনও মাঝবয়সী কোনো না কোনো পুরুষের পাশে তাকে বসে থাকতেও দেখেছেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক কী, ঠিক ধরতে পারেননি। অনেক সময় একা একাই সে আসা-যাওয়া করে, তখন তার হাতে থাকে নীহাররঞ্জন গুপ্তের কোনো উপন্যাস। মাঝেমধ্যে উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে চোখ তুলে চকিতে তাকে দেখে নেয়, আর বেজায় কালো চোখ দুটি যেন কীসের প্রত্যাশায় ঝকঝক করে ওঠে। তখন কাইয়ুম শেখের মন নীরবে গেয়ে ওঠে নজরুলগীতির একটি চারণ, 'মুখে নাহি বল/ আঁখিতে যে কথা কহ ...।' এখানেই ঘটনার ইতি ঘটে না। রাতবিরাতে ট্রানজিস্টারে যখন নজরুলগীতির কোনো অনুষ্ঠান খুঁজে পান না, তখন কম্পাউন্ডার নিজে নিজেই গেয়ে ওঠেন, 'স্বপনে এসো নিরজনে ...,' অনুভব করেন, ইনোসেন্ট মুখের শ্যামল-বরণ নারীটি তার অব্যক্ত কৌতূহল নিয়ে নীরবে চলে এসেছে তার অত্যন্ত কাছাকাছি। বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে ঝিমিয়ে পড়া শরীরও যেন পাঁকাল মাছটির মতো কর্দম ফুঁড়ে ভেসে উঠছে।

শরীরের এ অপ্রত্যাশিত উদ্দীপনাকে আপাতত মুলতবি করার জন্য কাউয়ুম শেখ নজরুলগীতি-বিষয়ক একটি প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবতে ভাবতে আগ বাড়েন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তার উপরওয়ালা ডাক্তার শুধু বৃদ্ধই হননি, বহুমূত্র রোগেও তিনি ব্যাপকভাবে ভুগছেন। সুতরাং তার প্রাইভেট কলে বদলি হিসেবে কম্পাউন্ডারকে যেতে হচ্ছে, তাতে বেশ কিছুটা বাড়তি উপার্জন হচ্ছে। থানা শহরের অগ্রণী ব্যাংকেও হামেশা টাকাপয়সা জমা দিচ্ছেন। এদিকে লন্ডন থেকে ক্রমিক অ্যাজমার টানে কাতর হয়ে ফিরে এসেছে একজন চেনা রোগী। মানুষটি টেপরেকর্ডার নামে রেডিওর মতো দেখতে একটি জিনিস বিক্রি করতে চাচ্ছে। বস্তুটি খরিদ করার সুবিধা হচ্ছে যে, এটি অন করে বাংলাদেশ বেতার বা আকাশবাণীতে নজরুলগীতির অনুষ্ঠানের তোয়াক্কা না করে যখন খুশি ক্যাসেট বাজিয়ে শোনা যায় ফিরোজা বেগমের 'গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙ্গে যায় ...' কিংবা মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত 'কেন আনো ফুলডোর ...' প্রভৃতি। যন্তরটি গড়িমসি না করে এবার কিনে ফেলতে হয়, এ সিদ্ধান্তে এসে কম্পাউন্ডার হেঁটে যান রেলওয়ে বুকস্টলের দিকে।

এতক্ষণ তার মনোলোকে আনাগোনা করছিল যে নারী, সে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে দড়িতে ঝোলানো দৈনিক পত্রিকাগুলোর দিকে। থামকে দাঁড়ান কাইয়ুম শেখ! দৈনিক ইত্তেফাকের পৃষ্ঠা থেকে অসামান্য সুন্দর দুটি চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে আছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কী ঘটনা, আজ তো তাঁর জন্মদিন নয়, তবে কেন প্রতিটি পত্রিকা হেডলাইনের তলায় ছাপিয়েছে লোকনন্দিত কবির একাধিক প্রতিকৃতি? চোখের কোণ দিয়ে দেখেন, মেয়েটি পার্স খুলে দাম মিটিয়ে দিয়ে কিনে নিচ্ছে নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বাদশাহ' নামক একটি নভেল। এ গ্রন্থের সুনাম কাইয়ুম শেখ শুনেছেন, পড়ারও আগ্রহ আছে ...। তখনই তাঁতের শাড়ি পরা নারীটি ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু কটাক্ষে তাকে রীতিমতো ঘায়েল করে দিয়ে হেঁটে যায়। ঘাড় ফিরিয়ে তাকান কাইয়ুম শেখ। পাছাপেড়ে শাড়ি পরায় কোমরের দোলে প্রবল হয়ে ওঠা নিতম্ব তার শরীরকে ফের উদ্দীপ্ত করে তোলে।

দেহের অযাচিত উৎসাহে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে কাইয়ুম শেখ দৈনিক পত্রিকার দিকে নজর ফেরান। আজ ১৯৭২ সালের ২৮ মে, দিনটি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদায় বিদ্রোহী কবি, তাঁর দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ ও পুত্রবধূ উমা কাজীকে নিয়ে ঢাকায় এসেছেন। বিমান থেকে নামামাত্র তাঁকে সরকারের বরাদ্দকৃত ধানমন্ডির ৩৩০ নম্বর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পত্রিকার শেষ পাতায় সর্বশেষ আপডেটে জানানো হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং বেগম ফজিলাতুন নেছাকে নিয়ে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু কবির শিয়রে খানিকটা সময়ও কাটিয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের সাথে পূর্বদেশ পত্রিকাটিও কিনে ফেলে সম্পাদকীয়তে চোখ বোলান কম্পাউন্ডার। কবির স্বাস্থ্য স্টেবল হলে, হয়তো ভক্তরা তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পারবে; সংবাদে এ সম্ভাবনার কথা খেয়াল করে উত্তেজনায় কাইয়ুম শেখ কিনে ফেলেন এক প্যাকেট গোল্ডেন ক্লাব সিগ্রেট। সচরাচর ধূমপায়ী তিনি নন, তবে দিনযাপনে উদযাপনের মতো কিছু ঘটলে নিরিবিলি বসে কালো রঙের মসলার সৌরভ ছড়ানো সিগ্রেট ফুঁকতে ভালোবাসেন। তো সিগ্রেট ধরিয়ে ফের হাঁটতে হাঁটতে চলে আসেন প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন পরিসরে। তার হৃদয়-মন কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠে। মানস চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পান, বেড়াতে গেছেন ঢাকা শহরে। তাজা ফুলের তোড়া হাতে ধানমন্ডির ৩৩০ নম্বর বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন। আপাত অলীক এ স্বপ্নে বিভোর হয়েও একটি বিষয় খেয়াল করেন যে, এবারকার ঢাকা-ভ্রমণের পরিকল্পনায় তার পাশে শাহানার পরিবর্তে সিঁড়ি ভেঙে উঠছে— একটু আগে রেলওয়ে বুকস্টলে দেখা হওয়া প্রায়-অচেনা এক নারী। বছর কয়েকের ব্যবধানে ফের রোমাঞ্চিত হন কাইয়ুম শেখ।

রাত বারোটা বাজতে চলল, লোকাল ট্রেনটি আসবে আসবে করেও এখনও এসে পৌঁছেনি। ইতোমধ্যে কম্পাউন্ডার শিঙাড়া দিয়ে চা খেয়ে, পত্রিকা দুটোর তাবৎ সংবাদ পড়ে শেষ করেছেন, প্ল্যাটফর্মেও একাধিকবার পায়চারি করেছেন। লেট হওয়াতে অনেক প্যাসেঞ্জার বোধ করি বাড়ি ফিরে গেছে, প্ল্যাটফর্মে তেমন ভিড় নেই; তাই মেয়েটি ল্যাম্পপোস্টের তলায় বেঞ্চে জাঁকিয়ে বসে পড়তে শুরু করেছে 'বাদশাহ' নামক উপন্যাসটি। আর যখনই কম্পাউন্ডার হেঁটে গেছেন, তাকে না দেখার ভান করে চোরা-চাহনিতে দেখে নিয়েছে।

প্রতীক্ষায় ক্লান্ত কম্পাউন্ডার একসময় খানিক দূরে একটি বেঞ্চে বসে পড়েন। সন্ধ্যারাতজুড়ে দেখাদেখির ব্যাপারটা ইতোমধ্যে তৈরি করেছে এক ধরনের ঘোর, এবং ঠিক তার ভেতর কখন যে ভেঁপু বাজিয়ে ঢংঢঙিয়ে ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে তিনি তা খেয়ালও করেননি। তবে অবাক হয়ে দেখেন, শোল্ডারব্যাগ ঝুলিয়ে মেয়েটি তার সামনে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় তাড়া দিচ্ছে ট্রেনে উঠে পড়ার জন্য! বাঁশরীর সুরলয়ে সম্মোহিত সাপের মতো তার পেছন পেছন কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ে মেয়েটির পাশেই বসে পড়েন। তাদের মধ্যে কথাবার্তা কিছু হয় না। তবে মেয়েটি একবার তার হাত থেকে 'মেমসাহেব' নামক বইটি তুলে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে, মৃদু হেসে ফেরত দিয়ে নজর দেয় তার হাতে ধরা 'বাদশাহ' উপন্যাসটি পাঠে। একটু নড়াচড়ায় কম্পাউন্ডারের নাসারন্ধ্রে এসে লেগেছে স্মৃতিজাগানিয়া সৌরভ। এ সেন্টটির নাম সম্ভবত 'পেট্রা', বিয়ের পর কাছাকাছি হওয়ার উন্মাতাল সময়ে রাতবিরাতে শাহানা তা গায়ে মাখত...।

রেলগাড়ির ঢিমেতালে ঝিকঝিকানোতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কম্পাউন্ডার। ধড়মড় করে জেগে ওঠে দেখেন, ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়েছে আদিগন্ত চষাখেতের পাশে। টিপটিপিয়ে কম্পার্টমেন্টের বাতিগুলো নিভে যায়। ফের বোধ করি ইঞ্জিন ডাউন হলো। বাইরে চরাচর ভেসে যাচ্ছে প্রবল জোৎস্নায়। কী এক ঘোরের ভেতর মেয়েটির পেছন পেছন তিনিও নেমে আসেন নিচে। হকাররা এ মধ্যরাতেও কুপির আলোয় বিক্রি করছে সিদ্ধ-ডিম ও চানাচুর। তেষ্টা পেয়েছে, তো কম্পাউন্ডার তোকমার শরবত কিনতে যান, মেয়েটি পাশ থেকে ইশারায় বালতিতে রাখা ফান্টার বোতল দেখায়। রক্তের মতো উষ্ণ কোল্ড ড্রিংক খেতে খেতে সে জানতে চায়— তিনি কী করেন, তার সংসারে আর কে কে আছে? যেন উকিলের জেরার জবাব দিচ্ছেন, এমনভাবে তিনি সহযাত্রী নারীর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন, কিন্তু তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। ফের গাড়ি চলতে শুরু করে, একটি স্টেশনও যথারীতি পাড়ি দেয়, তবে আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না, আরেক দফা ইঞ্জিন ডাউন হয় কম্পাউন্ডারের গন্তব্য-স্টেশনটির আউটার-সিগন্যালের কাছে। খানিকক্ষণ বসে থেকে বিরক্ত হয়ে, সাতপাঁচ ভেবে কাউয়ুম শেখ অপ্রস্তুতভাবে মেয়েটিকে 'খোদা হাফেজ' বলে নেমে পড়েন। ট্রেনের পাশে দিয়ে সিগন্যাল বাতি নিশানা করে হাঁটেন তিনি, তবে তার মনে লেফাফায় ডাকটিকিটের মতো মেয়েটির অবাক দৃষ্টিটি সেঁটে থাকে। ঠিক বুঝতে পারেন না, এ মুহূর্তে তার কর্তব্য কী?

তখনই পেছনে পায়ের শব্দ শুনে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকান। ততক্ষণে মেয়েটি চলে এসেছে তার কাছাকাছি। কম্পাউন্ডারের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'কোথায় যাচ্ছ?' অত্যন্ত সাবলীলভাবে সে জবাব দেয়, 'কেন, আপনার সঙ্গে গেলে রাতের বাকি সময়টুকু থাকতে দেবেন না?' এ প্রশ্নের কোনো জবাব কাইয়ুম শেখের মুখে জোগায় না। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভাবেন, চায়ের দোকানের বারান্দায় তার বাইসাইকেলটি চেইন দিয়ে আটকানো আছে। একটি অচেনা নারীকে হ্যান্ডেলে বসিয়ে এত রাতে তিনি সাইকেল চালাতে চান না। তখনই সহযাত্রী তাকে প্রশ্ন করে, 'কতদূরে আপনার বাড়ি, অসুবিধা হবে আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই?' নিজের অজান্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'না, না, অসুবিধা আর কী?'

তাদের কথাবার্তায় প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড় করানো কেবল একটি রিকশার চালকের ঘুম ভেঙে গেছে। সিট থেকে নেমে চোখ কচলে সে কম্পাউন্ডারকে সালাম দেয়। কোনো কথা না বলে তিনি মেয়েটিকে রিকশায় উঠতে ইশারা দেন। গাঁয়ের মেঠোপথে ক্যাঁচমেচিয়ে রিকশাটি আগায়। পিতৃমাতৃহীন কাউয়ুম শেখ শাহানার মৃত্যুর পর থেকে একাই বাড়িতে থাকেন। তবে পাশের ঘরে আছেন চোখে ছানি পড়া বৃদ্ধ চাচি। তাকে ও আশপাশের প্রতিবেশীদের আগামীকাল কীভাবে ম্যানেজ করবেন, এ দুশ্চিন্তায় কম্পাউন্ডার ফস করে ধরান একশলা গোল্ডেন ক্লাব। মেয়েটি ফিসফিসিয়ে বলে, 'এ সিগ্রেটের গন্ধটা খুব সুন্দর।' তখনই অনুভব করেন, তার বাঁ-হাতের মুঠোয় দস্তানার মতো ঢুকে যাচ্ছে কম্পমান নরোম-সরোম একটি করতল। রিকশা আগ বাড়ে।

ভারতে নির্বাচনের ফলাফল কী হবে, জরিপ কী বলছে

তোফায়েল আহমেদ
শিক্ষাবিদ ও শাসন বিশেষজ্ঞ

প্রথম কালপর্ব ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী দল (কংগ্রেস) ও স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাদের শাসনকাল। এ সময়কাল নেহরু ও শাস্ত্রী হয়ে ইন্দিরাতে সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় কালপর্ব একধরনের 'রাগান্বিত' ভোটারের উত্থানকাল। ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ-বিক্ষোভ ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলে। তৃতীয় কালপর্ব হয় 'স্থিতিশীলতা'র এবং বিশেষত রেকর্ডভিত্তিক ভোটাচরণের কাল। এ কালপর্বে কাজের রেকর্ড দেখে মানুষ ভোট দিয়েছেন।

প্রথম ধাপের পর্যালোচনা

সাতটি ধাপে ভারতের অষ্টাদশ 'লোকসভা নির্বাচন ২০২৪' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৭টি রাজ্য ও ৪টি ইউনিয়ন টেরিটোরিতে মোট ১০২টি আসনের প্রথম ধাপের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ২০১৯—এর নির্বাচনে এই ১০২ আসনের ৯৭টির ফলাফল ছিল নিম্নরূপ: এনডিএ বা মোদি জোট ৪৩, বর্তমান 'ইন্ডিয়া'জোট ৪৮ এবং অন্যান্য ০৬। প্রথম ধাপের ১০২ আসনের এবারে মোট প্রার্থী ছিল ১ হাজার ৬২৫। তার মধ্যে ১৩৫ জন নারী (৮%) এবং ২৫০ (১৬%) জনের বিরুদ্ধে নানা ফৌজদারি অপরাধের মামলা রয়েছে।

এবারের (২০২৪) নির্বাচন টানা গত দুবারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য তৃতীয়বার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে হ্যাটট্রিক ও ইন্ডিয়া জোটের জন্য মোদিকে থামানোর চ্যালেঞ্জ। ভারতের লোকসভার মোট আসন (৫৪৩+২) ৫৪৫, ৫৪৩টি আসন সাধারণ ভোটে নির্বাচিত এবং ২টি আসন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সংসদ সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত।

সাতটি ধাপে সব আসনের নির্বাচন শেষ হওয়ার পর একসঙ্গে সব আসনের প্রাপ্ত ব্যালট গণনা করা হবে। ছয়টি বিরতিতে ৭টি ধাপের সব নির্বাচন শেষে ফলাফল পাওয়া যাবে আগামী ৪ জুন। ভারতের মোট জনসংখ্যার একটি অনুমিত সংখ্যা ১৪৪ কোটি ১৭ লাখ ১৯ হাজার ৮৫২, ভোটার সংখ্যা প্রায় ৯৭ কোটি। ১৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রথম দফার ভোটে গড়পড়তা ৬৩% ভোটারের অংশগ্রহণ ছিল।

পূর্ববর্তী লোকসভার (২০১৯) পর্যালোচনা

২০১৯—এ অনুষ্ঠিত ১৭তম লোকসভার একটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, নির্বাচিত লোকসভা সদস্যদের মধ্যে নারী সদস্য ছিলেন ৭৮ জন (১৪%), যা সব সময়ের সর্বোচ্চ সংখ্যা। ১৬তম লোকসভায় তা ছিল ৬২ জন। একই লোকসভার ২৬৭ জন ছিলেন প্রথমবারের নির্বাচিত এমপি এবং ২৩৩ (৪৩%) জনের ফৌজদারি অপরাধের সংশ্লিষ্টতার রেকর্ড ছিল। মোট সদস্যের ৩৯% ছিলেন পেশাদার রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মী। বাকিরা অন্য নানা পেশার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৭তম লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির একক প্রাপ্ত ভোট ছিল ৩৭.৩৬% এবং আসন ২৯৩ পরে তা ৩০৩—এ উন্নীত হয়। বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত এনডিএ জোটের সমন্বিত মোট ভোট ছিল ৪৫% এবং মোট আসন ৩৫৩। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নিজস্ব আসন ছিল ৫০ এবং কংগ্রেস ও জোট সঙ্গীদের সমন্বিত আসন হয়েছিল মোট ৯১। দুই জোটের বাইরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আসন দাঁড়ায় ৯৮। ২০১৯—এর লোকসভা নির্বাচনে মোট ৩৮টি দল ও অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশগ্রহণ করে।

লোকসভার মূল কাজ 'আইন প্রণয়ন'। এ প্রক্রিয়ার ওপর এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৭তম লোকসভায় মাত্র ১৬% বিল কমিটি পর্যায়ে আলোচনার জন্য প্রেরিত ও আলোচনা হয়। বাকি বিলগুলোর ৫০% দুই ঘণ্টার কম সময় ফ্লোরে আলোচনা করে পাস হয়ে যায়। ১৭তম লোকসভা বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে গড়ে মাত্র ৫৫ দিন অধিবেশন মিলিত হয়। ২০১৯—এ গঠিত ১৭তম লোকসভার এ সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ভারতকে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলা হলেও বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রচর্চার একটি অবক্ষয়ের ইঙ্গিত বহন করে বলে ধারণা করা হয়।

নির্বাচনপূর্ব ফলাফল জরিপ

ভারতে নির্বাচনী ফলাফলের ওপর বহু জরিপ নানা সংস্থা ও সংবাদমাধ্যম করে থাকে। ২০২৪ সালের মার্চ ও এপ্রিল এ দুই মাসের মধ্যে সম্পাদিত ৫টি সংস্থার ৮টি জরিপ পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে সব জরিপেই মোদির নেতৃত্বের এনডিএ জোট বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে আছে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মোট প্রাপ্ত ভোট ও আসন দুই দিক দিয়েই পেছনে রয়েছে। এনডিএ জোটের ভোট প্রাপ্তির ইঙ্গিত সর্বোচ্চ ৫২% এবং সর্বনিম্ন ৪২.৬%।

সেখানে কংগ্রেস নেতৃত্বের 'ইন্ডিয়া' জোটের ভোটপ্রাপ্তির হার সর্বাধিক ৪২ ও সর্বনিম্ন ৩৯ দশমিক ৮%। আসনের হিসাবে এনডিএ জোটের অবস্থান ৪১১ থেকে ৩৭৩—এর মধ্যে এবং ইন্ডিয়া জোট ১৫৫ থেকে ১০৫ মধ্যে ওঠানামা করেছে। এই দুই জোটের বাইরের দলগুলোর ভোট ২০-৬% এবং আসনসংখ্যা ৪১ থেকে ২১—এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভোট জরিপ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলশাসিত পশ্চিমবঙ্গের ওপর পৃথক চারটি জরিপের তিনটিতে এনডিএ বা বিজেপি এগিয়ে আছে, শুধু 'ইন্ডিয়া টুডে'র একটি জরিপে তৃণমূলকে আগানো দেখা হয়েছে। নিউজ নাইন ও নিউজ১৮—এর জরিপে পশ্চিম বাংলার ৪২টি আসনে বিজেপি যথাক্রমে ২৬ ও ২৫ এবং তৃণমূল ১৬ এবং ১৭—তে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এসব জরিপে কংগ্রেসকে কোনো আসনে দেখা যায়নি।

ইন্ডিয়া টুডের জরিপটিতে পশ্চিমবঙ্গের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া অন্যান্য দল যথা সিপিএম ও কংগ্রেস নিয়েও বিশ্লেষণ রয়েছে। ইন্ডিয়া টুডে আসনের দিক থেকে তৃণমূল ২২ ও বিজেপি ১৭ এবং কংগ্রেসকে একটি আসনে বিজয়ী দেখিয়েছে। সিপিআই(এম)—কে কোনো আসনে বিজয়ী পাওয়া যায়নি। তবে ভোটপ্রাপ্তির হারে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে।

তৃণমূল ও বিজেপি উভয়ের ভোট যথাক্রমে ০.২ ও ০.৬ কমেছে। কংগ্রেস ও সিপিআই (এম) উভয়ের ভোটের হার বেড়েছে। ২০১৯—এর তুলনায় ভোটের হার কংগ্রেস ৬% থেকে ৯% এবং সিপিআই ৪/৫ থেকে ৭% উন্নীত করতে পেরেছে বলে জরিপে দেখা যাচ্ছে। তবে এ জরিপ পর্যালোচনায় বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এ সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হবে। তৃণমূলের আসন ৩৫ পর্যন্ত উঠে যেতে পারে এবং বিজেপি ৯ আসনে নেমে আসতে পারে বলেও বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় ১০ বছর আগের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সংগঠন ও শক্তি অনেক সংহত।

পক্ষান্তরে সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস এ দুটি ইস্যুতে সাধারণ মানুষ তৃণমূলের ওপর বিরক্ত। তবে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মোদি যেমন একটি ব্র্যান্ড, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে এখনো মমতামোহ বিশেষভাবে মোহনীয়। এখানে ৩৩% মুসলিম ভোটার এবং 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'—এর উপকারভোগী প্রান্তিক নারী সমাজের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকার কথা। সে দুর্গ অক্ষত থাকলে তৃণমূলের মূল উৎপাটন কঠিন।

সর্বভারতীয় নির্বাচনের একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

ভারতের নির্বাচনী রাজনীতির একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয় ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এবং ২০১৯ পর্যন্ত ১৭টি জাতীয় এবং ৩৭৬টি রাজ্যসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়া প্রতি পাঁচ বছর পরপর ২ লাখ ৮০ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত, ৬ হাজার ৬৭২টি মধ্যবর্তী স্তরের ব্লক বা মণ্ডল পঞ্চায়েত, ৫০০ জেলা পরিষদ ও হাজার হাজার পৌরসভা/ সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিন স্তরের গ্রামীণ ও এক স্তরের নগরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ, যার মধ্যে ১ লাখ ৩০ হাজার নারী।

২০১৯ সালে সাংবাদিক ড. প্রণয় রায় এবং ড. দোরাব সুপারিওয়ালা "দা ভারডিক্ট: ডিকোডিং ইন্ডিয়া'স ইলেকশনস" শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেন। এ বইয়ে ভারতের ১৭টি জাতীয় ও ৩৭৬টি রাজ্য স্তরের নির্বাচনী ইতিহাসের একটি বিশ্লেষণ করা হয়। ১৯৫২ থেকে ২০১৯ এই ৬৭ বছরের নির্বাচনী ইতিহাসকে তিনটি নির্বাচনী সময়কালে বিভক্ত করা হয়। তিনটি সময়কাল পৃথকভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

প্রথম সময়কাল ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭—এর ২৫ বছর- 'ক্ষমতাসীনদের কাল' (প্রো-ইনকামবেন্সি কালপর্ব), দ্বিতীয় 'বিরোধী'দের সময়কাল ১৯৭৭-২০০২ (ইন্টি-ইনকামবেন্সি কালপর্ব) এবং শেষ সময়কাল ধরা হয়েছে ২০০২-২০১৯ , তা হয়তো বর্তমানে ২০২৪ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এ তৃতীয় কালপর্বকে বলা হয়েছে 'সমভাগী'কাল (দ্য ফিফটি-ফিফটি কালপর্ব) ।

প্রথম কালপর্ব ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী দল (কংগ্রেস) ও স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাদের শাসনকাল। এ সময়কাল নেহরু ও শাস্ত্রী হয়ে ইন্দিরাতে সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় কালপর্ব একধরনের 'রাগান্বিত' ভোটারের উত্থানকাল। ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ-বিক্ষোভ ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলে। তৃতীয় কালপর্ব হয় 'স্থিতিশীলতা'র এবং বিশেষত রেকর্ডভিত্তিক ভোটাচরণের কাল। এ কালপর্বে কাজের রেকর্ড দেখে মানুষ ভোট দিয়েছেন। এ সময়ে ক্ষমতাসীন থেকে নির্বাচন করে জয়-পরাজয় দুটিই হয়েছে। তা ছাড়া ভোট ব্যবস্থাপনা ও ভোটাচরণে লক্ষযোগ্য গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বেড়েছে। ভোটে উত্তরাধিকার ও পরিবারের প্রভাব ইত্যাদির চেয়ে জীবন-জীবিকাভিত্তিক ইস্যু প্রাধান্য পাচ্ছে। সন্ত্রাস ও বুথ দখল হ্রাস পেয়েছে।

১৯৮২-১৯৮৩ সালের পর থেকে ইভিএমের ব্যবহার নির্বাচনী ব্যয়, ব্যবস্থাপনা ও আস্থা-বিশ্বাসে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ভোটারদের আচরণ ও নেতৃত্বকেও তুলনামূলকভাবে অনেক পরিপক্ব করেছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিকে একটি মর্যাদাশীল অবস্থানে উন্নীত করেছে।

ভারতের ১৮তম এ জাতীয় নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলগুলো, সরকারি কর্মকর্তা, গণমাধ্যম এবং সচেতন নাগরিক সমাজের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরতে পারে। যেমন ভোটের পর এক মাসের অধিক সময় ফলাফল সংরক্ষণ করা এবং এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন না ওঠা, সক্রিয় নারী প্রার্থীদের সরব প্রচারণা ও নিরন্তর লড়ে যাওয়া।

ভারতের নারী নেতৃত্ব জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ের নির্বাচনে আমাদের মতো কোনো কোটা দাবি করে না। ইভিএমের সুফল দল-মত সবার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ ইত্যাদি লক্ষণীয়।

সোমবার, ২০ মে ২০২৪
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

বিশ্বকাপ জার্সি নিয়ে এত লুকোচুরি কেন!

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ক'দিনের বৃষ্টির ঝাপটা শেষে, আবারও শুরু হয়েছে তাপপ্রবাহ। বেলা তখন তিনটে, পশ্চিম দিকে সূর্য খানিকটা হেলতে শুরু করলেও তেজ কমেনি। ৩৮ ডিগ্রি তাপমাত্রার তপ্ত রোদের মধ্যে বেড়িয়ে এলেন নাজমুল হোসেন শান্তরা। একেবারে সুটেড-বুটেড হয়ে। অসহ্য গরমেও এক ফালি হাসি ধরে রাখার চেষ্টা। বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে বলেই। আরও একটি বিশ্বকাপের পর্দা এই উঠল বলে। বাংলাদেশ জাতীয় দল প্রস্তুত বটে। এদফা অবশ্য সোজাসাপ্টা বলে দেওয়া হয়েছে বড় কিছু প্রত্যাশা না করতে। বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু তো বলেই বসেছেন, 'দল সেমি ফাইনালে খেলবে- টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আমরা এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারিনি।' খানিকটা তেঁতো হলেও, এটাই যে সত্য। কিন্তু তবুও যে এই বঙ্গদেশের পাগলাটে ক্রিকেট ভক্তরা টিভি সেটের পর্দার সামনে বসে যাবে প্রতিটি ম্যাচ দেখতে। সুদূর আমেরিকার গ্যালারিতেও যে লাল-সবুজের পতাকা উড়বে না, সে নিশ্চয়তা দেওয়ার উপায় নেই এক ছটাক। তাছাড়া সমর্থকরা যে বাংলাদেশের জার্সির জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান, সে কথা না বলে দিলেও চলে। কিন্তু এখন অবধি বাংলাদেশের জার্সি হয়নি উন্মোচিত। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া অধিকাংশ দেশই নিজেদের জার্সি এনেছে জনসম্মুখে। বরাবরের মতই লুকোচুরি খেলছে বাংলাদেশ।

কি আছে সেই জার্সিতে? বাংলাদেশের ক্রিকেটকে ঘিরে ভক্তদের আবেগ প্রায় আকাশ ছোঁয়া। ভীষণ দুর্দিনেও গ্যালারীতে জয়োধ্বনি হয়। ক্ষোভ থেকে তা অবশ্য মাঝে মধ্যে পরিণত হয় দুয়োধ্বনিতে। তবে গ্যালারি একেবারে ফাঁকা থাকে না। তাইতো বাংলাদেশ ক্রিকেট দল থেকে শুরু করে জার্সি, সবকিছুই নিয়েই বেশ খুঁতখুঁতে সকলে। জার্সি প্রকাশ হওয়া মাত্রই সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। প্রশংসাতেও যে ভাসে না জার্সি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, তাও কিন্তু নয়। তবে চাইলে কি অফিসিয়াল ফটোশ্যুট হতে পারত না বিশ্বকাপের জার্সিতে? হয়ত চাইলে সম্ভব হতো। কেননা বিশ্বকাপের আর প্রায় ১৫ দিন মত বাকি। জার্সি তো তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা ইতোমধ্যেই। অন্তত ডিজাইন তো প্রস্তুত। চাইলে একসেট জার্সি পরে ছবি তোলার কাজটা সেরে নিতে পারত বাংলাদেশ দল। কিন্তু না, তেমনটি হয়নি। ভীষণ গরমেও ফরমাল প্রক্রিয়াতে ছবি তুলেছে দল। তাতে অবশ্য খারাপের কিছু নেই। বিস্তর সমালোচনা করবার মত বিষয়ও নয় এটি।

তবে একটা বিশ্বকাপ জার্সি যে দমে যাওয়া উন্মাদনার আগুনে জ্বালানি হয়ে কাজ করত সেটা তো নিশ্চয়ই বলে দেওয়ার নয়। জার্সি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা এক হিড়িক হয়ত ঢিলেঢালা মনোভাবকে বদলে দিতে পারত। ঝিমিয়ে পড়া দর্শকদের একটু হলেও চাঙ্গা করে তোলা যেতে পারত। সেই কাজটিও সম্পাদনা করা গেল না এদফা। দায়ভার কারও কাঁধে তো প্রতিনিয়তই তুলে দেওয়া যায়। এবার না হয় সে কাজও তোলা থাক।

মিরপুরে হোম অব ক্রিকেটে টাইগাররা।

করোনার টিকাকে দায়ী করে অবসরে ফরাসি ফুটবলার

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

ফ্রাঁসোয়া জাভিয়ের ফুমু তামুজো নামটা বিশ্ব ফুটবলে একেবারেই অপরিচিত। কখনো নামীদামি ক্লাবে খেলার সুযোগও হয়নি। তবু তাঁকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে নতুন এক কারণে। চোটের কারণে ২০২২ সাল থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন তামুজো। সেরে ওঠার লড়াইয়ে পেরে না ওঠায় কদিন আগে তিনি অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন।

সর্বশেষ ফ্রান্সের দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব লাভালেতে খেলা ২৯ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকারের দাবি, তিনি অবসর নিতে বাধ্য হয়েছেন। এ জন্য দায়ী করেছেন করোনার টিকা উৎপাদনকারী দুটি প্রতিষ্ঠান ফাইজার ও বায়োএনটেককে। প্রতিষ্ঠান দুটির বিরুদ্ধে তিনি মামলা করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ) ফুটবলারদের জন্য এই টিকা সরবরাহ করায় তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ফ্রান্সের দৈনিক লে'কিপ গতকাল এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

তামুজো মনে করেন, করোনার টিকা নেওয়ার সঙ্গে তাঁর চোটে পড়ার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির ওষুধ প্রস্তুত শিল্প ও জৈবপ্রযুক্তিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ফাইজার ও বায়োএনটেকের ৩ ডোজ টিকা নিয়েছিলেন তামুজো। প্রথম ডোজ ২০২১ সালের জুলাইয়ে, দ্বিতীয়টি একই বছরের আগস্টে এবং শেষটি ২০২২ সালের মার্চে। টিকা নেওয়ার পর থেকেই নানা ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যা তাঁর শরীরে বিরূপ প্রভাব ফেলে। তখন থেকে তাঁর বিভিন্ন মাংসপেশিতে তীব্র ব্যথার উদ্রেক হয় এবং ঘন ঘন চোটে পড়তে থাকেন।

তামুজোর অভিযোগ, করোনার টিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডোজ নেওয়ার পর তাঁর মাংসপেশিতে সমস্যা দেখা দেয় এবং তিনি নিয়মিত চোটে পড়তে থাকেন, যা তাঁর পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলে এবং একসময় মাঠের বাইরে ছিটকে দেয়।

সমস্যা আরও বাড়ে যখন তিনি একিলিস টেন্ডনের চোটে পড়েন। এরপর তাঁকে অস্ত্রোপচার করাতে হয়। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় ৮ মাস। ২০২২ সালের জুলাইয়ে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষ হলেও খেলার মতো ফিট হয়ে উঠতে পারেননি।

এ জন্য তামুজো ও তাঁর আইনজীবী এরিক লাঁজারোন ফাইজার ও বায়োএনটেকের পাশাপাশি ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনকেও দায়ী করেছেন। মার্শেই আইনজীবী সমিতির সদস্য লাঁজারোন লে'কিপকে বলেছেন, 'ফুমু তামুজোকে যখন টিকা দেওয়া হয় (জুলাই ২০২১), তখন এটা বাধ্যতামূলক ছিল না। পরে এটা পেশাদার ফুটবলারদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। আমি মনে করি, তিনি (তামুজো) এ ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন। আইন প্রবর্তনের (টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করার) আগেই তিনি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেছেন।'

লে'কিপ জানিয়েছে, অকালে অবসর নিতে বাধ্য হওয়ায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন তামুজো। আগামী ২ জুলাই ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বিচারিক আদালতে শুনানি হবে। এর আগে আদালত একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল নিয়োগ দেবেন। এই প্যানেলই আদালতকে জানাবে করোনার টিকা তামুজোর শরীরে অস্বস্তি সৃষ্টি এবং তাঁর পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলেছিল কি না। তামুজোর আশা, আদালতের রায় তাঁর পক্ষে আসবে।

লক্ষ্য গ্রুপ পর্ব পার হওয়া

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

আইসিসির যে কোনো আসর মানেই বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের আকাশচুম্বী প্রত্যাশা। কিন্তু ২২ গজের সেনানিরা খুব কম সময়ই জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছেন। দুই/একবার বাদ দিলে প্রত্যাশার ধারের কাছেও যেতে পারেননি। যে কারণে দেশ ছাড়ার আগে সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত দেশবাসীকে কোনো রকম প্রত্যাশা না করার আহ্বান জানালেও পরোক্ষণেই তিনি জানান তারা প্রত্যাশা রাখবেন। তাদের সেই প্রত্যাশা ভালো খেললে পূরণ করা সম্ভব বলেও জানান তিনি। সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়কের বলা কথার উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হলো খবরের কাগজের পাঠকদের জন্য।

দল নির্বাচনে কী ইনপুট ছিল?

দল নির্বাচনের বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেক আগে থেকেই আলোচনা করছিলাম। তিন নির্বাচক এবং কোচ। শুধু জিম্বাবুয়ে সিরিজ থেকে যে শুরু হয়েছে তা না। এর আগে থেকেই আমাদের মধ্যে কথাবার্তা চলত। আমরা কোন কম্বিনেশনে যাব। ইনপুট যদি বলেন আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং প্রত্যেকটা মিটিংয়ে আমি ছিলাম, কোচ ছিলেন পাশাপাশি তিন নির্বাচক তো ছিলেন। আমাদের সবার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এটা।

প্রত্যাশা না রাখার আহ্বান জানানোর পর এখনকার প্রত্যাশা কী?

আমি যে কথাটা বলেছিলাম তারপরেও বাংলাদেশের সবাই প্রত্যাশা করবেই। আমি নিজেও প্রত্যাশা করি এবং প্রত্যেকটা প্লেয়ার প্রত্যাশা করবে আমরা অনেক ভালো ক্রিকেট খেলব। যদি ছোট ছোট পরিকল্পনা নিয়ে আগাই, কীভাবে গ্রুপ পর্বটা পার করব তাহলে পরিকল্পনা করা সহজ হয়। আমাদের গ্রুপ খুব একটা দুর্বল তা বলব না। যদি এটা পার করতে পারি তখন আবার আলাদাভাবে পরিকল্পনা করতে পারব। টি-টোয়েন্টিতে আমি বিশ্বাস করি ছোট দল বড় দল বলে কিছু নেই। নির্দিষ্ট দিনে যদি আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি তাহলে যেকোনো দলকে হারানো সম্ভব।

তাসকিন নিয়ে কী আশা?

এমন আশা করছি না তাসকিন থাকবে না। আশা করছি তাসকিন সুস্থ হয়ে যাবে। প্রথম ম্যাচ থেকেই পাওয়া যাবে। দলের অন্যতম সেরা বোলার এবং মূল বোলার বলব। না থাকতে পারলে যে ব্যাকআপ অপশন আছে তা নিয়ে এগুতে হবে। আমার মনে হয় সে প্রথম ম্যাচ থেকেই খেলতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

অনেক দিন পর দলে লেগ স্পিনার...

আলহামদুলিল্লাহ্ আমাদের খুব ভালো একজন লেগ স্পিনার আছে। সে প্রায় সব ম্যাচেই পারফর্ম করছে বোলিং এবং ব্যাটিংয়ে। সে অন্যতম সেরা ফিল্ডার আমার মনে হয়। সেরাটা দিতে পারলে দল অনেক এগুবে। বাড়তি কোনো চাপ দিতে চাচ্ছি না। সে যা করতে পারে, তা করতে পারলে দলের জন্য ভালো কিছু হবে।

'উধাও' আম্পায়ারই বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সিরিজের দায়িত্বে

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে একটু আগেভাগেই যুক্তরাষ্ট্রে গেছে বাংলাদেশ দল। গত শুক্রবার শক্তিশালী হারিকেনের প্রভাবে হওয়া ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই টেক্সাসের হিউস্টনে পৌঁছেছেন নাজমুল-সাকিব-মাহমুদউল্লাহরা। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে সেখানে সহ-আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবেন তাঁরা। আইসিসির সহযোগী সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে এটিই হতে চলেছে বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ। হিউস্টনের প্রেইরি ভিউ ক্রিকেট কমপ্লেক্সে আগামী মঙ্গলবার হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। একই ভেন্যুতে শেষ দুটি ম্যাচ বৃহস্পতি ও শনিবার।

'ঐতিহাসিক' এই সিরিজে আম্পায়ারিংয়ের দায়িত্বে থাকবেন ৪ জন-সামির বান্দেকার, জারমেইন লিন্ডো, আদিত্য গাজ্জার, বিজয়া মাল্লেলা। এই ৪ আম্পায়ার বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হলেও তাঁদের কারও জন্ম সেখানে নয়। বান্দেকার, গাজ্জার ও মাল্লেলা ভারতীয় বংশোদ্ভূত আর লিন্ডো জ্যামাইকান। সবচেয়ে অভিজ্ঞ বান্দেকার তো বিশেষ এক কারণে আলোচিত নাম। একবার মাঠ থেকে 'উধাও' হয়েছিলেন তিনি!

ঘটনাটা প্রায় দেড় যুগ আগের। ২০০৬ সালের ৪ ডিসেম্বর ফিরোজ শাহ কোটলায় (বর্তমান নাম অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম) দিল্লি-উত্তর প্রদেশের মধ্যকার রঞ্জি ট্রফি ম্যাচের শেষ দিন ছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন মিলিয়ে প্রায় ৬৮ ওভারের মতো নষ্ট হওয়ায় ম্যাচটি নিশ্চিত ড্রয়ের দিকে এগোচ্ছিল।

তবে শেষ দিনে দিল্লি চেয়েছিল যতক্ষণ সম্ভব ব্যাটিং করতে, যেন পরের ম্যাচের জন্য তারা অনুশীলন সেরে নিতে পারে। তা ছাড়া দিল্লির সেই সময়ের ওপেনার ও বর্তমান ধারাভাষ্যকার আকাশ চোপড়া ৬৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। প্রথম ইনিংসে ১৫০ রান করা আকাশ দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরি করতে চেয়েছিলেন। দিল্লির হয়ে ওই ম্যাচে বিরাট কোহলিও খেলেছেন। ১৩ রানে অপরাজিত থাকা কোহলিরই শেষ দিনে আকাশের সঙ্গে ব্যাটিং শুরুর করার কথা ছিল।

কিন্তু ওই দিন সকাল সোয়া ৯টায় মাঠের দুই আম্পায়ার ইভাতুরি শিবরাম ও সামির বান্দেকার ঘন কুয়াশার জন্য সৃষ্ট আলোকস্বল্পতাকে কারণ দেখিয়ে দিনের খেলা শুরুর সময় পিছিয়ে দেন।

ঘটনার শুরু এর পরেই। বেলা যখন পৌনে ১১টা বাজে, তখন কুয়াশা কেটে গিয়ে দিল্লির আকাশে ঝলমলে রোদ। কিছুক্ষণের মধ্যে খেলা শুরু হবে ভেবে দুই দল গা গরম করতে মাঠে নেমে পড়ে। ঠিক তখনই সবাই লক্ষ করেন, আম্পায়ার সামির বান্দেকার ও ম্যাচ রেফারি সম্বরন ব্যানার্জি মাঠ থেকে 'উধাও'। স্টেডিয়ামের সব জায়গায় খুঁজেও বান্দেকার ও ব্যানার্জিকে পাওয়া যায়নি। এদিকে দুই দল খেলতে নামার অপেক্ষায়।

দুপুর ১২টার দিকে বান্দেকার ও ব্যানার্জি কোথা থেকে যেন হাজির! দুজন এতক্ষণ কোথায় ছিলেন, সেসবের উত্তর না দিয়েই মধ্যাহ্নভোজ বিরতির ঘোষণা দেন।

মধ্যাহ্নভোজ চলাকালে আবার আলোকস্বল্পতা দেখা দেয়। দিনের তখনো দুই সেশন বাকি। এরপর দুই আম্পায়ার শিবরাম ও বান্দেকার এবং ম্যাচ রেফারি ব্যানার্জি মিলে শেষ দিনের খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। ফলে ম্যাচটি ড্র হয়।

ম্যাচ শেষে অফিশিয়ালদের বিরুদ্ধে দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ দেয় দুই দল। ম্যাচ রেফারি ব্যানার্জি অবশ্য দাবি করেন, তিনি টয়লেটে ছিলেন। মানে, প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে টয়লেটে!

সেই বান্দেকারকেই বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র টি-টোয়েন্টি সিরিজের দুটি ম্যাচে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে দেখা যাবে। আগামী মঙ্গলবার প্রথম ও শনিবার শেষ ম্যাচে আম্পায়ারিং করবেন তিনি।

ইউরোর দল দিয়ে ফ্রান্সে ফিরলেন কান্তে

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

প্রায় দুই বছর পর ফ্রান্স জাতীয় দলে ফিরলেন এনগোলো কান্তে। ২০১৮ বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সেরা এই মিডফিল্ডার ২০২২ সালের জুনের পর থেকে আন্তর্জাতিক ফুটবলের বাইরে ছিলেন। চোটের কারণে খেলতে পারেননি ২০২২ বিশ্বকাপ। বর্তমানে সৌদি আরবের ক্লাব আল ইত্তিহাদে খেলা কান্তেকে নিয়েই ইউরো ২০২৪—এর ফ্রান্স দল ঘোষণা করেছেন কোচ দিদিয়ের দেশম।

ইউরোপের শীর্ষ প্রতিযোগিতার জন্য দল ঘোষণা করেছে নেদারল্যান্ডসও। ডাচদের প্রাথমিক দলে রাখা হয়েছে চোটের কারণে এক মাস ধরে মাঠের বাইরে থাকা ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ংকে। নেদারল্যান্ডসের দলটি ৩০ সদস্যের, ফ্রান্সেরটি ২৫। এবারের ইউরোয় প্রতিটি দলের ২৬ জনের স্কোয়াড দেওয়ার সুযোগ থাকায় ফ্রান্স ৭ জুনের মধ্যে একজন সদস্য বাড়াতে পারবে, একই সময়ের মধ্যে খেলোয়াড় কমিয়ে চূড়ান্ত দল দিতে হবে ডাচদের।

সময়ের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার হিসেবে বিবেচিত কান্তে গত বিশ্বকাপের আগে চোটে ভুগছিলেন। খেলায় অনিয়মিত হয়ে ওঠায় একপর্যায়ে চেলসি ছেড়ে সৌদি প্রো লিগে নাম লেখান তিনি। ফ্রান্স কোচ বলেছেন, ৩৩ বছর বয়সী কান্তেকে জাতীয় দলে ফেরানোর অন্যতম কারণ চোটপ্রবণতা এখন নেই, 'ইউরোপে না থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, সে পুরো মৌসুম খেলেছে। সে তার আগের ফিটনেসে ফিরেছে। ওর যে অভিজ্ঞতা, আমি মনে করি ফ্রান্স দল আরও শক্তিশালী হয়েছে।'

ফ্রান্সের ইউরো দলে ডাক পেয়েছেন ১৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড জেইর—এমিরি। পিএসজিতে খেলা এই তরুণ এখনো স্কুল পর্যায় পার হননি। সামনে তাঁর পরীক্ষা থাকলেও ইউরোর জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে টিএফওয়ানকে বলেছেন এমিরি, 'আমি সেপ্টেম্বরে পরীক্ষায় বসার আবেদন করেছি, এখন যাতে ফুটবলে মনোযোগ দিতে পারি।'

১৯৮৪ ও ২০০০ সালে ইউরো জেতা ফ্রান্স এবারের আসরে নিজেদের অভিযান শুরু করবে ১৭ জুন অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। 'ডি' গ্রুপে দলটির অপর দুই প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস (২১ জুন) ও পোল্যান্ড (২৫ জুন)।

ফ্রান্সের গ্রুপ প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস দল দিয়েছে ৩০ জনের। এই দলে পায়ের চোটে মাঠের বাইরে থাকা ডি ইয়ংকে রাখা হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে। ফিটনেস প্রমাণ করতে পারলে চূড়ান্ত দলে রাখা হতে পারে তাঁকে। সৌদি আরবের আল ইত্তিফাকে খেলা জর্জিনিও ভাইনালদামও আছেন ইউরোর দলে। সাবেক এই অধিনায়ক ৯ মাস বিরতির পর মার্চে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরেছিলেন।

ইংলিশ ক্লাব লিভারপুলে খেলা তিন ডাচ ফুটবলার ডিফেন্ডার ফন ডাইক, মিডফিল্ডার রায়ান গ্রাভেনবার্খ এবং স্ট্রাইকার কোডি গাকপোও আছেন দলে। নেদারল্যান্ডস কোচ রোনাল্ড কোমান বলেছেন, প্রাথমিক দল থেকে ২৬ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করা হবে ২৯ মে।

নেদারল্যান্ডসের ইউরো শুরু হবে ১৬ জুন পোল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।

২০২৭ নারী বিশ্বকাপ ব্রাজিলে

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম দেশ হিসেবে ফিফা নারী বিশ্বকাপ আয়োজন করবে ব্রাজিল। আজ মেয়েদের ২০২৭ ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে ব্রাজিলের নাম ঘোষণা করেছে ফিফা। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে চলমান ৭৪তম ফিফা কংগ্রেসে ভোটাভুটিতে ব্রাজিলের পক্ষে রায় দিয়েছে বেশির ভাগ দেশ।

২০২৭ বিশ্বকাপ আয়োজনের লড়াইয়ে ব্রাজিলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানির সমন্বয়ে গঠিত জোট বিএনজি। ভোটাভুটিতে ব্রাজিল পেয়েছে ১১৯ ভোট, বিএনজি ৭৮। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সব কটি দেশ ব্রাজিলের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

১৯৯১ সালে নারী বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার পর থেকে ২০২৩ পর্যন্ত হয়েছে ৯টি আসর। এর মধ্যে তিনটি করে হয়েছে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায়, এশিয়ায় দুটি, ওশেনিয়ায় ১টি। ব্রাজিল ২০১৪ সালে ছেলেদের ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল। দুই বছর পর রিওতে আয়োজন করে অলিম্পিকও। অবকাঠামোগত দিক দিয়ে বিশ্বকাপের জন্য বিএনজির তুলনায় ব্রাজিল এগিয়ে বলে ফিফার মূল্যায়ন প্রতিবেদনেও উঠে এসেছিল।

গত বছর অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে হওয়া নবম ফিফা বিশ্বকাপ মাঠ ও মাঠের বাইরে ব্যাপকভাবে আলোচিত ছিল। গ্যালারি ও টিভি দর্শকে হয়েছিল নতুন রেকর্ড। আর সাতটি দলের প্রথম জয়, তিনটি আফ্রিকান দলের শেষ ষোলোয় ওঠা আর প্রথমবারের মতো ছয় মহাদেশের দলের ন্যূনতম একটি জয়ের রেকর্ডে মাঠের ফুটবলও ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ২০২৩-এর মতো ২০২৭ সালেও বিশ্বকাপে খেলবে ৩২ দল। এই প্রতিযোগিতার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন স্পেন।

মাহমুদউল্লাহ মানেই যোদ্ধা আর ফিরে আসার গল্প

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

অষ্টম টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া মাহমুদউল্লাহ যখন টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়েন, তখন তাঁর বয়স ৩৭ ছুঁই ছুঁই। এই বয়সে অনেকে এমনিতেই ক্রিকেট ছেড়ে বিশ্রামের জীবন বেছে নেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই মাহমুদউল্লাহর ক্যারিয়ারের এপিটাফ অনেকেই লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীরা অমন ভাবলে কী হবে, মাহমুদউল্লাহ যে বিশুদ্ধ এক ক্রিকেট ম্যাটাডোর! একজন যোদ্ধা কি কখনো নিজের শেষ কখনো দেখেন! তাই তো মুশফিকুর রহিম আর তামিম ইকবাল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিলেও মাহমুদউল্লাহ ছিলেন 'সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে' আবার লড়াই করার অপেক্ষায়।

টি—টোয়েন্টি ক্রিকেটে মাহমুদউল্লাহ বাংলাদেশ দলে যত দিন 'ব্রাত্য' ছিলেন, সেই সময়ে বাংলাদেশ দল খেলেছে ২৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। এতটা সময় পর যে তিনি আবার টি—টোয়েন্টি ফিরলেন, তার ভিত মাহমুদউল্লাহ গড়ে রেখেছিলেন নিজের কাছে থাকা 'অস্ত্র' দিয়ে। সেই অস্ত্র আর কিছু নয়, ওয়ানডে ক্রিকেট। ২০২৩ বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেয়েছিলেন, বাংলাদেশ ব্যর্থ হলেও মাহমুদউল্লাহ ছিলেন দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। ৭ ইনিংসে ৫৪.৬৬ গড়ে করেছেন ৩২৮ রান। মানে, সুযোগ পেয়েই স্বরূটা ফিরে পান বাংলাদেশের ক্রিকেটের 'যোদ্ধা'।

এরপরও একটি প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল অনেকের কাছে-ওয়ানডেতে পেরেছেন, টি-টোয়েন্টিতে পারবেন তো? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মঞ্চ হিসেবে মাহমুদউল্লাহ বেছে নেন বিপিএলকে। ফরচুন বরিশালের হয়ে ১৩ ইনিংসে প্রায় ৩০ গড়ে করেছেন ২৩৭ রান, স্ট্রাইক রেট ১৩৪.৬৫। রান, গড় বা স্ট্রাইক রেট-তিনটির কোনোটিই হয়তো মুগ্ধ করবে না অনেককে। কিন্তু এর মধ্যে অনেকগুলো ইনিংস যে ছিল দলের জন্য খুব কার্যকর। বিপিএলের পারফরম্যান্সর পরই তাঁর টি-টোয়েন্টি দলে ফেরা অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। বিসিবির কর্তাদের মুখে মাহমুদউল্লাহ 'অটো চয়েজ' শব্দটি আবার উঠে আসে।

এরপর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে মাহমুদউল্লাহ ফেরেন গত মার্চে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে। অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারের ফেরাটাও হয় নায়কোচিত-প্রথম বলে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে ছক্কা মেরে। সেদিন বাংলাদেশকে জেতাতে না পারলেও তিনি ফিফটি করেন ২৭ বলে।

৪ ছক্কার সেই ইনিংসে একটি বল তো স্কয়ার লেগের ওপর দিয়ে গ্যালারির ছাদে পাঠিয়েছিলেন। যে বল আর মাঠে ফেরেনি। টি-টোয়েন্টিতে এর পর থেকেই একটা বিষয় নিয়মিত মাহমুদউল্লাহর ব্যাটিংয়ে দেখা যাচ্ছে-ইন্টেন্ট। এই যেমন জিম্বাবুয়ে সিরিজে পঞ্চম ম্যাচ। পাওয়ারপ্লেতে ১৫ রানে ৩ উইকেট নেই-এমন অবস্থায় উইকেটে এসেও রানের জন্য খেলেছেন, করেছিলেন ৩৬ বলে ফিফটি।

একটা সময়ে অটো চয়েজ থাকা, এর পর দল থেকে বাদ পড়া, ফিরে আবার অটো চয়েজ হওয়া-সন্দেহ নেই মাহমুদউল্লাহ এর জন্য পরিশ্রম করেছেন। তবে এখানে তাঁর বিশেষত্ব আছে। নিজের বাদ পড়া বা ফেরা নিয়ে অভাব—অভিযোগ করেননি কিংবা জবাব পাল্টা জবাবের খই ফোটাননি। নীরবে শুধু নিজের কাজটা করে গেছেন। যখন দল থেকে বাদ পড়েছিলেন, তাঁর ফিটনেস নিয়ে নানা কথা হয়েছে।

অথচ ৩৮ বছর ১০০ দিন বয়সেও দুর্দান্ত ফিটনেসই তাঁর বড় পুঁজি। মাহমুদউল্লাহকে তাহলে নীরবে লড়ে যাওয়া হার না মানা এক ক্রিকেট—যোদ্ধা তো বলাই যায়! এ কারণেই তো তাঁর ক্রিকেট জীবন নিয়ে লিখতে গেল সবার আগে যে বাক্য মনে পড়বে, সেটা হতে পারে এ রকম-মাহমুদউল্লাহ মানেই যোদ্ধা, মাহমুদউল্লাহ মানেই ফিরে আসার গল্প।

‘রোমানিয়ায় পরিবার আনা খুবই সহজ’

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
বুখারেস্টে বাংলাদেশি দূতাবাসের সহযোগিতা নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশি অভিবাসীরা।

রোমানিয়ায় আসার কারণ সম্পর্কে তোফায়েল বলেন, “পড়ালেখা করেও দেশে কাজ পাচ্ছিলাম না। ২০১৯ সালে দেখলাম এই দেশে জনশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আসা যাচ্ছে। অ্যাপ্লাই করে খুব ইজিতে ভিসা পাওয়া গেছে। সেজন্য আসছি। আসার পর দেখলাম পরিবেশ খুব ভালো। এখানে কোনো রকম কোনো সমস্যা ফিল করিনি, টিল নাউ। সেজন্য থেকে গেছি।”

গত ৩১ মার্চ থেকে ভিসামুক্ত অবাধ যাতায়াতের শেঙেন জোনে অন্তর্ভুক্তি পেয়েছে রোমানিয়া। প্রাথমিকভাবে আকাশপথে ও জলপথে এই সুবিধা পাচ্ছে দেশটি। স্থলপথে অনুমতির জন্য আরো অপেক্ষায় থাকতে হবে রোমানিয়াকে।

শেঙেন অন্তর্ভুক্তি রোমানিয়ার অবস্থানরত বাংলাদেশিদের জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক-দু ধরনের প্রভাবই ফেলতে পারেন বলে মনে করেন তোফায়েল।

তিনি বলেন, এর আগে ইউরোপের অন্য দেশে ঘুরতে যেতে চাইলে ভিসার আবেদন করতে হতো। দূতাবাসগুলো আবেদন প্রত্যাখ্যান করতো। এখন সুবিধা হলো, ছুটি পেলে ঘুরতে যাওয়া যাবে।

তিনি আরো বলেন, “এখানে বাংলাদেশি যারা আসেন, রোমানিয়া এসেই তাদের উদ্দেশ্য থাকে ইউরোপের অন্যদেশগুলোতে মুভ করব। তাদের ভিসাতেও এখন শেঙেন ভিসা দেয়া হচ্ছে। সো তারা চাইলে ইজিতে মুভ করতে পারতেছে। কিন্তু এর সমস্যা হলো, যখনই একটি দেশে কর্মী দরকার তখনই ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করে। কর্মী যদি এসে চলে যায় অন্য দেশে, সেটার কিন্তু ব্যাড ইমপেক্ট পড়ে। সে কারণে আমাদের (বাংলাদেশিদের) সংখ্যা অনেক কমে গেছে, ভিসা পাওয়ার হারটা।”

কর্মীদের ধরে রাখতে বেশকিছু রোমানীয় প্রতিষ্ঠান বেতন-ভাতা বাড়িয়েছে বলে জানালেন এই বাংলাদেশি। তিনি বলেন, তারাও বুঝতে পারছে যে বেতন-ভাতা বাড়ানো না হলে কর্মীরা চলে যেতে পারে।

গত তিন মাস ধরে এই কারখানাতেই কাজ করছেন তোফায়েলের স্ত্রী ফৌজিয়া। নিজের সার্বিক অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্টি জানালেন তিনি। বললেন, সবমিলিয়ে রোমানিয়াতে ভালো সময় কাটছে তার।

নিজের কাজ নিয়ে তিনি বললেন, “আমি তো এখনও নতুন। আমি শিখছি। যতটুকু করতেছি, ভালোই লাগতেছে।”

ইনফোমাইগ্রেন্টস যে প্যাকেজিং কারখানাটি ঘুরে দেখেছে, সেটি মূলত একবার ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন মগ, বাটি, থালা তৈরি করে। মূলত কাগজ দিয়ে তৈরি করা হয় এসব।

গত দুই বছর ধরে এই কারখানায় কাজ করেন বাংলাদেশি নাগরিক হামিদুর রহমান। এজেন্সি বা তৃতীয় পক্ষের কোনো সহযোগিতা ছাড়া সরাসরি এসেছিলেন তিনি। কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বললেন, “আমাদের সবকিছু ঠিক আছে। বেতনও আমরা টাইম মতো পাই, কাজও ঠিকা আছে।”

কারখানা মালিকই তার আবাসনের ব্যবস্থা করেছেন। এর বাইরে বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮০ হাজার টাকা বেতন পান তিনি। তবে খাবার-দাবারের খরচ নিজেকে বহন করতে হয়।

রোমানিয়া ছেড়ে ইউরোপের অন্য দেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছে হামিদুরের নেই। ইনফোমাইগ্রেন্টসকে তিনি বলেন, “অবৈধ পথে (অনিয়মিতভাবে) কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে নেই।”

সাভারের হেমায়েতপুর ছেড়ে রোমানিয়ায় এসেছেন বাংলাদেশি যুবক আদালত হোসেন। ইউরোপে আরো অনেক দেশ থাকলেও জীবিকার জন্য রোমানিয়াকে বেছে নেয়ার কারণটা জানালেন তিনি।

আদালত বলেন, “রোমানিয়াতে এই কারণে আসছি, এখানে প্রথমে আসা সুবিধা ছিল, সহজ উপায়ে ভিসা পাইছি। ওই হিসাবে আসছি, আইসা ভালো লাগছে, থাইকা গেছি।”

পাঁচ বছরের ধরেই এই কারখানায় কাজ করছেন হামিদুর। তিনি বলেন, “এখানেই (কর্মরত প্রতিষ্ঠান) আমার জন্য ভালো, সেজন্য এখানেই রয়ে গেছি। স্যালারি ঠিক মতো দিয়ে দেয়, আমি কোনো ভোগান্তির শিকার হইতেছি না।”

জীবিকার তাগিদেই বাংলাদেশ ছেড়ে বছর দুয়েক আগে রোমানিয়া এসেছেন শাকিল। রোমানিয়ায় কিছু বাংলাদেশি শ্রম শোষণ কিংবা মালিকপক্ষের নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন ইনফোমাইগ্রেন্টসের কাছে। কিন্তু এমন অভিযোগের সঙ্গে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করলেন শাকিল।

তিনি বলেন, “যারা একটি বৈধ কোম্পানিতে আসেন, তাদের সঙ্গে একটা কন্ট্রাক্ট থাকে এক বছর বা দুই বছরের। কিন্তু কন্ট্রাক্টের আগে যদি কেউ চলে যেতে চায়, যেমন: আপনি তিন মাস কাজ করেছেন বা ছয় মাস কাজ করেছেন, এরপর আপনি যদি চলে যেতে চান, তাহলে মালিকপক্ষ কোনোভাবে রাজি হবেন না আপনাকে রিলিজ লেটার বা এনওসি দেয়ার জন্য। যতোদিন রিলিজ লেটার বা এনওসি না দেবে, ততোদিন আপনি অন্য কোম্পানিতে যাইতে পারবেন না। আপনি নিজ ইচ্ছায় যদি চলে যান, অন্য কোনো কোম্পানিতে কাজ করতে পারবেন না।”

বাংলাদেশি কর্মীদের অনেকের মধ্যে শিক্ষার ঘাটতি, অসচেতনতা, ঠিকমতো নিয়ম কানুন এবং আইন সম্পর্কে না জানার কারণে ভোগান্তি আর বিড়ম্বনার শিকার হন বলে মনে করেন শাকিল।

এই ইস্যুতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম-এর সঙ্গে কথা বলেছে ইনফোমাইগ্রেন্টস। সংস্থাটি জানিয়েছে, কোনো বাংলাদেশি কর্মী যদি শ্রম শোষণের শিকার হয়, তাদেরও অবশ্যই একজন রোমানীয় নাগরিকের মতো প্রতিকার চাওয়ার সুযোগ আছে।

লিগ্যাল এইড ফ্রান্স’র দ্বিতীয় শাখার উদ্বোধন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
লিগ্যাল এইড প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এককভাবে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ফিতা কেটে উদ্বোধন না করে একাধিক সংগঠন এবং ব্যক্তিগণকে মূল্যায়ন দেয়ার জন্যই এই ব্যতিক্রমী আয়োজন করেছেন বলে জানিয়েছেন লিগ্যাল এইড এর প্রেসিডেন্ট এম এ আজাদ।

লিগ্যাল এইড ফ্রান্স প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় ২০১২ সালে এরপর কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবারও প্যারিসের অধ্যুষিত এলাকা পন্তা এলাকায় ছোট্ট একটি অফিস নিয়ে শুরু হয় ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে । এরপর প্রতিষ্ঠানটির কাজের গুণগত মান ভালো থাকায় খুব অল্প দিনে দেশি এবং বিদেশি মানুষের কাছে সুনাম অর্জন করে । প্রতিষ্ঠানটি দেশি-বিদেশি মানুষের আস্থা এবং বিশ্বাস বিশ্বাসের জায়গা দখল করে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে সব মহলে । দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটি ছোট হওয়ায় প্রশাসনিক সার্ভিস নিতে আসা প্রবাসীরা দীর্ঘ ২-৩ ঘন্টা অপেক্ষা করেও সার্ভিস নিচ্ছেন। দীর্ঘ সময় লাইনে থাকার পরেও সার্ভিস নিয়ে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন প্রবাসী বাংলাদেশী সহ বিদেশীরা।

সার্ভিস নিতে আসা প্রবাসীরা দীর্ঘ লাইনে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে না হয় সেই দিকে বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এম এ আজাদ বিশাল বাজেটের প্রকল্প যা প্যারিসের সময়ের সবচেয়ে বড় প্রশাসন সার্ভিস ফার্ম ৫ তারিখ রবিবার বাস্তবায়ন করে প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনে আসা অতিথিসহ সাধারণ মানুষও এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং প্রশংসা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যেসকল সংগঠন উপস্থিত হয়ে ফিতা কেটে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সরুফ ছদিওল,Conseil Municipale, Mairie de Seine Saint Denis,সেকানো বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন ফ্রান্স, বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন ফ্রান্স (বিসিএফ),মনডিয়াল ট্রাভেলস ফ্রান্স, তফসীরুল কুরআন পরিষদ ফ্রান্স,গোলাপগঞ্জ উপজেলা ফ্রান্স প্রবাসীবৃন্দ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ যুবদল ফ্রান্স, বিকশিত নারী সংঘ,স্বরলিপি শিল্পী গোষ্ঠী ফ্রান্স,গাজীপুর জেলা সমিতি ফ্রান্স, বৃহত্তর কুমিল্লা জনকল্যাণ সমিতি ফ্রান্স,ছাতক দোয়ারা জনকল্যাণ সমিতি ফ্রান্স,শাহজালাল স্পোর্টিং ক্লাব ফ্রান্স,গোলাপগঞ্জ উপজেলা স্পোর্টিং ক্লাব,ভয়েজ অব প্যারিস,গোলাপগঞ্জ ক্রীড়া সংস্থা ফ্রান্স, বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব, প্যারিস বাংলাদেশ প্রেসক্লাব,ওয়েব নিউজ টেলিভিশন।

ছাড়াও কমিউনিটির প্রবীণ মুরুব্বিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল হক কয়েছ, আব্দুল মালিক মানিক, মির্জা আবুল বাশার, আশরাফুল ইসলাম, আজহারুল হক মিন্টু, সালেহ আহমেদ চোধুরী, শহিদুর রহমান চৌধুরী, গৌছ উদ্দিন, শরফ উদ্দিন স্বপন, বিলাল উদ্দিন, আব্দুল হামিদ মৌলানা, হাজি কাওছার, আতিকুর রহমান। এ সময় প্রবাসী নবীন-প্রবীণ সকলেই দিনভর প্রতিষ্ঠানটি ভিজিট করেন এবং ডায়াসে এসে উনাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে দিনভর অনুষ্ঠানটি ছিল উৎসব মুখর এবং প্রাণবন্ত, প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি টিম অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। এরপর রাত ৮ টায় আবারো মোনাজাতের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

ইরানে গত বছর ৮৩৪ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

গত বছর ইরান ২২ নারীসহ অন্তত ৮৩৪ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। ২০১৫ সালের পর এটি সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা। আজ মঙ্গলবার নরওয়েভিত্তিক ইরান হিউম্যান রাইটস ও প্যারিসভিত্তিক টুগেদার এগেইনস্ট দ্য ডেথ পেনাল্টি এক যৌথ বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যত মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা ঘটেছে, ২০২২ সালে সেই সংখ্যা প্রায় ৪৩ শতাংশ বেড়েছে।

দুটি মানবাধিকার সংগঠনের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, দুই দশকের মধ্যে এক বছরে ৮০০-এর বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা দ্বিতীয়বারের মতো ঘটল। এর আগে ২০১৫ সালে এ সংখ্যা ছিল ৯৭২।

গ্রুপগুলোর অভিযোগ, ২০২২ সালে পুলিশের হেফাজতে মাশা আমিনির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে যে বিক্ষোভের ঝড় ওঠে, তার প্রেক্ষাপটে সমাজে ভয় ছড়িয়ে দিতে ইরান এই মৃত্যুদণ্ডকে ব্যবহার করছে।

আইএইচআর-এর পরিচালক মোহাম্মদ আমিরি মোঘাদ্দাম এক প্রতিবেদনে ৮৩৪ সংখ্যাটিকে ‘বিস্ময়কর’ উল্লেখ করে বলেন, ‘সমাজে একধরনের ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রাখাই হলো ক্ষমতা ধরে রাখার একমাত্র উপায়। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড হলো সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার।’

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্যমতে, নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজনকে ২০২২ সালে, ছয়জনকে ২০২৩ সালে আর একজনকে চলতি বছর।

কিন্তু অন্যান্য অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে, বিশেষ করে মাদকসংক্রান্ত মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। অথচ ২০২৩ সালের আগের বছরগুলোতে এ ধরনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা কম ছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হলো, ২০২৩ সালে মাদক-সম্পর্কিত মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা অনেক বেড়ে ৪৭১ জনে পৌঁছেছে, যা ২০২০ সালের সংখ্যার চেয়ে ১৮ গুণ বেশি।

এতে বলা হয়েছে, মাদক সম্পর্কিত অভিযোগে যাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ইরানের দক্ষিণ-পূর্বের সুন্নি বালুচদের সংখ্যা বেশি। সংখ্যালঘু বালুচ জনগোষ্ঠীর অন্তত ১৬৭ জনকে ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে; যা ২০২৩ সালের মোট সংখ্যার ২০ শতাংশ। যদিও এই জনগোষ্ঠীর সদস্য হলো মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ। টুগেদার এগেইনস্ট দ্য ডেথ পেনাল্টির (ইসিপিএম) পরিচালক রাফেল চেনুইল-হাজান বলেন, মাদক ও অপরাধবিষয়ক জাতিসংঘের দপ্তরের, ‘প্রতিক্রিয়ার ঘাটতি’ ইরানের কর্তৃপক্ষকে ভুল বার্তা দিচ্ছে।

ইরানে বেশির ভাগ ফাঁসি কারাগারের ভেতরেই হয়। তবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে দেশটিতে জনসমক্ষে ফাঁসির সংখ্যা এর আগের বছরের তুলনায় তিন গুণ বেড়েছে।

২০২৩ সালে নথিভুক্ত মৃত্যুদণ্ডের মাত্র ১৫ শতাংশের খবর দেশটির গণমাধ্যমে এসেছে। আর বাকিগুলোর তথ্য আইএইচআর নিজেদের সূত্র থেকে নিশ্চিত হয়েছে।

প্রথম তিন মাসে মেলিলা পৌঁছাতে গিয়ে মৃত ৩২

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
রাতের বেলা এমন ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্র পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করেন অভিবাসনপ্রত্যাশীরা। কারণ, তারা মনে করেন রাতের বেলা সাঁতরে সমুদ্র পাড়ি দিলে টহলরত নিরাপত্তা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দেয়া যাবে।

কঠোর নিরাপত্তা থাকলেও নেই উদ্ধার প্রচেষ্টা

সলিডারি হুইলস জানিয়েছে, ২০২২ সালের জুনে মেলিলার স্থল সীমান্তে ‘গণহত্যার’ শিকার হয়েছিলেন অভিবাসনপ্রত্যাশীরা। কারণ, সীমান্ত দেয়াল পার হতে গিয়ে কমপক্ষে ২৪ জন মারা গেছেন।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানিয়েছে, ওইসময় সবমিলিয়ে অন্তত ৩৭ জন মারা গেছেন আর নিখোঁজ হয়েছেন ১৫০ জন।

ওই ঘটনার পর থেকেই মেলিলা সীমান্তে নিরাপত্তা আরো জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সলিডারিটি হুইলস।

মরক্কো এবং স্পেনের মধ্যে ২০১৯ সালে একটি চুক্তির পর, স্থল সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস বসানো হয়েছে। এছাড়া, মানবপাচারে জড়িতদের জরিমানার পরিমাণ বাড়িয়ে ১০ হাজার ইউরো পর্যন্ত করা হয়েছে। ফলে, এমন বাস্তবতায় অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছিটমহলে পৌঁছাতে সাঁতার কাটা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না বলে দাবি করেছে এনজিওটি। সমুদ্রে নিখোঁজ ও মৃত্যু ঠেকাতে উদ্ধার প্রচেষ্টা বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছে সলিডারিটি হুইলস। একইসঙ্গে সমুদ্র দুর্দশাগ্রস্ত অভিবাসনপ্রত্যাশীদের উদ্ধারে এগিয়ে আসতে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থারও আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে নিরাপত্তা বাহিনীকে পুশব্যাক বা জোর করে ফেরত পাঠানো থেকে বিরত থাকতেও আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

কৃষকের ধান অল্প দামে কিনে নিচ্ছে সুদখোর-মজুতদাররা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সংগ্রহের জন্য। কিন্তু এবার তারা কেউ যোগাযোগ করেনি। কৃষকরাও আমাদেরকে বলেছেন কেউ তাদের কাছে যায়নি।’

এই ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জবা রানী দাস বলেন, ‘আমার এলাকা বড়। সবার কাছে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই ফেইসবুকে কৃষকদের তালিকাভূক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছি।’

শাল্লা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আলা উদ্দিন বলেন, ‘তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে। কোনো মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সঙ্গে কেউ আতাঁত করে কৃষকদের বঞ্চিত করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কৃষকরা যাতে ফড়িয়ামুক্ত হয়ে সহজে সরকারি গুদামে ধান দিতে পারে সেই নির্দেশনা সংশ্লিষ্টদের দেয়া আছে।’

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মঈনুল ইসলাম ভূয়া বলেন, ‘আমরা অভিযোগ পাচ্ছি বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সুদখোর ও ফড়িয়ারা কম দামে কৃষকের ধান কিনে মজুত করছে। যারা ধান চালের ব্যবসা করবে তাদেরকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসতে আমরা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবো। তবে গুদামে কোনো কৃষক ধান দিতে এসে হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেলে আমরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেব।’

হজযাত্রীদের স্বাগত জানানো নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

হাজিদের স্বাগত জানাতে এবার নতুন উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি আরব। এর অংশ হিসেবে মদিনার প্রিন্স মোহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হাজীদের স্বাগত জানানোর কাজে যুক্ত করা হয়েছে নারীদের।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, সৌদির তরুণীরা বিভিন্ন ভাষায় হজযাত্রীদের স্বাগত জানানোর অনুশীলন করছেন। যার মধ্যে রয়েছে ইংরেজি, ফরাসি, তার্কিস ইন্দোনেশিয়ানসহ অন্য আরও ভাষা।

দক্ষ এ নারীদের প্রশংসা করেছেন মদিনার আমির সালমান বিন সুলতান। তিনি সম্প্রতি হজের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করতে মদিনার বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন।

সৌদির নারীদের এ ভিডিও নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষ এটির প্রশংসা করেছেন।

কিছুদিন আগে হজযাত্রীদের প্রথম বহরটি সৌদিতে এসে পৌঁছায়। এই সময় তাদের স্বাগত জানাতে ভালো প্রস্তুতি নেওয়া হয়। সঙ্গে ছিল কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ মৌসুম সম্পন্ন করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর অসংখ্য সদস্যকে মোতায়েন করেছে সৌদি আরব। এছাড়া স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হজযাত্রীরা যেন নির্বিঘ্নে হজ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করবেন তারা।

সিলেটে বজ্রপাতে তরুণ নিহত

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় বজ্রপাতে খালেদ আহমেদ (২০) নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন।

সম্প্রতি (১৭ মে) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ডৌবাড়ী ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত খালেদ উপজেলার কুতুবনগর গ্রামের মৃত ইসমাইল আলীর ছেলে। তিনি বাজারে একটি টেইলার্স পরিচালনা করতেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডৌবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. নাজিম উদ্দিন।

তিনি বলেন, ‘ব্যবসার কাজ শেষে রাতে বাড়ি ফেরার পথে জাইবলের পাশের রাস্তায় বজ্রপাতে নিহত হন খালেদ।’

আলেমরা কেন বিড়াল পালেন?

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

শায়খ আহমদুল্লাহ থেকে শুরু করে মাওলানা তারেক জামিল বা মুফতি মেনক ইদানীং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঢুকলেই দেখা যায় অনেক বিড়াল নিয়ে ছবি পোস্ট করেছেন। বেশ কিছু সময় আগে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও সবার মনে আছে। যেখানে দেখা যায়, নামাজরত অবস্থায় ইমামের বুকের উপর একটি বিড়াল উঠে যায় এবং ইমামও বিড়াল টিকে পরম আদর করে কাধে তুলে নিয়েই নামাজ পড়াচ্ছেন। কিন্তু কখনও কি প্রশ্ন জেগেছে আলেমরা কেন বিড়ল পালন করেন? বা বিড়াল নিয়ে ইসলামে কি বলা আছে? ধারণা করা হয় আজ থেকে প্রায় ১২ হাজার বছর আগে প্রথম মানুষ বিড়াল পালা শুরু করে। বর্তমানে যত বিড়াল দেখা যায় এরা মূলত মধ্যপ্রাচ্যের বন বিড়ালের বংশধর। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায়ও বিড়াল পালনের প্রমাণ পাওয়া যায়।মূলত কৃষকরা ইঁদুরের হাত থেকে তাদের ফসল বাঁচাতে বিড়াল পালা শুরু করে। একইভাবে ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচতে জাহাজের নাবিকরাও বিড়াল নিয়ে ভ্রমণ করতেন। ফলে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে গৃহপালিত এই প্রাণীটি। ইসলামে বিড়ালের একটি বিশেষ স্থান আছে। এদেরকে পবিত্র প্রাণী হিসেবে ঘোষণা করেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত মহানবী আ (সাঃ) বলেন, বিড়াল নামাজে বিঘ্ন ঘটায় না,কারণ এরা ঘরের জন্য উপকারী। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে মহানবী (সাঃ) ওযুর পাত্র থেকে যখন কোনো বিড়াল পানি খেতো তিনি সেই পানি দিয়েই ওযু করতেন। মহানবী (সাঃ) এর একজন সাহাবী ছিলেন যার নাম ছিলো আব্দুর রহমান। তিনি বিড়াল পছন্দ করতেন আর সবসময় তার সাথে বিড়াল থাকতো।একদিন তিনি তার জামার ভেতর একটি বিড়াল ছানা লুকিয়ে মসজিদে আসলেন। কিছুক্ষণ পর সেই বিড়াল তার জামা থেকে বের হয়ে মসজিদে ছোটাছুটি করা শুরু করলো। মহানবী (সাঃ) এই ঘটনা দেখে তাকে আবু হুরায়রা নামে ডাকেন। যার অর্থ বিড়ালের পিতা। আব্দুর রহমান (রাঃ) এই নামটি এতোই পছন্দ হয় যে তিনি পরবর্তীতে নিজের নাম আবু হুরায়রা রাখেন। ইনিই হচ্ছেন সেই বিখ্যাত আবু হুরায়রা (রাঃ) যিনি সবচেয়ে বেশী হাদিস বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সাঃ) এমন একজন মহিলার কথাও বলেন যে দোজখে যাবে। কারণ, সে একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে তাকে খাবার দেয় না। এমনকি ছেড়েও দেয় না। ফলে বিড়ালটি ওই অবস্থায়ই মারা যায়। এছাড়াও মহানবী (সাঃ) কোনো অর্থের বিনিময়ে বিড়াল কেনাবেচা করা একদম নিষেধ করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে বিড়াল একটি পবিত্র প্রাণী। কারণ বিড়াল সবসময় পরিষ্কার থাকতে পছন্দ করে। এরা নিজেরাই নিজেদের পরিষ্কার রাখে। শুধু তাই না এরা যেখানে সেখানে না বরং নির্দিষ্ট স্থানে মলমূত্রত্যাগ করে আর তা ঢেকে দেয়। ফলে দূর্গন্ধ জীবাণু ছড়ানোর ভয় থাকে না। একারণেই দেখা যায় অনেক আলেমরা বিড়াল পালেন। এমনকি মদিনায় মসজিদে নববীতে মানুষের পাশাপাশি বিড়ালেরও বিচরণ রয়েছে।

ফরাসি স্টার্টআপ সোনিওকে কিনে নিচ্ছে স্যামসাং

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রযুক্তি পণ্য নির্মাতা স্যামসাং ইলেকট্রনিকসের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি বিভাগ স্যামসাং মেডিসন ফ্রান্সের সোনিও নামের একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ (স্টার্টআপ) অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা করছে। ডায়াগনস্টিক ইমেজিং যন্ত্রপাতি তৈরিতে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী কোম্পানি স্যামসাং মেডিসন। প্রতিষ্ঠানটি সোনিও আলট্রাসাউন্ডের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত সফটওয়্যার তৈরি করে। এবার প্রায় ৯ কোটি ২৭ লাখ মার্কিন ডলারে অধিগ্রহণ করা হচ্ছে সোনিওকে।

সোনিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে স্ত্রী ও প্রসূতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষার তথ্যাদি ও নথি সংরক্ষণে সাহায্য করে। সোনিওর বিভিন্ন যন্ত্র এআইয়ের মাধ্যমে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে। আলট্রাসাউন্ড স্ক্যানের ছবির গুণমান উন্নত করতে সাহায্য করে সোনিওর বিভিন্ন যন্ত্র। স্যামসাং মেডিসন জানিয়েছে, সোনিওর সফটওয়্যার স্যামসাংয়ের এআই-চালিত ইমেজিং যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা আরও বাড়াবে। স্যামসাং মেডিসনে স্যামসাং ইলেকট্রনিকসের প্রায় ৬৯ শতাংশ অংশীদারত্ব রয়েছে। ২০১১ সালে মেডিসনকে ২ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলারে অধিগ্রহণ করেছিল স্যামসাং।

স্যামসাং এক বিবৃতিতে জানায়, অধিগ্রহণের পরও সোনিও একটি স্বাধীন কোম্পানি হিসেবে কাজ করবে। বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন কাজ ও গবেষণা পরিচালনা করবে। ফ্রান্স ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পণ্য ও সেবার জন্য কাজ করবে।

২০২০ সালে সিসেল ব্রোসেট ও রেমি বেসস সোনিও প্রতিষ্ঠা করেন। ২০২৩ সালের আগস্টে ক্রস বর্ডার ইমপ্যাক্ট ভেঞ্চারের কাছ থেকে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার বিনিয়োগ লাভ করে সোনিও। সোনিও এযাবৎ ২ কোটি ৭২ লাখ ডলার বিনিয়োগ সংগ্রহ করেছে। স্যামসাং মেডিসনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইয়ং কোয়ান কিম বলেন, সোনিও অধিগ্রহণের মাধ্যমে স্যামসাং মেডিসন প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য আরও ভালোভাবে কাজ করবে। সোনিওর মাধ্যমে আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষায় এআই—নির্ভর দারুণ পরিবর্তন আসবে।

সোনিওর সিইও ব্রোসেট বলেন, সোনিও উন্নত এআই দিয়ে স্যামসাং মেডিসনের আলট্রাসাউন্ড ব্যবস্থায় আরও উন্নতি আসবে। স্যামসাং মেডিসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতার পাশাপাশি একটি স্বাধীন কোম্পানি হিসেবে কাজ করবে। সোনিও অনুন্নত এলাকায় মেডিকেল রিপোর্টিং প্রযুক্তি ও ডায়াগনস্টিক সফটওয়্যারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

সূত্র: টেক ক্রাঞ্চ

প্রতিকূল ফ্রান্স ছাড়ছেন মেধাবী মুসলিম পেশাজীবীরা

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

বিজনেস স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষে চাকরির জন্য প্রায় ৫০টি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী আদম। কিন্তু সফল না হওয়ায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) দুবাই পাড়ি জমান তিনি।

উত্তর আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আদম ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, ‘ফ্রান্সের চেয়ে এখানে অনেক ভালো লাগছে। এখানে সবাই সমান। আপনার বস ভারতীয়, আরব কিংবা একজন ফরাসিও হতে পারেন। আমার ধর্ম এখানে বেশি গ্রহণযোগ্য।’

গতমাসে প্রকাশিত ‘ফ্রান্স, ইউ লাভ ইট বাট ইউ লিভ ইট নামে একটি গবেষণা বলছে, উচ্চশিক্ষিত মুসলিম ফরাসি নাগরিকেরা ফ্রান্স ছেড়ে দুবাই, লন্ডন, নিউইয়র্ক ও মন্ট্রিলের মতো শহরগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। তবে সংখ্যাটি কত সেটি জানা কঠিন বলে গবেষকেরা বলছেন। তারা অনলাইনে একটি জরিপের প্রশ্নমালা প্রকাশ করেছিলেন। প্রায় এক হাজার জন এতে অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ৭১ শতাংশ বলেছেন, তারা বর্ণবাদ ও বৈষম্যের জন্য ফ্রান্স ছেড়েছেন।

আদম এএফপিকে বলেন, ফ্রান্সে ‘আপনি নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যালঘু ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসলে আপনাকে দ্বিগুন পরিশ্রম করতে হয়। তবে ফ্রান্সে লেখাপড়া করতে পারায় আদম ফ্রান্সের প্রতি ‘দারুণ কৃতজ্ঞতা’ প্রকাশ করেছেন। বন্ধু, পরিবার, ফ্রান্সের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক জীবন মিস করার কথাও জানিয়েছেন। তারপরও ‘ইসলামোফোবিয়া’ ও ‘সিস্টেম্যাটিক রেসিজম’ (যেমন কারণ ছাড়াই পুলিশ আপনাকে দাঁড় করিয়ে দেয়) থেকে মুক্তি পাওয়ায় আদম খুশি বলে জানান।

অনেকদিন ধরেই ফ্রান্সে অভিবাসীরা থাকছেন। সাবেক উপনিবেশ উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকার মানুষজনও সেখানে বাস করেন। কিন্তু মুসলিম অভিবাসীদের উত্তরসূরিরা বলছেন, ফ্রান্স মুসলমানদের জন্য ক্রমে প্রতিকূল হয়ে উঠছে, বিশেষ করে ২০১৫ সালে ফ্রান্সে ইসলামিক স্টেটের হামলার পর। ওই হামলায় ১৩০ জন মারা যান।

তারা বলছেন, ফ্রান্সে স্কুলে সব ধর্মের প্রতীকপ্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োগ করা হয়।

মরক্কান বংশোদ্ভূত ৩৩ বছয় বয়সী ফরাসি মুসলিম এএফপিকে বলেন, তিনি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো ‘শান্তিপূর্ণ সমাজে’ চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তিনি বলেন, তিনি ফ্রান্সের খাবার ও বেকারির সামনে লাইনে দাঁড়ানো মিস করবেন। কিন্তু ফ্রান্সে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে। বিজনেস স্কুল থেকে পাস করা ওই ব্যক্তি মাসে ১০ হাজার ইউরোর বেশি বেতন পান।

তিনি জানান, প্যারিসে একটি ফ্ল্যাটে দুই বছর থাকার পরও তাকে এখনো প্রশ্ন করা হয়, ফ্ল্যাটের ভেতর তিনি কী করেন। এটা খুবই অপমানজনক। আমার জন্য নিয়মিতভাবে এমন অপমান আরো বেশি হতাশাজনক। কারণ, আমি ভালো বেতন পাওয়ায় অনেক বেশি কর দিয়ে থাকি।

ফ্রান্সের ‘দ্য অবজারভেটরি ফর ইনইকুয়ালিটিস’ বলছে, দেশটিতে বর্ণবাদ কমছে। তবে এখনো ফরাসি নামের একজন চাকরিপ্রার্থীর উত্তর আফ্রিকার নামের একজন চাকরিপ্রার্থীর চেয়ে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পাওয়ার সুযোগ ৫০ শতাংশ বেশি।

৩০ বছর বয়সি আরেক ফ্রাঙ্কো-আলজেরিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার এএফপিকে বলেছেন, তিনি জুনে চাকরি করতে ফ্রান্স ছাড়ছেন, কারণ ফ্রান্স ‘জটিল’ হয়ে উঠেছে।

আমেরিকায় যে ১০ চাকরিতে বেতন সর্বোচ্চ

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

আমেরিকায় সর্বোচ্চ বেতনের দিক দিয়ে সেরা ৩০টি চাকরির তালিকা করেছে বিশ্বখ্যাত মার্কিন সাময়িকী ফোর্বস। এই তালিকায় দেখা গেছে, সর্বোচ্চ বেতনের চাকরির মধ্যে অধিকাংশই স্বাস্থ্যসেবা খাত ও প্রযুক্তি খাতের চাকরি। তালিকায় থাকা শীর্ষ ১১টি চাকরিই স্বাস্থ্যসেবা খাতের।

২০২১ সালে দেশটিতে প্রযুক্তি পেশাজীবীদের গড় বেতন রেকর্ডসংখ্যক বেড়েছে। এই পেশাজীবীদের গড় বেতন ১০ লাখ ৪ হাজার ৫৬৬ ডলার। এ সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রযুক্তিকর্মী মনে করেন, তাঁরা কম বেতন পাচ্ছেন। ওয়েব ডেভেলপারদের বেতন সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। তাঁদের বেতন ২১ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে। আর আইটি ম্যানেজমেন্ট পদের সর্বোচ্চ গড় বেতন ১৫ লাখ ১ হাজার ৯৮৩ ডলার। এই খাতে সবচেয়ে বেশি বেতন বেড়েছে ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ডেটা অ্যানালিস্ট পদের। ধারণা করা হচ্ছে, এসব পদের বেতন আরও বাড়বে।

এদিকে কোভিড ১৯ মহামারির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যসেবা খাতের চাকরিগুলোর বেতনও কয়েক গুণ বেড়েছে। গত জানুয়ারিতেই স্বাস্থ্যসেবা খাতে ৭০ হাজার নতুন চাকরি যোগ হয়েছে। যা দেশটিতে মোট কর্মশক্তির প্রায় ২০ শতাংশ। বর্তমানে এই খাতের চাকরিই যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেতনের চাকরি।

স্যালারি ডটকমের তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে জেনারেল সার্জনের গড় বেতন ৪ লাখ ৩২ হাজার ৪০০ ডলার। এটাই এই খাতের সর্বোচ্চ বেতনের চাকরি। একজন অ্যানেসথিয়োলজিস্টের গড় বেতন ৪ লাখ ২৬ হাজার ৮০০ ডলার ও মেডিকেল ডিরেক্টরের গড় বেতন ৩ লাখ ২২ হাজার ৪৮৪ ডলার।

ফোর্বসের তালিকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেতনের ১০ চাকরির হলো-

১. নিউরোসার্জন যুক্তরাষ্ট্রে নিউরোসার্জনদের সবচেয়ে বেশি বেতন দেওয়া হয়। কারণ, তাঁরা অত্যন্ত জটিল কাজ করেন। নির্ভুল কাজের জন্য তাঁদের অনেক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। জিপরিক্রুটারের তথ্য অনুযায়ী, নিউরোসার্জনদের সবচেয়ে বেশি বেতন দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন, আলাস্কা ও নর্থ ডাকোটা অঙ্গরাজ্যে। এই পদের গড় বেতন প্রায় ৭ কোটি ৯৩ লাখ ৬ হাজার ১২২ টাকা (৬ লাখ ৭৭ হাজার ৩০১ ডলার)।

২. অফথালমোলজিস্ট যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্ক মানুষদের ছানি, গ্লুকোমাসহ চোখের নানা ধরনের সমস্যা বেশি হয়। এ কারণে দেশটিতে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের চাহিদা বেড়ে গেছে। এই পদের গড় বেতন প্রায় ৩ কোটি ১৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৫ টাকা (২ লাখ ৬৭ হাজার ৪৫০ ডলার)।

৩. প্রধান নির্বাহী যুক্তরাষ্ট্রে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সিইওর বেতন অনেক বেশি। এই পদে অনেকে বছরে ২০ কোটি ডলারের বেশি আয় করেন। ২০২২ সালে দেশটির বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ব্ল্যাকস্টোন ইনকের সিইও স্টিফেন শোয়ার্জম্যান ২৫ কোটি ৩০ লাখ ডলার আয় করেছেন। আর গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই আয় করেছেন ২২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। বর্তমানে এই পদের গড় বেতন প্রায় ২ কোটি ৮৮ লাখ ৫৬ হাজার ৪ টাকা (২ লাখ ৪৬ হাজার ৪৪০ ডলার)।

৪. কম্পিউটার অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস ম্যানেজার ২০২২ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ১৫ শতাংশ বেড়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে এই ক্ষেত্রে ৫ লাখ ৫৭ হাজার ৪০০টি পদের সঙ্গে আরও ৮৬ হাজার নতুন পদ যুক্ত হবে। এই পদের গড় বেতন প্রায় ২ কোটি ৩ লাখ ৩৫ হাজার ২৬৩ টাকা (১ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭০ ডলার)।

৫. এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ম্যানেজার এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ম্যানেজমেন্টে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক, ডেটা মডেলিং, সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন, ক্লাউড কম্পিউটিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পদ্ধতিসহ আরও অনেক দক্ষতার প্রয়োজন। এই পদের গড় বেতন প্রায় ১ কোটি ৯৭ লাখ ৬০ হাজার ৫৭৮ টাকা (১ লাখ ৬৮ হাজার ৭৬২ ডলার)।

৬. আইনজীবী যুক্তরাষ্ট্রে গত বছর আইনজীবীদের গড় বার্ষিক বেতন ছিল ১ লাখ ৪৫ হাজার ৭৬০ ডলার বা প্রতি ঘণ্টায় ৭০ দশমিক ০৮ ডলার। দেশটিতে আইনজীবী হওয়ার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তাগুলোর মধ্যে একটি হলো ডক্টরাল বা পেশাদার ডিগ্রি। ২০২২ সালের হিসাবে, দেশটিতে ৮ লাখ ২৬ হাজার ৩০০ আইনজীবীর পদ ছিল। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বেতনের চাকরির মধ্যে এই পদের গড় বেতন প্রায় ১ কোটি ৯১ লাখ ৭৬ হাজার ৫৮ টাকা (১ লাখ ৬৩ হাজার ৭৭০ ডলার)।

৭. মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার যুক্তরাষ্ট্রে মেশিন লার্নিংয়ের (এমএল) চাহিদা আগের মতো বাড়ছে না। এরপরও ২০২৭ সালের মধ্যে ১০ লাখ এমএল বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হবে। আগামী ৫ বছরে এই পদে ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান বেড়ে যাবে। এই পদের গড় বেতন প্রায় ১ কোটি ৮৮ লাখ ৯৬ হাজার ৪৪৪ টাকা (১ লাখ ৬১ হাজার ৩৮২ ডলার)।

৮. কোয়ানটিটেটিভ অ্যানালিস্ট এই পদের জন্য শক্তিশালী গাণিতিক, পরিসংখ্যানগত ও প্রোগ্রামিং দক্ষতা প্রয়োজন। কর্মজীবনে উন্নতির জন্য ডেটা বিশ্লেষণ, আর্থিক মডেলিং ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায়ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এই পদের গড় বেতন প্রায় ১ কোটি ৭৯ লাখ ৭৮ হাজার ৯৬ টাকা (১ লাখ ৫৩ হাজার ৫৩৯ ডলার)।

৯. সিনিয়র রিয়েল এস্টেট ম্যানেজার মার্কিন শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালে দেশটিতে রিয়েল এস্টেট ম্যানেজারের জন্য ৪ লাখ ২৯ হাজার ৬০০টি পদ ছিল। বর্তমানে এটি দেশটির সর্বোচ্চ বেতনপ্রাপ্ত পেশাগুলোর মধ্যে একটি। এই পদের গড় বেতন প্রায় ১ কোটি ৬৪ লাখ ৪৮ হাজার ৬৪৮ টাকা (১ লাখ ৪০ হাজার ৪৭৭ ডলার)।

১০. এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার অতিরিক্ত ডিগ্রি ছাড়াই সর্বোচ্চ বেতনের চাকরি হলো এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার। এই চাকরির জন্য শুধু একটি সহযোগী ডিগ্রির প্রয়োজন হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই পদের গড় বেতন প্রায় ১ কোটি ৫৩ লাখ ২০ হাজার ২৩৮ টাকা (১ লাখ ৩০ হাজার ৮৪০ ডলার)।

প্রবাসে বাংলার কথা বলে
ওয়েব নিউজ

‘রোমানিয়ায় পরিবার আনা খুবই সহজ’

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

রোমানিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের অনেকের মধ্যে পরিবারের সদস্যদের আনা যায় কিনা তা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো বাংলাদেশি বলছেন, রোমানিয়াতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আসার প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ।

ইউরোপের দেশ রোমানিয়ায় বাংলাদেশি অভিবাসীরা কেমন আছেন, তাদের জীবনধারা জানতে, দেশটির বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইনফোমাইগ্রেন্টস বাংলা-এর সাংবাদিক আরাফাতুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ আরিফ উল্লাহ।

বাংলাদেশি অভিবাসী, দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিওগুলোর সঙ্গে কথা বলে তারা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন সেখানকার শ্রমবাজারের পরিস্থিতি, বাংলাদেশি অভিবাসীদের সার্বিক অবস্থাসহ বাস্তব চিত্র।

রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের কাছেই একটি প্যাকেজিং কারখানা ঘুরে দেখেছেন ইনফোমাইগ্রেন্টসের দুই সংবাদকর্মী। তুর্কি মালিকানাধীন কারাখানাটিতে নয় জন বাংলাদেশি কাজ করছেন।

প্যাকেজিং কোম্পানিটিতে বর্তমানে হেড অব প্রোডাকশন হিসাবে আছেন বাংলাদেশি তরুণ তোফায়েল আহমেদ ভূঁইয়া। গত পাঁচ বছর ধরে এখানেই কাজ করছেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আসার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কথা হয় তার সঙ্গে। কারণ তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন রোমানিয়ায়।

তোফায়েল জানালেন, রোমানিয়ায় বৈধ ভিসা নিয়ে একজন ব্যক্তি আসার কিছুদিন পর অস্থায়ী বসবাসের অনুমতির (টিআরসি) জন্য আবেদন করতে হয়। ওই কার্ড পাওয়ার পর একজন অভিবাসী রোমানিয়ার স্থানীয় নাগরিকদের কাছাকাছি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার অর্জন করেন। ফলে যাদের বৈধ টিআরসি কার্ড আছে এবং যারা এ দেশে ন্যূনতম মজুরি (তিন হাজার তিনশ লিউ বা প্রায় ৮০ হাজার টাকা) পান এবং বাসা ভাড়ার প্রমাণ থাকে তাহলে অবশ্যই পরিবারের সদস্য আনা যাবে।

তোফায়েল বলেন, এই প্রক্রিয়াটি “এখানে এতো এতো ইজি, আমার মনে হয় অন্য কোনো দেশে এতো ইজি না।”

প্রক্রিয়া সহজ হলেও বাংলাদেশিদের পরিবার নিয়ে আসার প্রবণতা কম। অনেকে সঠিক তথ্য জানেন না বলে পরিবারের সদস্যদের আনতে পারেন না বলে মনে করেন তোফায়েল। আবার অনেক বাংলাদেশি রোমানিয়া ছেড়ে ইউরোপের অন্য দেশে চলে যেতে চান বলে পরিবার আনার ক্ষেত্রে অতোটা আগ্রহ দেখান না।

তবে তথ্যগত জটিলতার কারণে যারা পরিবারের সদস্যদের নিজের কাছে আনতে পারছেন না তাদের

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

প্রথম তিন মাসে মেলিলা পৌঁছাতে গিয়ে মৃত ৩২

ওয়েব নিউজ ডেস্ক

সাঁতার কেটে স্পেনের ছিটমহল মেলিলায় পৌঁছাতে গিয়ে এ বছরের প্রথম তিন মাসে ৩২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী মারা গেছেন। বেসরকারি সংস্থা সলিডারিটি হুইলস এ তথ্য জানিয়েছে।

২ মে এনজিওটি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, মৃত ৩২ জনের মধ্যে বেশিরভাগের বয়স ১৮ এর কম। তাদের সবাই মরক্কোর উপকূল থেকে স্প্যানিশ ছিটমহল মেলিলায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন।

সংস্থাটি আরো জানিয়েছে, মরক্কোর বেনি এনসার উপকূল এবং স্প্যানিশ ছিটমহল থেকে তাদের মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের এই ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার এবং মৃত্যু ঠেকাতে জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে এনজিওটি।

নিহতদের বেশিরভাগই মরক্কোর অপ্রাপ্তবয়স্ক

জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আইওএম-এর ডেটার পাশাপাশি মরক্কোর মানবাধিকার সংস্থা এএমডিএইচ, মরক্কোর ওয়েবসাইট হাওয়ামিচি, মেলিলার ওয়েবসাইট এল ফারো এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থার তথ্য নিয়ে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে সলিডারিটি হুইলস।

মরোক্কোর এসব কিশোরেরা সমুদ্রের যে অংশ দিয়ে মেলিলার পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ওই পথে অন্তত আট ঘণ্টা সাঁতার কাটতে হয়।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কৃষকের ধান অল্প দামে কিনে নিচ্ছে সুদখোর-মজুতদাররা

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

সুনামগঞ্জের এক ফসলী এলাকা হাওরে এবার বাম্পার ফলন হয়েছে। ভালো ফলন পেয়ে কৃষকরা খুশি। তবে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ছোট চাষীদের ধান কিনে নিচ্ছে স্থানীয় সুদখোর ও মজুতদাররা। এদিকে কৃষি বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে ফড়িয়া ও মজুতদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কৃষি কার্ড সংগ্রহ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যান্য বছর স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে গণশুনানি করে কৃষি কার্ড সংগ্রহ করা হলেও এবছর মাঠ পর্যায়ের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা মধ্যস্বত্বভোগীদের সঙ্গে আতাঁত করে কৃষি কার্ড সংগ্রহ করিয়েছেন- এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সুনামগঞ্জ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে সরকার এবার সুনামগঞ্জের হাওরে ১ হাজার ২৮০ টাকা মন দরে ২৯ হাজার ৮১১ মেট্রিকটন বোরো ধান সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সিদ্ধ চাল ৪৫ টাকা কেজি দরে ৯ হাজার ৬৮৪ মেট্রিকটন ও আতপ চাল ৪৪ টাকা কেজি দরে ৯ হাজার ৯৫৪ মেট্রিকটন সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে। আগামী আগস্ট পর্যন্ত সংগ্রহ অভিযান চলবে। এবার লটারির মাধ্যমে ৭টি উপজেলায় এবং ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ৫টি উপজেলায় কৃষকরা গুদামে ধান দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হবেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে অথবা গ্রামে গ্রামে গিয়ে উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তারা আগ্রহী কৃষকদের কৃষি কার্ড সংগ্রহ করার কথা। কিন্তু তারা এটা না করে কম দামে ধান কিনে বেশি দামে বিক্রি করার জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের সঙ্গে আতাঁত করে কৃষিকার্ড সংগ্রহ করে তালিকার জন্য প্রস্তুত করেছেন। এতে প্রকৃত কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অসচেতন কৃষকদের কার্ড সংগ্রহ করে মধ্যস্বত্বভোগীরা গুদামে ধান দিতে তালিকাভূক্ত হচ্ছে এমন অভিযোগ আছে।

সরেজমিন গতকাল মঙ্গলবার শাল্লা উপজেলার সাতপাড়া বাজার ও কার্তিকপুর এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, স্থানীয় দাদন ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাত সামসু মিয়া ও মিজান মিয়ার লোকজন বিশাল নৌকায় বস্তাভর্তি ধান তুলছেন। স্থানীয় কৃষকরা জানালেন, তারা প্রতি বছর চৈত্র মাসে কৃষকের পকেট শূন্য থাকার সুযোগ নিয়ে ৭-৮শ টাকা মন দরে ধান কিনে নেয়। এখন সেই ধান নৌকায় ভরে নিয়ে যাচ্ছে।

কার্তিকপুর গ্রামের কৃষক উমর ফারুক বলেন, ‘আমাদের এলাকায় এসে চৈত্র মাসেই সুদখোররা অল্প দামে ধান কিনে নিয়ে যায়। কৃষকদের হাত শূন্য থাকায় এই সময় কৃষি শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ, কৃষি সরঞ্জাম কেনা, মাড়াই ও ধান কাটা যন্ত্রের টাকা পরিশোধ করা, কাচি, কুলা, ট্রলির ভাড়া পরিবহনের জন্য সুদখোরদের কাছে অল্পমূল্যে ধান বিক্রি করে দেন। এতে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে। দাদন ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছে। প্রকাশ্যে এই অনিয়ম চললেও প্রশাসনও উদাসীন। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারাও তাদের দায়িত্ব পালন করেন না।’

শাল্লা উপজেলার নোয়াগাও গ্রামের কৃষক নৃপেশ দাস বলেন, ‘আমরা সরকারকে সবসময়ই ধান দিতে চাই। কিন্তু কৃষি অফিসাররা আমাদের কাছ থেকে কার্ড সংগ্রহ করে না। আমাদের ওয়ার্ডেকে দায়িত্ব পালন করে তাও জানি না। আমাদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। গরিব কৃষকরা মহাজনদের কাছে ধান অনেক আগেই অল্পদামে বিক্রি করে দিয়েছেন। তাদের খোরাকি ছাড়া অবশিষ্ট ধান হাতে নেই।’

শাল্লা উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিশ^জিৎ চৌধুরী নান্টু বলেন, ‘প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ছোট-বড় মজুতদরা চৈত্রমাসেই অল্পদামে আগাম ধান কিনে নেয়। তারা সরকারের তালিকাভুক্ত না হওয়ায় দিনদিন বেপরোয়া হচ্ছে। তাছাড়া অন্যান্য বছর কৃষি অফিস আমাদের সহযোগিতা নেয় কৃষকের তালিকা

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

লিগ্যাল এইড ফ্রান্স’র দ্বিতীয় শাখার উদ্বোধন

বদরুল বিন আফরোজ

প্যারিসের অধ্যুষিত বাংলাদেশী বাংলাদেশী প্রবাসীদের গণবসতি এলাকা ওভারভিলিয়ে রবিবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২ টায় বাংলাদেশ কমিউনিটি মসজিদের খতিব হাফেজ সাইফ আহমেদের মোনাজাতের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা শুরু হয়। এরপর দুপুর ১ টায় ববিনী সিটি কাউন্সিল এর মেয়র Abdel SADI এবং দুপুর ১ : ৩০ মিনিটে স্থানীয় ওভারভিলিয়ে সিটি কাউন্সিলের সহকারী মেয়র Sofienne KARROUMI পৃথক পৃথকভাবে ফিতা ও কেক কেটে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

প্যারিস এই প্রথম কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি গতানুগতিক উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানের থেকে একটু ব্যাতিক্রমিক আঙ্গিকে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সময় দুপুর বারোটা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা পর্যন্ত বৃহত্তর প্যারিস এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সংগঠন এবং কমিউনিটি ব্যক্তিগণ ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে ফিতা কেটে উদ্বোধন করে অংশগ্রহণ করেন, এবং নিজ নিজ সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত করেন।

এরপর ▶ পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

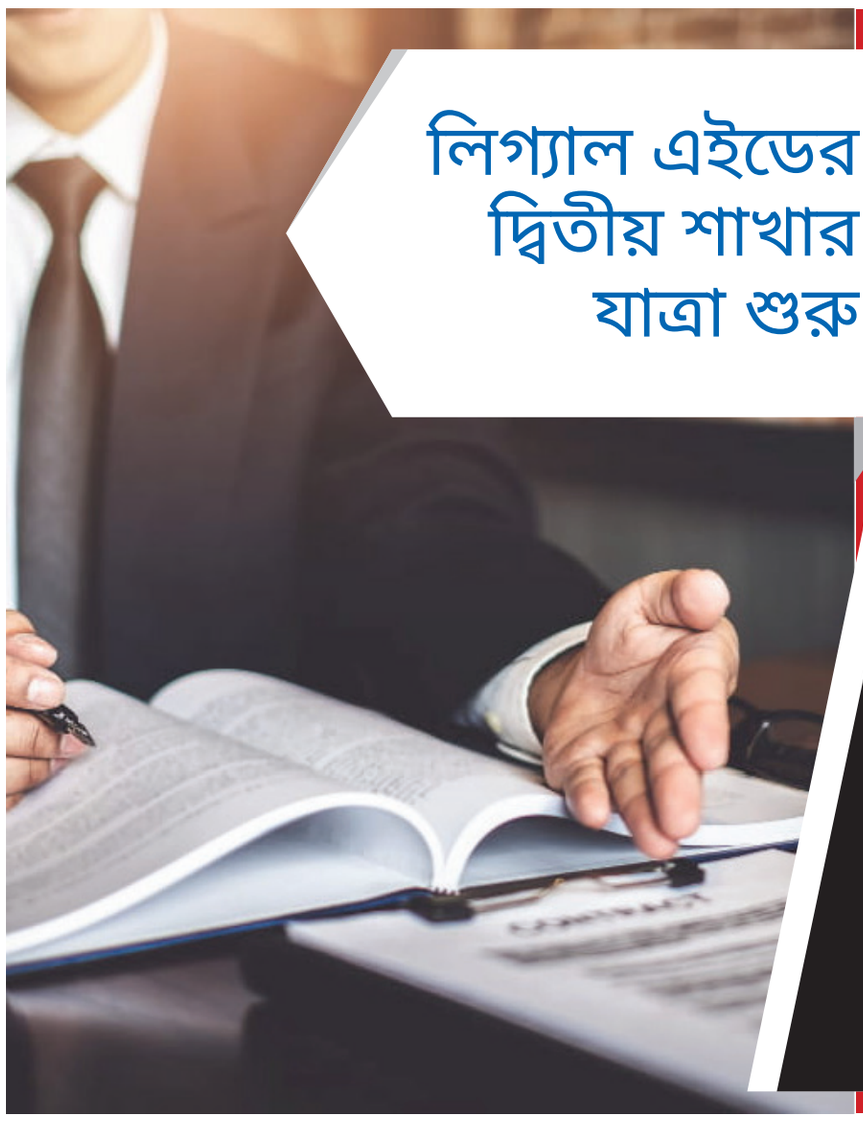

লিগ্যাল এইডের দ্বিতীয় শাখার যাত্রা শুরু

ফ্রান্সে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশীয় অধিবাসীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজের সহায়তা প্রধান লক্ষ্যে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Legal Aid FRANCE

12 Rue Laperouse,Pantin France 93500
legalaidfrance@gmail.com
09 80 46 43 60

গুণগত মানের শতভাগ নিশ্চয়তা

সুলভ মূল্যে ইতালি, তুর্কি থেকে সরাসরি আমদানিকৃত দৃষ্টি নন্দন, খাট, আলমারি, ওয়ারড্রব, ড্রেসিং টেবিল, ডাইনিং টেবিল, সোফা , ম্যাট্রেসসহ প্রয়োজনীয় সকল বাহারি ডিজাইনের ফার্নিচার।

bdmeubles

86 Boulevard Félix Faure, 93300 Aubervilliers
Paiement facilités 3x 4x, Fois Sans, Frais
0753335144 www.bdmeubles.fr

প্রকাশক : **এম এ আজাদ**, সম্পাদক : **বদরুল বিন আফরোজ**। প্রকাশক কর্তৃক 153 rue des cites 93300 Aubervilliers থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
ইমেইল : webnewsprint@gmail.com. ফোন নাম্বার : 01 88 50 43 38. ওয়েবসাইট : www.webnews24.fr